উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৩,৪০৯.৬৯ (-২৮৭.৬০)

নিফটি : ২৫,৪৫৩.৪০ (-৮৮.৪০)

অকালমৃত্যুর দায় করোনা টিকার নয়

করোনা অতিমারির পর হৃদরোগে মৃত্যুর নেপথ্যে করোনা টিকা দায়ী কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এবার এমন দাবি খারিজ করে দিল আইসিএমআর এবং এইমস-এর যৌথ সমীক্ষা। ▸▸ ৭

ফের বিপত্তি বোয়িংয়ে

আবার বিমান-বিপত্তি মাঝআকাশে! উড়তে উড়তে আচমকা গোত্তা খেয়ে একেবারে ২৬ হাজার ফুট নীচে! সোমবার জাপানে এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন যাত্রীরা। ▸▸ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৩°	২৫°
জলপাইগুড়ি	৩৩°	২৬°
কোচবিহার	৩৪°	২৬°
আলিপুরদুয়ার	৩৩°	২৬°

‘আমি আবার জন্ম নেব’ ▸▸ ৭

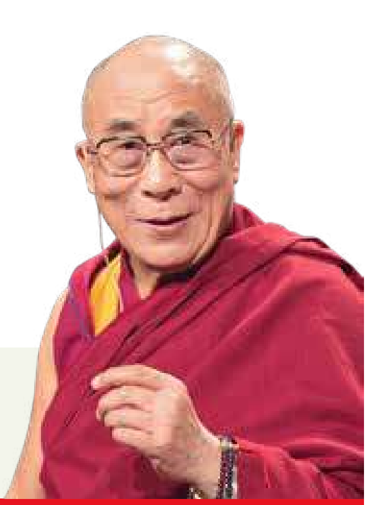

১৮ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 3 July 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 46

অন্ধকারেই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : ‘চাল নেই, চুলো নেই, মুখে বড় কথা’- বহুল প্রচলিত প্রবাদটিই দার্জিলিং হিল এবং দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তরের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি যথার্থভাবে তুলে ধরে। ২০১৯ সালে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয় দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয় আইন। ২০২১-এর ১৬ নভেম্বর থেকে সরকারিভাবে চালু হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়টি। একই বছর পথ চলা শুরু হয় দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও। নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও কোথাওই শিক্ষার ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। সম্প্রতি দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই স্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। এর বাইরে সাড়ে তিন বছরেও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই একজন কর্মী বা শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। নেই নিজস্ব পাঠ্যক্রম। তবুও আইন ভেঙে স্নাতকোত্তরে ছাত্র ভর্তি নিয়ে ডিগ্রি প্রদান করছে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের দুই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় ভেঙে পড়ার মুখে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কাঠামো। প্রশাসনিক অচলাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। আজ দ্বিতীয় কিস্তি

আইন এবং নিয়ম বলছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে কর্মসমিতি (ইসি) এবং কোর্ট। উপাচার্য একক সিদ্ধান্তে কোনও কাজ করতে পারেন না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইসি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে ‘কাউন্সিল’ তৈরি করা হয়। রাজ্য সরকার এবং উপাচার্য মনোনীত স্থানীয় শিক্ষাবিদরা কাউন্সিলের সদস্য হন। সর্বোচ্চ দুই বছরের মধ্যে কাউন্সিল ইসি ও কোর্ট গঠন করে। যতক্ষণ ইসি তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ কাউন্সিলই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। ইসি বা কোর্ট গঠন দূর অস্ত, দার্জিলিং হিল বা দক্ষিণ দিনাজপুর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন পর্যন্ত কাউন্সিল গঠন করাই হয়নি। ফলে কার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষাবিদরা। কাউন্সিল থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি করতে হয় বিষয়ভিত্তিক বোর্ড অফ স্টাডিজ। সেই বোর্ডই তৈরি করবে সিলেবাস, প্রশ্নপত্র। আজ পর্যন্ত সেসব কিছুই হয়নি।

ধারে নেওয়া হলঘর এবং মাঝেমধ্যে অনুরোধের জেরে ক্লাস

এরপর দশের পাতায়

বৃষ্টি নামল তাজমহলে। প্রেমের সৌধ চত্বরে খুদে পর্যটকদের আনন্দ-স্নান। বুধবার। -পিটিআই

সংঘের চাপে বঙ্গে পদ্ম সভাপতি শমীক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ জুলাই : বঙ্গ বিজেপিতে শমীক যুগ শুরু। আরেকজন মনোনয়নপত্র জমা দিলেও পদ্ধতিগত কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। ফলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে শমীক ভট্টাচার্যের নামে সিলমোহর পড়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আরএসএস, জনসংঘ থেকে শুরু করে ৪৪ বছরের রাজনৈতিক জীবন শেষে এখন রাজ্যে বিজেপির ব্যাটন উঠে এল শমীকের হাতে।

বাংলায় দলের অভিমুখেরও ইঙ্গিত মিলল বুধবার। রাজ্য সভাপতি পদে মনোনয়নের সময় তাঁর প্রস্তাবকদের তালিকায় প্রথম নামটিই ছিল শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। ফলে শমীক-শুভেন্দুর যুগলবন্দি রাজ্য বিজেপিতে দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সায়েন্স সিটির প্রেক্ষাগৃহে শমীককে রাজ্য সভাপতি হিসাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে তাঁর হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন দলের পক্ষে রাজ্য নির্বাচনি আধিকারিক রবিশংকর প্রসাদ।

শুভেন্দুর সমর্থন সুকান্তের উত্তরসূরিকে

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে শমীক মনোনয়নপত্র দিলেও শেষমুহূর্তে কিছুটা জল্পনা তৈরি হয় অম্বুজাক্ষ মোহান্তি নামে একজন অধ্যাপক মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায়। ওই অধ্যাপক এর আগে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে লড়েছিলেন। বিজেপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মনোনয়নপত্রে অন্তত ১০ জন প্রস্তাবক দরকার। অম্বুজাক্ষের মনোনয়নপত্রে ততজন প্রস্তাবকের সই ছিল না। ফলে স্ক্রুটিনিতে বাতিল হয়ে যায় তাঁর মনোনয়নপত্র।

পরে বিদায়ি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, মনোনয়নপত্র অসম্পূর্ণ থাকায় তা গ্রহণ করার প্রশ্ন ওঠে না। শমীকের রাজ্য সভাপতি হওয়া ছিল প্রত্যাশিতই। মঙ্গলবার রাতেই খবর মেলে যে, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁর

এরপর দশের পাতায়

বিজেপির নীচুতলায় ক্ষোভ দানা বাঁধছে

বাপিকে ছাড় কেন, প্রশ্ন দলে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : দলীয় কর্মীদের বারবার মারধর করার পরেও বাপি গোস্বামীর বিরুদ্ধে দলের জেলা বা রাজ্য নেতৃত্ব পদক্ষেপ না করায় ক্ষোভ বাড়ছে বিজেপির নীচুতলার নেতা-কর্মীদের মধ্যে। ওই নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, এর আগে দলের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য জেলা এবং মণ্ডলের পদে থাকা একাধিক নেতা-কর্মীকে সাসপেন্ড করেছিল নেতৃত্ব। কিন্তু ওই সমস্ত নেতা-কর্মীর অপরাধের থেকে বাপির এই অপরাধ অনেক বেশি গুরুতর। বারবার গুরুতর অপরাধ করার পরেও জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব কোন স্বার্থে বাপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি করছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। এবারও যদি বাপির বিরুদ্ধে নেতৃত্ব কোনও পদক্ষেপ না করে সেক্ষেত্রে প্রতিবাদে সরব হতে ইতিমধ্যে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের একাংশ।

বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মনকে বাপি গোস্বামীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। কী হয়েছে তা খোঁজ নিয়ে দেখব।’ ২০২৩ সালে ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের আগে যখন দলের প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তীকে রাস্তায় বাপি লাথি মেরেছিলেন সেই সময় ঘটনাস্থলে দীপক বর্মন উপস্থিত ছিলেন।

বাপির বিরুদ্ধে ওঠা একের পর এক অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্যের অপর সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।’ এদিনও প্রতিক্রিয়া জানতে জেলা সভাপতি শ্যামল রায়কে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

মাসকয়েক হল দলের জেলা সভাপতির দায়িত্বে রদবদল হয়েছে। দীর্ঘদিন জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতির দায়িত্বে থাকা বাপি গোস্বামীকে সরিয়ে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্যামলচন্দ্র রায়কে। কিন্তু কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, দলের নতুন জেলা সভাপতিকে তাঁর নিজের মতো করে কাজ করতে দিচ্ছেন না বাপি। দলের কর্মসূচির যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাপি নিজেই নিচ্ছেন।

দলের নতুন জেলা সভাপতি শ্যামল দায়িত্ব নেওয়ার দিনও দলের বহু পুরোনো কর্মীদের পার্টি অফিসে এসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা গিয়েছিল। এমনকি তাঁদের অনেকেই আশা প্রকাশ করেছিলেন, এবার নতুন জেলা সভাপতি পুরোনো কর্মীদের গুরুত্ব দিয়ে সংগঠনকে চালাবেন। কিন্তু পদে না থেকেও প্রাক্তন জেলা সভাপতি যেভাবে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তা অনেকেই মেনে নিতে না পেরে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছেন।

গত সোমবার রাতে দলীয় কার্যালয়ে দলের সদর বিধানসভার কো-কনভেনার বাপি রায়কে সকলের সামনে বাপি গোস্বামীর লাথি মারা মেনে নিতে পারেননি দলের অনেকেই। এই নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ না খুললেও শহরে কান পাতলে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মুখে শোনা যাচ্ছে ক্ষোভ আর সমালোচনা। সেইসঙ্গে অনেকেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের নীরব ভূমিকা নিয়ে। এদিন এক বিজেপি কর্মী অভিযোগ করেন, কিছুদিন আগে দলের কার্যালয় প্রাঙ্গণে দলের এক প্রবীণ কর্মীর সঙ্গেও নাকি দুর্ব্যবহার করেছিলেন বাপি গোস্বামী। সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার আগেই ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। দলের অপর এক কর্মী বলেন, ‘এর আগে দলের শৃঙ্খলাভঙ্গ করার জন্য বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তাদের অনেকেই এখনও সাসপেন্ড আছেন।

এরপর দশের পাতায়

কাঠগড়ায় নেতারা

- দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় এর আগে বিজেপির একাধিক নেতা সাসপেন্ড হয়েছেন
- বাপি গোস্বামীর বিরুদ্ধে দলের ৩ নেতাকর্মীর সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে
- দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদককে জানানোর ২৪ ঘণ্টা পরেও কোনও ফল হয়নি
- নতুন রাজ্য সভাপতির দ্বারস্থ হচ্ছেন ক্ষুব্ধ কর্মীরা

হাসিনাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

ঢাকা, ২ জুলাই : থাকলেনই বা বিদেশে। আইনে সাজা দিতে তো বাধা নেই। শেখ হাসিনারও সাজা হল। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কারাদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন গঠিত ট্রাইবিউনাল তাঁকেই শাস্তি দিল। ৬ মাসের কারাদণ্ড। তবে সশ্রম নয়, বিনাশ্রমে কারাবাসের দণ্ড ঘোষিত হল বুধবার।

তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে তাঁকে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দেওয়ার দাবি উঠেছে বারবার। কিন্তু দেশ ছেড়ে হাসিনা এখন ভারতের আশ্রয়ে। প্রত্যর্পণ করার জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার চেষ্টা করেছে বটে। কিন্তু ইউনূস সরকারের অনুরোধে সাড়া দেয়নি দিল্লি। ফলে সশরীরে তাঁর বিচারের সুযোগ হয়নি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের।

বিচারপতি মহম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ওই ট্রাইবিউনাল মুজিব-কন্যার ওই সাজার নির্দেশ দিয়েছে বুধবার। যে মামলার জেরে এই শাস্তি, সেই মামলার অপর আসামি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের শাকিল আকন্দ বুলবুল ওরফে মহম্মদ শাকিল আলমকেও কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর কারাবাসের মেয়াদ মাত্র ২ মাস। তাঁকেও বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ট্রাইবিউনাল।

কী অপরাধ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর? একটি ভাইরাল অডিওতে নারী কণ্ঠস্বর হাসিনার বলে অভিযোগ করে ওই মামলা হয়। কী ছিল সেই অডিওতে? মাসখানেক আগে ‘২২৬ জনকে হত্যার লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছি’ বলে একটি অডিও কথোপকথন ভাইরাল হয়। সেখানে যে মহিলার

এরপর দশের পাতায়

রাতে ওষুধ অমিল শহরে

ধূপগুড়িতে ন্যায্যমূল্যের দোকান নিয়েও ক্ষোভ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২ জুলাই : মহকুমা ঘোষণার পর গত দেড় বছরে বহরে অনেকটাই বেড়েছে ধূপগুড়ি হাসপাতাল। বেড়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও কর্মীর সংখ্যাও। পুজোর আগেই নতুন ছয়তলা হাসপাতাল বিল্ডিং গড়ার কাজও শুরু হওয়ার কথা। অথচ আজও ধূপগুড়ি হাসপাতালে মেটেনি রাতের ওষুধের সমস্যা।

ধূপগুড়ি হাসপাতাল পরিসরে ন্যায্যমূল্যের দোকান রয়েছে। সেখানে ৬১ শতাংশ ছাড়ে জেনেরিক ওষুধ বিক্রি হয়। অভিযোগ, সেখানে আপৎকালীন জীবনদায়ী ওষুধ মেলে না। আবার রাতেরবেলা রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া নিয়ে হয়রানিরও শেষ নেই। এনিয়ে কয়েকবার আলোচনা হওয়ার পর হাসপাতালের বাইরে বেসরকারি ওষুধের দোকানগুলি পালা করে রাতে খোলা রাখা শুরু হয়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি রাতেরবেলায় ওষুধ খুঁজতে নাজেহাল এক রোগীর আত্মীয় রোশেনারা বেগম বলেন, ‘আমার বোনের গর্ভকালীন সমস্যায় দুটো ইনজেকশন দ্রুত নিয়ে আসতে বলেছিলেন ডাক্তার। ন্যায্যমূল্যের দোকানে সেই ইনজেকশন পাইনি। গভীর রাতে হাসপাতালের বাইরে একের পর এক দোকানে ডাকাডাকি করেও কারও সাড়া পাইনি। বাধ্য হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রেফার হওয়া বোনকে জলপাইগুড়ি নিয়ে যাই।’

ধূপগুড়ি হাসপাতাল চত্বরে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান।

ধূপগুড়ি হাসপাতাল গেটবাজারে ছোট-বড় মিলে ২০টির মতো ওষুধের দোকান রয়েছে। পালা করে রাত্রিকালীন পরিষেবা চালু রাখলেও বেশিরভাগ দোকানের ক্ষেত্রেই গড়ে মাসে এক রাতের বেশি দায়িত্ব পড়ার কথা নয়। অথচ সেই কাজ একাধিকবার শুরু হলেও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। রাতে ওষুধ বিক্রি নিয়ে ঘুরপথে ন্যায্যমূল্যের দোকানের দিকেই আঙুল তোলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এনিয়ে হাসপাতাল গেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক আচার্যপ্রসাদ বিশ্বাস বলেন, ‘রাতে দোকান খোলা রাখার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা একটা বড় ইস্যু। হাসপাতাল চত্বরে ২৪ ঘণ্টা একটা দোকান খোলা থাকায় বাইরে আলাদা করে কেউ রাতে দোকান খুলে জেগে থাকতে চান না। বিশাল ছাড় মিললেও আপৎকালে পরিচিত নামী ব্র্যান্ডের ওষুধের খোঁজ পড়ে, যা ন্যায্যমূল্যের দোকানে বিক্রি হয় না।’

২০১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ধূপগুড়ি হাসপাতাল চত্বরে প্রথমবার ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান চালু হয়। সে সময় ছাড় মিলত ৫৯ শতাংশ। পরবর্তীতে নতুন করে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ৬১ শতাংশ ছাড়ে নতুন এজেন্সি দায়িত্ব পেয়েছে। ছাড় বাড়লেও সেখানে জেনেরিক ওষুধ ছাড়া কিছু মেলে না। বিশেষ করে আপৎকালীন জীবনদায়ী ইনজেকশন

এরপর দশের পাতায়

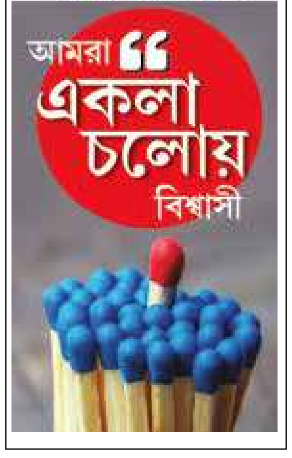

নেট রিচার্জের পয়সা নেই

গেম খেলতে স্টেশনে পড়ুয়ারা

স্টেশনের ফ্রি ওয়াই-ফাই দিয়ে মোবাইলে গেম খেলতে ব্যস্ত পড়ুয়ারা।

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ জুলাই : কারও নিজস্ব মোবাইল আছে। একাদশ-দ্বাদশের পড়ুয়াদের হাতে রয়েছে সরকারের দেওয়া ট্যাবও। তবে নিয়মিত নেট প্যাক রিচার্জ করার ক্ষমতা নেই বহু পরিবারের। অগত্যা ভরসা স্টেশনের ফ্রি ওয়াই-ফাই। ডুয়ার্সের একাধিক রেলস্টেশনে ঢুঁ মারলেই দেখা মিলছে একদল কিশোর ও তরুণ মোবাইলে বুঁদ হয়ে রয়েছে। ফাঁকা স্টেশনের চেয়ারে বসেই চলছে সিনেমা দেখা বা গেম খেলা। যদিও স্টেশনের ফ্রি ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধা অনন্ত সময়ের জন্য নয়। মাথাপিছু আধ ঘণ্টার জন্য। সেটাই কার্যত যকের ধন বাড়ির মোবাইলে নেট না থাকা ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

লুকসানের ক্যারন স্টেশনে এরকমই গেম খেলতে ব্যস্ত এক কিশোর বলছে, ‘স্কুল ছুটির পর আসি। বন্ধুরা মিলে কিছুক্ষণ খেলে বাড়ি ফিরে যাই। বাবা নেটপ্যাকের রিচার্জ করে দিতে পারে না। ওই কিশোরেরই এক বন্ধুর কথায়, আমরা শুধু গেমই খেলি না, সিনেমাও দেখি। বেশ কয়েকদিন ধরে ইউটিউবে তারে জমিন পর দেখে খুব ভালো লেগেছে।’

একই ধাঁচের ছবি দেখা যাচ্ছে চালসা, নাগরাকাটা, বানারহাট, বিন্নাগুড়ির মতো মফসসলের স্টেশনগুলিতে। যেখানে সারাদিনে বড়জোর ৩-৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের যাতায়াতের পথে স্টপ রয়েছে।

এক্ষেত্রে যাত্রীদের বসার জন্য স্টেশনগুলিতে যে সিমেন্টের বা কাঠের বেঞ্চ সার দিয়ে তৈরি করা রয়েছে সেগুলিতেই ওই পড়ুয়ারা বসে মোবাইল দেখে। যেহেতু ফ্রি ওয়াই-ফাই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, সেকারণে প্রথমে একজনের মোবাইলে চালু করা হয়। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর নিজে থেকেই ইন্টারনেটের গতি শ্লথ হয়ে গেলে এরপর অপরজন চালু করে। এভাবেই চলে পারস্পরিক সহযোগিতায় গেম খেলা বা সিনেমা দেখা।

এরপর দশের পাতায়

‘বুড়ো’ ইঞ্জিনে বিপত্তি, প্রশ্নে ঐতিহ্য

সালটা ১৮৮১। দিনটা ৪ জুলাই। শিলিগুড়ি থেকে স্টিম ইঞ্জিনে ধোঁয়া তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছিল খেলনা গাড়ি। কাল সেই দিনটিতে প্রথমবার টয়ট্রেন দিবস পালন হবে সুকনায়।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : পাহাড়পথে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে টয়ট্রেন। কখনও খাড়া বাঁকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইঞ্জিন, কখনও আবার লাইন থেকে ‘ধপাস’ হয়ে পড়ছে মাটিতে। গত এক বছরে প্রায় ২০ বার লাইনচ্যুত হয়েছে খেলনা গাড়ি। ফলে ঐতিহ্যের টয়ট্রেনে এখন চড়াটাই যেন আতঙ্কের হয়ে উঠছে অনেকের কাছে। বুধবারও দার্জিলিং যাওয়ার পথে সুকনা এবং রংটংয়ের মাঝে লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে টয়ট্রেন। বারবার এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় প্রশ্নে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের পরিকাঠামো।

এসবকে অবশ্য ‘ছোট্ট ঘটনা’ হিসেবেই দেখছে রেল। বরং বিশ্বের দরবারে দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যকে আরও মেলে ধরতে এই প্রথম পালন করা হচ্ছে টয়ট্রেন দিবস।

৪ জুলাই সুকনা স্টেশনে ওই অনুষ্ঠান ঘিরে এখন সাজোসাজো রব। রংতুলিতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বেশ কিছু ট্রেনের কামরা। সহযোগিতায় রয়েছে নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানে

হেরিটেজ স্পেশাল

টয়ট্রেনের ঐতিহ্য তুলে ধরতে ডিএইচআর থিমে বিভিন্ন ছবি ফুটিয়ে তুলবেন উত্তরের আঁকিয়েরা।

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলছেন, ‘টয়ট্রেনের একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। গোটা বিশ্ব সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত। আমরা নতুন প্রজন্মকেও ওই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাই।’

সালটা ১৮৮১। দিনটা ৪ জুলাই। শিলিগুড়ি থেকে স্টিম ইঞ্জিনে ধোঁয়া তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছিল খেলনা গাড়ি। কে জানত তখন, এই খেলনা গাড়িই একদিন দার্জিলিংয়ের ‘আইকন’ হয়ে উঠবে! সেই স্মৃতিকে উসকে দিতেই এই প্রথম টয়ট্রেন দিবস উদযাপন, বলছেন ডিএইচআর কর্তারা।

পাহাড়পথে খেলনা গাড়ি। (ইনসেটে) লাইনে তোলা হচ্ছে টয়ট্রেনকে।

২০১৭ সালে পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের পর থেকে টয়ট্রেনকে ফের জনপ্রিয় করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করছিল রেল। এমন সময় কোভিড চলে আসায় গোটা বিশ্বের পর্যটন ব্যবসাতেই ভাটা পড়ে। প্রভাব পরে টয়ট্রেনেও। পরবর্তীতে ধসের জেরে দীর্ঘদিন পরিষেবা বন্ধ থাকায় বিদেশি পর্যটকদের চাহিদা তলানিতে যেতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে টয়ট্রেনকে ফের বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ঘুম সামার ও উইন্টার ফেস্টিভালের আয়োজন করে ডিএইচআর। অনুষ্ঠান দুটি টয়ট্রেনকে আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনে। এরপর থেকে প্রায় প্রতি বছরই আয়ে নিজের রেকর্ড ভাঙছে ডিএইচআর।

এ তো গেল আনন্দের কথা।

এরপর দশের পাতায়

তরুণদের অনুপ্রেরণা ৬৫-র অরূপ

১৬২ বার রক্তদান, সুযোগ পেলেই ট্রেকিং

মন ভালো করা

দেবদর্শন চন্দ

অরূপ গুহ।

কোচবিহার, ২ জুলাই : জন্মদিন হোক কিংবা বিয়েবাড়ি। যে কোনও অনুষ্ঠানে কিংবা পুজো এলেই সামাজিক কর্মসূচি হিসেবে পাড়ায় পাড়ায় রক্তদান শিবিরের কথা শোনা যায়। কিন্তু সত্তরের দশকে কোচবিহারে এমন আয়োজন সেভাবে হত না। সেসময় অবশ্য সাইকেল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় রক্তদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন কোচবিহারের অরূপ গুহ। তাঁর একটাই মন্ত্র, 'স্বেচ্ছায় রক্ত দিন, সুস্থ থাকুন চিরদিন।' তিনি কোচবিহারের ন্যাসগ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তথা পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব। শতাধিকবার রক্তদান করেছেন অরূপ। শুধু নিজের জেলাতেই নয়, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এমনকি বর্ধমানেও তিনি রক্তদান করতে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

রক্তদানের এই পথ চলাটা শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। প্রথমবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ট্রেনে পৌঁছে গিয়েছিলেন বর্ধমানে। কিন্তু কেন এই আগ্রহ? তাঁর উত্তর, 'সেসময় কোচবিহারে ব্লাডব্যাংক না থাকায় হাসপাতাল চত্বরে প্রচুর দালাল থাকত। তাদের উপদ্রবে রক্ত পাওয়া দুষ্কর হয়ে যেত। কারণ অনেকেরই অর্থ ব্যয় করে রক্ত কেনার সামর্থ্য থাকে না। বিষয়টি কলেজে পড়াকালীনই বুঝে গিয়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে ব্লাড ব্যাংক তৈরি হয় কোচবিহারে। সেই থেকেই রক্তদানের পাশাপাশি সকলকে উৎসাহিত করতাম রক্ত দিতে।' যখনই ডাক পেতেন, ছুটে যেতেন রক্তদানে। এখন অবশ্য বয়সের কারণে সেভাবে রক্ত দিতে না পারলেও, সকলকে উৎসাহ দেন তিনি।

৬৫ বছর বয়সেও সুযোগ পেলে ট্রেকিংয়ে চলে যান। মাঝেমধ্যেই সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাঁকে। ১৬২ বার রক্তদান করেছেন তিনি। ২০০৩ সালের এভারেস্ট দিবসের দিন ছিল তাঁর ১০০তম রক্তদান। পেশায় অবসরপ্রাপ্ত পুরকর্মী হলেও তাঁর মন পড়ে থাকে নদীতে, সামাজিক নানা কাজে। এখন রক্ত দিতে না পারলেও কারও প্রয়োজনে ডোনার জোগাড় করে দিতে এগিয়ে যান। ২০২৪ সালে কলকাতায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অরূপের এই কৃতিত্বের সাক্ষী কোচবিহারের আপামর জনগণ। আজও জেলার হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি। ২০২৩ সালের ১৪ জুন শেষবার বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে এক প্রবীণকে রক্ত দিয়েছেন কোচবিহারের এই রক্তযোদ্ধা।

আম বাগান কেটে মাল্টা চাষে সাফল্য

হরষিত সিংহ

মালদা, ২ জুলাই : আমের জন্য বিখ্যাত মালদা। কিন্তু এই জেলাতেই ইদানীং সফলভাবে চাষ হচ্ছে মাল্টা। স্থানীয় বাজারে বিক্রিও হচ্ছে দেদার।

আম বাগানে খরচ বেশি। গাছের পরিচর্যা বেশি করতে হয়। তুলনায় মাল্টা চাষে খরচ কম। গাছের পরিচর্যারও তেমন প্রয়োজন হয় না। তাই মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতির বাসিন্দা বিবেক সাহা আম বাগান কেটে আট বিঘা জমিতে শুরু করেন মাল্টা চাষ। মালদায় তিনিই প্রথম এই চাষ শুরু করেছেন বলে খবর। কলকাতা থেকে ভালো মানের চারা এনে বসানোর প্রায় চার বছরেই সাফল্য পেয়েছেন। এখন গাছে ফল হচ্ছে। বছরে লক্ষ টাকা রোজগার হচ্ছে তাঁর। এককথায়, আমের বিকল্প হিসাবে মাল্টা চাষ করে তিনি এখন সফল।

মুসম্বির মতো দেখতে কিন্তু তুলনায় মিষ্টি এই মাল্টার বাজারে ব্যাপক চাহিদা বলে জানালেন বিবেক। তিনি বলেন, 'আম গাছের পরিচর্যা বেশি করতে হয়। সেই তুলনায় মাল্টা চাষে পরিচর্যা অনেক কম। তাই বিকল্প চাষ হিসাবে মাল্টা চারা রোপণ করি। আম বাগান কেটে এই বাগান তৈরি করেছি। চার বছর পর থেকেই ফলন হচ্ছে। বছরে লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। এই ফলের চাষ যে কেউ করতে পারবেন।'

বিবেক জানান, মাল্টা চাষে বছরে কয়েকবার মাত্র জলসেচ দিতে হয়। কোনও রাসায়নিক সার বা অন্যকিছুর প্রয়োজন হয় না। তাই এই চাষে খরচ খুব কম। অন্যদিকে, আম চাষে পরিচর্যা প্রায় সারা বছর করতে হয়। মুকুল ফোটা থেকে আম পাকার আগে পর্যন্ত একাধিকবার স্প্রে করতে হয়। ভিটামিন প্রয়োগ করতে হয়। আবার আবহাওয়ার উপরেও আম চাষের ফলন অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই অল্প খরচে বেশি লাভবান হতে মালদার যে কোনও কৃষক এই মাল্টা চাষ বিকল্প হিসাবে শুরু করতে পারেন বলে বিবেকের বক্তব্য।

এ বিষয়ে মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, 'বিকল্প বিভিন্ন ফল চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে দপ্তরের তরফে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এই বছরও আমরা অন্যান্য ফল সহ মাল্টা গাছের চারা বিতরণ করব। এছাড়াও কেউ যদি বাগান করতে ইচ্ছুক থাকেন, দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাঁদের সমস্তরকম সাহায্য করা হবে।'

কমলা নয়, কমলার মতো। ইংরেজবাজারের এক মাল্টা বাগানে।

> আম গাছের পরিচর্যা বেশি করতে হয়। সেই তুলনায় মাল্টা চাষে পরিচর্যা অনেক কম। তাই বিকল্প চাষ হিসাবে মাল্টা চারা রোপণ করি। আম বাগান কেটে এই বাগান তৈরি করেছি। চার বছর পর থেকেই ফলন হচ্ছে। বছরে লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। এই ফলের চাষ যে কেউ করতে পারবেন।
>
> – **বিবেক সাহা**
> *মাল্টা চাষি*

> বিকল্প বিভিন্ন ফল চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে দপ্তরের তরফে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এই বছরও আমরা অন্যান্য ফল সহ মাল্টা গাছের চারা বিতরণ করব। এছাড়াও কেউ যদি বাগান করতে ইচ্ছুক থাকেন, দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাঁদের সমস্তরকম সাহায্য করা হবে।
>
> – **সামন্ত লায়েক**
> *আধিকারিক, উদ্যানপালন দপ্তর*

চা বাগানে চিতাবাঘের দেহ

কালচিনি, ২ জুলাই : চা বাগানের ঝোপ থেকে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করলেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের বনকর্মীরা। বুধবার সকালে কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানের ২০ নম্বর সেকশনে মর্দা চিতাবাঘটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বাগানের শ্রমিকরা। তাঁরা বাগান কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালে বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বনকর্মীরা পৌঁছে চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করেন।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পশ্চিম) ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর হরিকৃষ্ণন পিজে জানান, চিতাবাঘের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। দেহের নীচের অংশে কিছুটা আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। পেছনের পা দুটি উপরের দিকে উঁচু হয়ে ছিল।

বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটির দেহ যেখানে পড়ে ছিল, সেই চা বাগানের সেকশনের পাশেই রয়েছে পাকা রাস্তা। তাই রাস্তা পারাপারের সময় কোনও গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে চা বাগানে পড়ে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে সেটির। আবার বন দপ্তরের একটি সূত্র বলছে, দুটি চিতাবাঘের মধ্যে সংঘর্ষের কারণেও সেটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর।

এদিন ঘটনার পর শ্রমিকদের অন্য সেকশনে কাজে পাঠানো হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি, চা বাগানে চিতাবাঘ রয়েছে। এদিন চিতাবাঘটির দেহ উদ্ধারের পর সে কথা আরও একবার প্রমাণিত হল। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটির মৃত্যু সম্ভবত মঙ্গলবার গভীর রাতে অথবা বুধবার ভোরে হয়েছে।

ত্যাজ্যকন্যা

আমরা গৌরী গোস্বামী এবং সাধন কুমার গোস্বামী শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক 02/07/2025 তারিখে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমাদের মেয়ে মুন সাহা (গোস্বামী)-কে অদ্য থেকে ত্যাজকন্যা করলাম। তার আমাদের সম্পত্তিতে কোনও অধিকার থাকবে না এবং আমাদের মারা যাওয়ার পর আমাদের কোনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোনও অধিকার থাকবে না। (C/117268)

নিখোঁজ

পরেশ চন্দ্র রায়, পিতা মৃত পঞ্চানন রায়, দক্ষিণ ভারতনগর অম্বিকা চক্রবর্তী, সরণি, শিলিগুড়ি নিয়ার আনন্দমার্গ স্কুল, জেলা-দার্জিলিং, গত 15/05/2002 তারিখে বাড়ি হইতে নিখোঁজ হয়ে যান, গায়ের রং কালো, মুখে বড় তিল ডানদিকে, বয়স 85, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি সাদা রংয়ের গলায় কাঠের মালা, সোনার লোকেট, কেউ সন্ধান পেলে আমাদের এই ঠিকানায় এবং ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। তরুণ রায় 9749306659.

অ্যাফিডেভিট

খতিয়ান নং LR, 9332, J.L. নং 016, মৌজা- গোপালপুর আমার নাম ভুল থাকায় গত 11-06-25 সদর, কোচবিহার, J.M. 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ajay Kumar Dey এবং Chhuti Ram Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নাগেশ্বরগুড়ি, ঢাংটিংগুড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার (WB)। (C/115991)

In my Service Book Record Home address is mentioned Vill: Vivekananda Para, P.S. Kotwali, P.O & Dt. Jalpaiguri, Pin-735101, W.B. on 02.07.2025 befor E.M. Court Jalpaiguri by affidavit declared that my actual address is Vill : Tara Para, near Holychild School, P.O. Jalpaiguri Govt. Engineering College, P.S. Kotwali, Dist : Jalpaiguri, Pin : 735102. Billol Roy, Japlaiguri. (C/116648)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে Sahidar Miah থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে (01/07/25) অ্যাফিডেভিট বলে Chhayadar Miya হলাম। ঝুড়িপাড়া, দিনহাটা। (S/M)

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 94341-17292. (C/116867)

Aparupa Stores Deshbandhu Para Slg. কাজের লোক চাই। M : 7001769305. (C/113536)

উত্তরবঙ্গের চাকরিজীবী/বেকার/রিটায়ার্ড/VRS/ অবসরপ্রাপ্তদের বাড়ি থেকে আয়ের সুযোগ। M : 7866892259. (K)

উঃ বঙ্গের সাত জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য অফিস স্টাফ, সার্ভেয়ার ও বিভিন্ন পদে বেতন ভিত্তিক পুরুষ ও মহিলা কর্মী প্রয়োজন। ফোন-8942899699/ 9735782382. (C/116867)

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা - M - 9832268306. (C/116868)

Wanted teachers for M.A English (self financed) purely on temporary basis. NET/SET mandatory. PhD desirable. Apply by post to Principal, Alipurduar Mahila Mahavidyalaya within 15th July, 2025. For details, see college website. (C/117015)

নরেশ মোড় তেলিপাড়ায় ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মে শপ টু শপ FMCG প্রোডাক্ট ডেলিভেরি করার জন্য ডেলিভেরি বয় প্রয়োজন। ফিক্সড স্যালারি + ইনসেনটিভ। শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। M-9064738552, 9883653139. (C/117270)

Eureka Forbes Ltd, Aquaguard মহিলা/পুরুষ Advisor চাই। Salary+ Comm. থাকা ফ্রি- Interview Dt.4.7.25 with Bio-data. Time : 12 P.M. to 4 P.M., B.S. Enterprise. Pakur Tala More, Siliguri - M : 98324-43401, 9749087222. (C/117264)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে D.El Ed-এ Online ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ- Manoranjan Saha Memorial B.Ed College, Maynaguri, Jal- 9932209369. President. (S/C)

হারানো/ প্রাপ্তি

গত 27-06-2025 তারিখে আমার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের ও কাস্ট সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি। বিপ্লব বর্মন, পিতা : পরেশ বর্মন, পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি, শিলবাড়ি হাট, আলিপুরদুয়ার। ফোন- 8207253788 (C/117016)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

শোলক সারি সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধে ৭.০০ নবাব নন্দিনী, রাত ১০.০০ গ্যাঁড়াকল, ১.০০ প্রেমের প্রতিদান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৩.৪৫ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৬.৫৫ পাওয়ার, রাত ১০.১০ লভ স্টোরি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ১.০০ সৎ মা, বিকেল ৪.৩০ মেমসাহেব, রাত ১০.৩০ বাহাদুর, ১.৩০ বিয়ে বিভ্রাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আট পাকে বাঁধা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরের লক্ষ্মী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৪ অঙ্গারে, দুপুর ১.৩১ আর্মি, বিকেল ৪.৩২ রাউডি রাজকুমার-টু, সন্ধে ৭.৩০ রাবণরাজ : আ ট্রু স্টোরি, রাত ১০.১২ মেরি তাকত মেরা ফয়সলা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ এনিমি, দুপুর ২.১১ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, বিকেল ৫.১১ অপরিচিত : দ্য স্ট্রেঞ্জার, রাত ৮.০০ আরআরআর, ১১.৩৫ গো গোয়া গন

এমএনএক্স : বেলা ১১.১২ উইডোজ, বিকেল ৪.১৮ রেড ডন, ৫.৫০ বেয়ারলি লিথাল, সন্ধে ৭.২৫ এসকেপ প্ল্যান-টু : হেডস, রাত ৯.০০ রকি-থ্রি, ১০.৩৮ অ্যালেক্স ক্রস

রমেডি নাউ : দুপুর ১.২০ অ্যান্ড সো ইট গোজ, সন্ধে ৬.০৫ অ্যালভিন অ্যান্ড দ্য চিপমাঙ্কস, ৭.৩৫ মামাডিউক, রাত ৯.০০ গেস হু, ১০.৪৫ দ্য অ্যাংরিয়েস্ট ম্যান ইন ব্রুকলিন

দ্য গ্রেট হিমালয়ান এক্সপ্লোরেশন সন্ধে ৭.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

অন্যায় অবিচার বিকেল ৩.৪৫ জলসা মুভিজ

এগ মটন রোল তৈরি শেখাবেন ডাঃ সৌগত ভট্টাচার্য। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

NIT NO-DDP/N-15/2025-26

e-Tenders for 13 (Thirteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur **Zilla Parishad**. **Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-15/2025-26 is 18.07.2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www. wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কমিউনিটি হলের উন্নীতকরণ/নবীকরণ

[illegible] ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

তিনটি পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৮টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬-এ ০১টি রাউন্ড ট্রিপের পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

তিনটি পর্যায়ে রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৮টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬-এ ০১টি আরটিভিপি-র ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলি সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের জন্য দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণ করাও প্রয়োজন। **অকশন ক্যাটালগের বিশদ : (১) অকশন ক্যাটালগ নং. : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৭এ; কম্পার্টমেন্ট :** ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৬টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ০৩.০৭.২০২৫, দুপুর ১ টা। (২) **অকশন ক্যাটালগ নং. : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৭বি; কম্পার্টমেন্ট :** ট্রেন নং ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬ এইচডব্লুএইচ-এনডিএলএস-এইচডব্লুএইচ-তে রাউন্ড ট্রিপ ভিপি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ০৪.০৭.২০২৫, দুপুর ১ টা। (৩) **অকশন ক্যাটালগ নং. : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৭সি; কম্পার্টমেন্ট :** ০২ টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২ টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ০৮.০৭.২০২৫, দুপুর ১ টা।

(HWH-169/2025-26) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া
ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/জুন/০৫, তারিখ: ২৭-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/এন-কে/এমআইএস/২০২৫/০৪। **কাজের নাম:** উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডাবলিং প্রোজেক্টের সাথে সম্পর্কিত, নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে গোয়ালপাড়া টাউন হয়ে আজারা পর্যন্ত ৩১টি ইউনিট (টাইপ-II) এবং ১৫৫টি ইউনিট (টাইপ-III) কোয়ার্টার, শ্রমিক ও মার্কেট রুম, প্রিকাস্ট ইয়ার্ড জেন (দুপধরা, সিংরা, বকো, বামুনীগাঁও, ছয়গাঁও স্টেশনে), বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ, রাস্তার কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ। **আনুমানিক মূল্য:** ১৮,৬৫,০১,৫০৩.০৭ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কামাখ্যা
প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেমের স্থানান্তরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-১৯-২০২৫-২৬ তারিখ: ২৭-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম:** আরডিএসও পত্র নং. এমসি/সিবি/এলএফ/এনাইরোবিক, তারিখ: ০৭/১০/২০২৪ অনুসারে এলএইচবি কোচসমূহে আওরঙ্গা থেকে অনবোর্ড পর্যন্ত ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেমের (ইপিপিএফএস) স্থানান্তরণ। **টেন্ডার রাশি:** ১০,৩৪,৪৫৭.৬০/- টাকা @১৮% জিএসটি সহিত। **বায়না রাশি:** ২০,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ১৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু ও মালদা টাউন-এর মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৬৫৬৫/০৬৫৬৬ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মালদা টাউন - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, চলাচলের তারিখ, স্টপেজ এবং গঠন অনুসারে চলবে :-

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মালদা টাউন স্পেশাল			(০৬৫৬৫) (০৬৫৬৬)	মালদা টাউন -এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল		
দিন	পৌ.	ছা.	স্টেশন	পৌ.	ছা.	দিন
রবি	–	২৩.৪০	↓ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	১২.৪৫	–	শুক্র
সোম	১২.৫০	১৩.০০	বিজয়ওয়াডা জং.	২২.৪৫	২২.৫৫	বৃহস্পতি
মঙ্গল	০১.৪৫	০১.৫০	ভুবনেশ্বর	০৭.১০	০৭.১৫	
	০৭.১৫	০৭.২৫	খড়গপুর	০০.৪৫	০০.৫৫	
	০৯.৫৫	১০.০০	ডানকুনি	২১.৫৫	২২.০০	বুধ
	১৩.১১	১৩.১৬	রামপুরহাট	১৮.৩২	১৮.৩৭	
	১৬.৩০	–	মালদা টাউন ↑	–	১৬.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে কৃষ্ণরাজপুরম, বঙ্গারপেট, জোলারপেট্টি জং., কাটপাডী জং., রেনিগুন্টা জং., গুডুর জং., ওঙ্গোল, রাজমন্ড্রী, দুব্বাডা, কোট্টাভালাসা জং., ভিজিয়ানাগ্রাম জং., শ্রীকাকুলাম রোড, পলাসা, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁ, খুরদা রোড জং., কটক, ভদ্রক, বালাসোর, আন্দুল, বর্ধমান, বোলপুর শান্তিনিকেতন এবং নিউ ফারাক্কা স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন : এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ০৬৫৬৫ :** ১৩.০৭.২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ০১ টি ট্রিপ। **মালদা টাউন থেকে ০৬৫৬৬ :** ১৬.০৭.২০২৫ তারিখ (বুধবার) = ০১ টি ট্রিপ।। **গঠন :** এসি-২টিয়ার — ০১, এসি-৩টিয়ার — ০৩, স্লিপার শ্রেণি — ১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) — ০৫ এবং এসএলআরডি — ০২ = ২১টি কোচ। **ক্যাটেগরি :** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KENDRIYA VIDYALAYA BSF BAIKUNTHPUR
Advertisement for admission in class-X

It is hereby informed that a few seats are vacant in Class X at Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur. Children of Central Government employees, ex-servicemen, and employees of autonomous bodies/public sector undertakings/higher education institutions under the Government of India (Service category I & II), who are currently studing in CBSE-affiliated schools, are eligible to apply for admission to these seats. Admission can be done under point-09 of part-A of the Admission Guidelines-2025-26 issued by the Kendriya Vidyalaya Sangathan.

Registration for admission will be accepted from 03.07 2025 to 07.07.2025 during office hours.

For application forms and further details, interested candidates/parents may contact the school office or visit the school website : **https:// bsfbaikunthpur.kvs.ac.in/**

Principal

*** বিন্নাগুড়ি ক্যান্টে ৫ বছরের জন্য দোকান ইজারা দেওয়ার বিজ্ঞাপন ***

১. বিন্নাগুড়ি মিলিটারি স্টেশনে ৫ বছরের জন্য ৫টি দোকান ইজারার জন্য যুদ্ধ বিধবা/ প্রতিবন্ধী সৈনিক/ প্রাক্তন সৈনিক এবং স্বামী/স্ত্রী/প্রাক্তন সৈনিকের বিধবা স্ত্রীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র চাওয়া হচ্ছে। দোকানের বিস্তারিত তথ্য আবেদনপত্রের সাথে পাওয়া যাবে যা শক্তি বিজয় শপিং কমপ্লেক্সের অ্যাকাউন্ট নম্বর-৪৪১৮৮৬০২৭৫২০-এর অনুকূলে চেক/ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ৫০০ টাকা ফি দিয়ে নন-কমিশন্ড অফিসার ইনচার্জ শক্তি বিজয় শপিং কমপ্লেক্স থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

২. মাসিক রিবেট নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে দোকানগুলি বরাদ্দ করা হবে।

৩. আবেদনপত্রগুলি সর্বনিম্ন ১৭ জুলাই ২০২৫ সালের মধ্যে শক্তি বিজয় শপিং কমপ্লেক্সের নন-কমিশন্ড অফিসার ইনচার্জের কাছে জমা দিতে হবে।

৪. জিজ্ঞাসার জন্য, ৮৮৯৪০১০৩১৮ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কমও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের প্রথম পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাউকে কথা দিয়ে রাখতে না পেরে অনুশোচনা। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। বৃষ : সৃষ্টিশীল কাজের জন্য সম্মানিত হবেন। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : সুমধুর কথার জন্য সমাজে বিশেষ সম্মান মিলবে। সাংসারিক কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। কর্কট : ব্যবসায় বাবার পরামর্শে উপকৃত হবেন। সামাজিক কাজে দায়িত্ব বাড়বে। সিংহ : প্রেমে মান অভিমান চলবে। কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ভালো সুযোগ পাবেন। কন্যা : বাড়ির কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। তুলা : স্ত্রীর সহযোগিতায় জটিল কোনও কাজের সমাধান করতে পারবেন। উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সাফল্য। বৃশ্চিক : বাইরের খাবারদাবার এড়িয়ে চলুন। পেটের রোগে কাবু হওয়ার সম্ভাবনা। ধনু : আর্থিক অনটন থাকলেও বিকেলের পর কিছুটা স্বস্তি মিলবে। বাড়িতে অতিথির আগমন। মকর : সারাদিন আনন্দে কাটবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। কুম্ভ : নিজের সমস্যা বাইরের কাউকে বলতে যাবেন না। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। মীন : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১২ আষাঢ়, ৩ জুলাই ২০২৫, ১৮ আহার, সংবৎ ৮ আষাঢ় সুদি, ৭ মহরম। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।২৩। বৃহস্পতিবার, অষ্টমী দিবা ২।৫৭। হস্তানক্ষত্র দিবা ৩।২৫। পরিঘযোগ রাত্রি ৮।৪৪। ববকরণ দিবা ২।৫৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।৫১ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৩।২৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, শেষরাত্রি ৪।২৫ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ২।৫৭ গতে পূর্বে। কালবেলাদি- ৩।২ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৪২ গতে ১।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ২।৫৭ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শালপাতায় স্বনির্ভরতার গল্প

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২ জুলাই : ললিতাবাড়ি গ্রামের মহিলারা এখন স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। সংসারের খরচের একটা অংশ নিজেই যোগাবেন বলে ভাবছেন। সেইসঙ্গে নিজের ছোট ছোট সাধ-আহ্লাদ পূরণও করতে পারছেন। আর তাঁদের এই স্বপ্ন দেখাচ্ছে শালপাতা।

প্লাস্টিক এবং থার্মোকল পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করে। তাই প্লাস্টিক ও থার্মোকল ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন। তাদের এই লাগাতার প্রচারের ফল ফলেছে। শালপাতার চাহিদা বেড়েছে। আর শালপাতার থালা বানিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন রাজগঞ্জের বনবস্তি এলাকার ওই মহিলারা।

পরিবেশবান্ধব শালপাতার থালা একসময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহার হত। কিন্তু বর্তমানে অত্যাধুনিক থার্মোকলের থালার দাপটে কোণঠাসা পরিস্থিতি শালপাতার। তবে বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন প্লাস্টিক এবং থার্মোকলের কুফল নিয়ে প্রচার চালানোর ফলে সম্প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বেড়েছে শালপাতার থালার প্রতি। সেই কারণেই নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছেন বনবস্তি এলাকার মহিলারা।

রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের ললিতাবাড়ি গ্রামের মহিলারা দীর্ঘ ১২ বছর ধরে জঙ্গল থেকে শালপাতা এনে থালা বানিয়ে বাজারে বিক্রি করেন। ওই গ্রামের প্রায় ৩০ জন মহিলা এই কাজ করে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছেন। জঙ্গল থেকে শালপাতা নিয়ে এসে মেশিনে সেলাই করে রোদে শুকিয়ে থালা বানানো হয়। তাঁরা জানালেন, একসময় এই থালার ব্যাপক চাহিদা ছিল। মাঝে থার্মোকলের দাপটে তারা বাজার হারিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আবার চাহিদা বেড়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকাররা এসে শালপাতার এই বানানো থালা কিনে নিয়ে যান। এর ফলে প্রতিমাসে ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা তাঁদের মাথাপিছু রোজগার হয়। খালি শীতের সময় গাছে পাতা কম থাকায় ওই সময় বেশি থালা বানানো সম্ভব হয় না।

এই প্রসঙ্গে এক পাইকার বলেন রায় বললেন, 'পাড়ার মহিলাদের কাছ থেকে সেলাই করা শালপাতার থালা আমি পাইকারি দরে কিনে নিয়ে আসি। তারপর সেগুলি শিলিগুড়ির বাজারে বিক্রি করি।' তিনিও মানছেন, মাঝখানে চাহিদা কিছুটা কমে গেলেও বর্তমানে আবার শালপাতার থালার চাহিদা ভালোই। বিশেষ করে বিয়ের মরশুম, পিকনিক এবং পুজোর সময় বেশি পরিমাণে চাহিদা থাকে এই থালার।

পরিবেশবান্ধব এই থালা খুবই ভালো বলে জানান স্থানীয় একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার বিশ্বজিৎ নাগ। রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, পরিবেশকে রক্ষার জন্য তাঁরা যেন পরিবেশবান্ধব শালপাতা এবং অন্যান্য পাতা দিয়ে তৈরি থালা, মাটির গ্লাস ব্যবহার করেন। এজন্য ললিতাবাড়ি বনবস্তির মহিলাদের পাশে সবসময় থাকবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।

শালপাতা সেলাই করছেন বনবস্তি এলাকার এক মহিলা।

তাহাদের কথা

ললিতাবাড়ি গ্রামের মহিলারা ১২ বছর ধরে শালপাতা এনে থালা বানিয়ে বাজারে বিক্রি করেন

মেশিনে সেলাই করে রোদে শুকিয়ে থালা বানানো হয়

বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকাররা এসে শালপাতার এই বানানো থালা কিনে নিয়ে যান

বিএসকে চালু হয়নি, হয়রানি

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ২ জুলাই : কন্যাশ্রীর ফর্ম ফিলআপ হোক কিংবা বার্ধক্য ভাতা, ট্রেড লাইসেন্স, র‍্যাশন সংক্রান্ত কাজ সবক্ষেত্রেই এখনও বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, বানারহাট ব্লকের চামুর্চি, বানারহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের ভরসা সেই সাইবার ক্যাফে। বিভিন্ন কাজের জন্য গাঁটের কড়ি খরচ করে তাঁদের বাইরের বিভিন্ন ক্যাফে থেকে কাজ করাতে হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় যখন বাসিন্দারা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের পরিষেবা নিয়ে সুবিধা পাচ্ছেন, তখন কেন এখনও ওইসব এলাকায় বিএসকে চালু হয়নি? খোঁজ নিয়ে জানা গেল কর্মীর অভাবেই নাকি চালু হয়নি বিএসকে। বানারহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রজনী ওরাওঁয়ের কথায়, 'এক বছর হতে চলল আমার দপ্তরে কম্পিউটার সহ বিভিন্ন কাজের সরঞ্জাম এসে পড়ে আছে। কিন্তু কর্মীর অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। আমি বহুবার বিডিওকে বিষয়টি জানিয়েছি। কিন্তু কবে বিএসকে চালু হবে তা জানা নেই।'

এলাকায় বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু না হওয়ায় একদিকে যেমন বাইরে ক্যাফে থেকে কাজ করাতে হয়রানি পোহাতে হচ্ছে তেমনি বেশি টাকা খরচে ক্ষুব্ধ সকলে।

চা বাগান অধ্যুষিত বানারহাট ব্লকের বাসিন্দাদের সরকারি পরিষেবা পেতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। পেনশন, কন্যাশ্রী, জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট সহ সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন পরিষেবা পেতে প্রায় ১০০-১৫০ টাকা পর্যন্ত গুনতে হচ্ছে তাঁদের। বিশেষ করে সমস্যায় পড়েছে পড়ুয়ারা। চামুর্চি ভুটান সীমান্তের এক স্কুলের পড়ুয়া নেহা ছেত্রীর কথায়, 'কন্যাশ্রীর ফর্ম ফিলআপের জন্য বাইরের অনলাইন সেন্টারে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এতে যেমন অতিরিক্ত টাকা খরচ হচ্ছে, তেমনি সময় বেশি লাগছে।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন চামুর্চি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সংগীতা কামি। তিনি বলেন, 'ভুটান সীমান্তে বাসিন্দাদের এমনিতেই উপার্জন কম। তার মধ্যে অতিরিক্ত টাকা গুনতে হচ্ছে। পাশাপাশি পড়ুয়াদের হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে।'

এই পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে দ্রুত বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালুর দাবি তোলা হয়েছে।

এক বছর হতে চলল আমার দপ্তরে কম্পিউটার সহ বিভিন্ন কাজের সরঞ্জাম এসে পড়ে আছে। কিন্তু কর্মীর অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। আমি বহুবার বিডিওকে বিষয়টি জানিয়েছি। কিন্তু কবে বিএসকে চালু হবে তা জানা নেই।

রজনী ওরাওঁ প্রধান
বানারহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

যেখানে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালুর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম চলে এসেছে সেখানে কর্মীর অভাবে চালু করা হচ্ছে না। তাহলে কেন প্রশাসন সে ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিন্নাগুড়ির হলদিবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দা চন্দ্রর মাহালি।

এদিকে, বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ওই সহায়তা কেন্দ্র চালু থাকলেও বানারহাট-২ এ এখনও বিএসকে চালু না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। নিজেদের বঞ্চিত বলে দাবি করছেন তাঁরা।

বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন বলেন, 'বিষয়টি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আশা করি শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

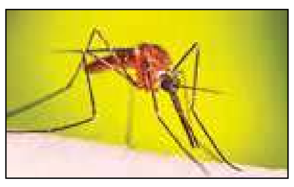

ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগ

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : জেলায় ক্রমেই বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জুন মাস পর্যন্ত জেলায় ১৩২ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। যা যথেষ্টই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে। বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে ডেঙ্গি নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে ডেঙ্গি মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। সবথেকে বেশি ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে চলতি বছর মে এবং জুন মাসে। অন্যদিকে, জেলার মধ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা সবথেকে বেশি সদর ব্লকে। ইতিমধ্যে সেখানে ২৫ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'জেলায় এখনও পর্যন্ত ১৩২ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পরীক্ষা করাতে বলা হচ্ছে। ডেঙ্গি নিয়ে জেলায় ভয়ের কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।'

টোটগাঁওয়ে বাঁধ

মালবাজার, ২ জুলাই : গ্রাম প্লাবিত হওয়া ঠেকাতে বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটগাঁও এলাকায় রংটুংঝোরার পাশে বাঁধ নির্মাণ শুরু হল। বর্ষা এলে তিস্তার জল ওই ঝোরা দিয়ে বয়ে গ্রামকে ভাসিয়ে দেয়। টোটগাঁও লাগোয়া রংটুংঝোরার ১০০ মিটার অঞ্চলে তারের জালিতে পাথর ভরে ওই বাঁধ তৈরি শুরু হয়েছে।

শিক্ষিকাদের আটকে তালা

শিশুশিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে বিস্তর অভিযোগ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২ জুলাই : কেউ বলছে দেরি করে আসেন শিক্ষিকারা। কারও মতে, মিড-ডে মিলের গুণমান খারাপ। এমনকি দায়িত্বশীল নন শিক্ষিকারা, এরকম একাধিক অভিযোগ তুলে বুধবার শিক্ষিকাদের ঘরে আটকে রেখে বিদ্যালয়ে তালা ঝোলালেন অভিভাবকরা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বড়গিলা দোমুখা কৃষিবিজ্ঞান শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ, বিডিও অফিসের আধিকারিকরা এসে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেন। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে বিক্ষোভ তুলে দেওয়া হয়েছে।' যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা যমুনা রায়। তাঁর কথায়, 'অফিসের কাজ থাকলে কখনো-কখনো শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে আসতে দেরি হয়। পড়ুয়ারা আমাদের সন্তানের মতো। মিড-ডে মিলের খাবারের মান খারাপ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর সহ অন্যান্য সমস্যাগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার। চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়ার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণির একজনের ঝামেলা বাধে। সেসময় এক অভিভাবক বিষয়টি দেখে তাদের থামিয়ে দেন। স্কুলে দুই পড়ুয়া মারামারি করতে থাকলেও কোনও শিক্ষিকার বিষয়টি নজরে না আসায় এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অভিভাবকরা। এরপর এদিন স্কুল শুরু হওয়ার পর অভিভাবক ও স্থানীয়রা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সামনে জড়ো হন। এ কেন্দ্র থেকে পড়ুয়াদের বের করে দিয়ে শিক্ষিকাদের একটি ঘরে রেখে তালাবন্ধ করে রাখেন। তাঁরা প্রত্যেক শিক্ষিকার বদলির দাবি জানিয়েছেন।

খবর পেয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আবু তৈয়ব আলি।

ওই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে পড়ুয়ার সংখ্যা ৫৭। শিক্ষিকা রয়েছেন ৪ জন। অভিভাবকদের অভিযোগ, শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। পড়ুয়াদের প্রতিদিন যে মিড-ডে মিল দেওয়া হয় তার মান খারাপ। শুধু তাই নয়, ক্লাসরুম ও কেন্দ্রের আশপাশের অংশ অপরিচ্ছন্ন। রাস্তার পাশে শিশুশিক্ষাকেন্দ্র হলেও কোনও সীমানা প্রাচীর নেই।

মোজাম্মেল হক নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'শিশুশিক্ষকেন্দ্রে চূড়ান্ত অব্যবস্থা চলছে। পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নেই। শিক্ষিকারা কেউই দায়িত্বশীল নয়।' একই কথা বললেন আরেক অভিভাবক শুক্লা রায়।

এ ব্যাপারে ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'অভিভাবকদের অভিযোগ শোনার জন্য ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা সেখানে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা, অভিভাবক ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলেছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলছেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি।

রথের মেলা জমজমাট

বেলাকোবা, ২ জুলাই : জমে উঠেছে বেলাকোবার বিবেকানন্দ কলোনির রথের মেলা। এবার বেলাকোবার ওই রথযাত্রার ৩৬তম বর্ষ। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সেখানে নয় দিন ধরে মেলা চলে। তবে ভিড় বেশিরভাগ সোজা এবং উলটো রথে দেখা যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি বাইরের ব্যবসায়ীরাও সেখানে দোকান দেন। আবহাওয়া ভালো থাকায় গত তিন-চার দিনের মেলা বেশ জমজমাট। খুশি ব্যবসায়ীরাও।

মেলা কমিটির সম্পাদক রণবীর মজুমদার বলেন, 'মেলায় প্রায় ২০০টি দোকান বসেছে। শিলিগুড়ি থেকে এসেছে নাগরদোলা সহ ছোটদের জন্য বিভিন্ন মনোরঞ্জনের জিনিস। এছাড়া, হরেকরকম মিষ্টির দোকান ও ফাস্ট ফুডের দোকান তো রয়েইছে।' নদিয়া থেকে বিভিন্ন খেলনা নিয়ে এসে দোকান দিয়েছেন রাজেন দাস। তিনি বলেন, 'এই নিয়ে পাঁচ বছর ধরে এই মেলায় আসি। অন্যান্য বার থেকে এবার বিক্রি বেশি হয়েছে।'

আবসানাকে সংবর্ধনা

নাগরাকাটা, ২ জুলাই : সিবিএসইর দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় এবার দেশের ৬৫৩টি জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে দশম স্থানাধিকারী ছাত্রী আবসানা সরকারকে সংবর্ধনা দিল সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। আবসানা সুলকাপাড়ারই নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বুধবার পঞ্চায়েত অফিসে তার হাতে স্মারক তুলে দিয়ে ওই ছাত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন পঞ্চায়েত প্রধান শীতল মিস্ত্রি, উপপ্রধান লাভলি খাতুন, শিল্প সঞ্চালক লতিফুল ইসলাম, কৃষি ও প্রাণী বিকাশ সঞ্চালক মঞ্জুরুল হক সহ অন্যরা। আবসানা জানিয়েছে, সে ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চায়। নাগরাকাটার পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয় থেকে আবসানা ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবার দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, আবসানা গোটা এলাকার গর্ব। এদিন আবসানার সঙ্গে ছিলেন তার বাবা আতাউর রহমান সরকার।

গ্রেপ্তার দাদু

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : স্কুল ছাত্রীর সন্তান প্রসবের ঘটনায় গ্রেপ্তার দাদু। বুধবার জলপাইগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে নাতনিকে ধর্ষণের দায়ে পকসো ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'জলপাইগুড়ি মেডিকেলের শৌচাগারে নাবালিকার সন্তান প্রসবের ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত নাবালিকার দাদুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' গত সোমবার পেটের যন্ত্রণা নিয়ে মায়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি বিভাগে এসেছিল নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী। জরুরি বিভাগের পাশের শৌচাগারে সন্তান প্রসব করে ওই নাবালিকা। এরপর ওই নাবালিকা এবং সদ্যোজাতকে প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করানো হয়। সেই দিনই নাবালিকার মা জানিয়েছিলেন মেয়ের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন তার দাদুই এই ঘটনার জন্য দায়ী। মেডিকেল কলেজের তরফে মহিলা থানায় নাবালিকার মা হওয়ার ঘটনাটি জানানো হয়।

মক ড্রিল

বেলাকোবা, ২ জুলাই : জেলা শাসকের নির্দেশে ব্লক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে সিভিল ডিফেন্স ও ফায়ার ব্রিগেডকে নিয়ে রাজগঞ্জে মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হল। আগুন লাগা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মোকাবিলার মহড়া হল শিকারপুর অঞ্চলে বটতলা রেগুলেটেড মার্কেটে।

দুই এলাকার চরম ভোগান্তিতেও চোখ বুজে প্রশাসন

রাস্তার গর্তে জমা জলে চরছে হাঁস

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ২ জুলাই : একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তার বড় বড় গর্তে জমছে জল। সেই জলে চরছে হাঁস। তখন রাস্তা না পুকুর, বোঝা দায়! বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের এই রাস্তায় চলাচল মুশকিল হয়ে পড়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ধীরেন দোকান দুর্গা মন্দির থেকে হনুমান মাঠ পর্যন্ত ১ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। বছরের পর বছর ধরে রাস্তার এই বেহাল দশা দেখেও প্রশাসন উদাসীন।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তার বড় বড় গর্তে বৃষ্টির জল জমলে তা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। তাই গর্তে দু'চাকার যানবাহনের চাকা পড়লে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। তাই বৃষ্টি হলেই বাইক, স্কুটি বা সাইকেল নিয়ে এই রাস্তায় চলাচল করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবুও এই পথ দিয়েই যাতায়াত করতে হয় দক্ষিণ সাঁকোয়াঝোরা এবং উত্তর ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষকে। গ্রাম পঞ্চায়েতে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি।

এলাকার বাসিন্দা মহেশ শা বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য রাস্তার সংস্কার হলেও এই রাস্তার সংস্কার করার কথা কেন ভাবা হয় না, জানি না। রাস্তার এই বেহাল দশা আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।' খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ির পাশের রাস্তার এমন দশা কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা ফাগনি ওরাওঁ জানান, এই রাস্তা মেরামতের জন্য তিনি একাধিকবার পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়েছেন। তবে কেন এই রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে না তার কোনও উত্তর তিনি দিতে পারেননি। অন্যদিকে, সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবণী দে ঘোষ বলেন, 'রাস্তার অবস্থা খতিয়ে দেখে সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।' এলাকার পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত শাসকদলের দখলে থাকা সত্ত্বেও রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে বিজেপি সরব হয়েছে। অভিযোগ এবং পালটা অভিযোগ পেরিয়ে কবে রাস্তা সংস্কার হয় তারই অপেক্ষায় আছেন এলাকার মানুষ।

জলকাদায় চলাচল দায় উত্তর ডাঙ্গাপাড়ায়।

স্কুলে যাতায়াতে ভোগান্তি

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২ জুলাই : সকালে বিকালে যেই পথ দিয়ে বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়, সেই রাস্তার বেহাল অবস্থা বছরখানেক থেকে। রাস্তার পিচের চাদর উঠে গিয়েছে অনেক আগেই। ছোট-বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। রাস্তাটির সংস্কার নিয়ে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ওদলাবাড়ির তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সুকান্ত চৌধুরী। মন্ত্রী উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি চৌপথি থেকে ওদলাবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য বড় রাস্তা মাত্র একটি। রেলওয়ে আন্ডারপাস পার করে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে পাথরঝোরা, তুরিবাড়ির দিকে। আর ডানদিকের রাস্তটি চলে গিয়েছে ওদলাবাড়ি হাইস্কুলের দিকে। পরে সেই রাস্তা আবার পাথরঝোরা যাওয়ার রাস্তায় গিয়ে মেলে। পাথরঝোরার সেই রাস্তাটির নির্মাণকাজ চলছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে। তবে তার পাশের রাস্তাটি বেহাল হয়ে থাকলেও নজর নেই সেদিকে। রাস্তার দৈর্ঘ্য খুব বেশি হলেও ৫০০ মিটার। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এই পথ দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। অনেক সময় এই রাস্তায় যাত্রী নিয়ে টোটো যেতে চায় না। ওদলাবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের একাদশের পড়ুয়া দীপ সরকার, নমিত শৈব জানায়, হেঁটে বা সাইকেলে আসলেও এই রাস্তায় চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

ওদলাবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নিরুমোহন রায় বলেন, 'সম্প্রতি মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে স্কুলের তরফে এই রাস্তা মেরামতের আর্জি জানানো হয়েছে। আশা করছি বর্ষার পর রাস্তা চলাচলের যোগ্য হয়ে উঠবে।' এদিকে, রাস্তার দুরবস্থা নিয়ে বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দীর কটাক্ষ, মন্ত্রী শুধু নিজের গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন করেছেন, ওদলাবাড়ির জন্য কিছুই করেননি।

খাবারের খোঁজে পিছু পিছু

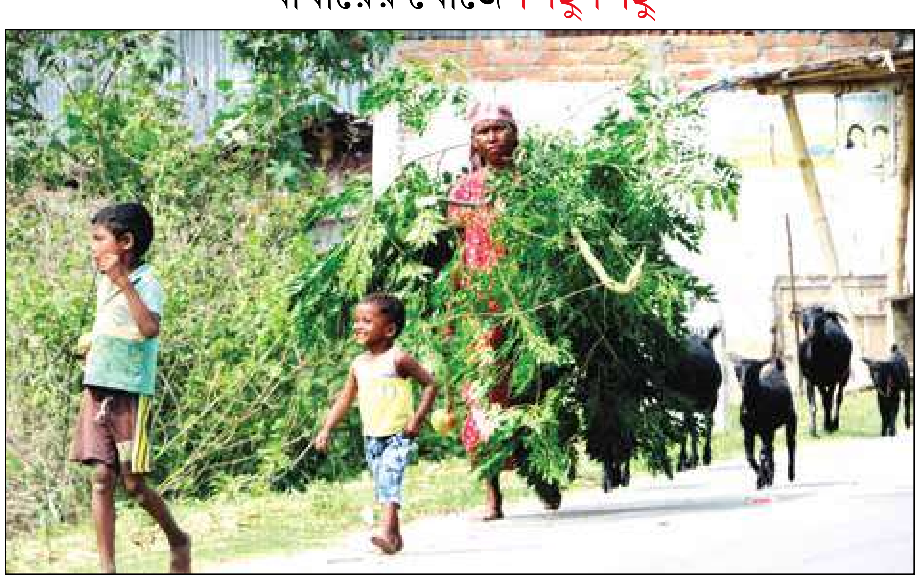

লাটাগুড়ির মৌলানিতে বুধবার শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতের দাবি

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২ জুলাই : মূর্তি নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ। দ্রুত ওই বাঁধ সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়া হলে ভরা বর্ষায় মূর্তির পর্যটন দপ্তরের 'বনানী' পর্যটক আবাস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মূর্তি নদীর ধারে বনানী পর্যটক আবাস লাগোয়া এলাকায় আট-নয় বছর আগে কংক্রিট ও পাথর তারজালির বাঁধ তৈরি হয়। কিন্তু তিন-চার বছর ধরে মূর্তি নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ওই বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাঁধের একাংশ ভেঙে গিয়েছে। কংক্রিটের ভেতরে থাকা বোল্ডার ও তারজালি বেরিয়ে পড়েছে। মূর্তি নদীর গতিপথ বর্তমানে ওই বাঁধের দিকে এসেছে। সংস্কার না হলে বর্ষায় পুরো বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মেটেলির বিডিও অভিনন্দন ঘোষের কথায়, 'ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নদীভাঙন নিয়ে ইতিমধ্যে সেচ বিভাগের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। ভাঙনরোধে সেচ বিভাগকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।'

মূর্তি নদীর ধারে মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পর্যটকদের বসার ব্যবস্থা ও 'আই লাভ মূর্তি' কংক্রিটের ফলক বানানো হয়েছে। মূর্তি নদীর গতিপথ ধীরে ধীরে ওই বসার জায়গা ও ফলকের দিকে এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না নেওয়া হলে পর্যটকদের বসার জায়গা সহ ওই ফলকের ক্ষতি হতে পারে। এলাকাটি মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফুলমণি ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিষয়টি সেচ বিভাগকে জানানো হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রতিদিন অনেক পর্যটক সহ স্থানীয় জনগণ ওই এলাকায় ঘুরতে যান। নদীর পাশে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন। মূর্তির ওই এলাকাকে কেন্দ্র করে অনেক দোকানপাট গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন মহল থেকে তাই দ্রুত ওই বাঁধ মেরামতের দাবি উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা সাবুল হকের কথায়, 'বর্তমানে মূর্তি নদী গতিপথ পরিবর্তন করে বাঁধের দিকে আসছে। ইতিমধ্যে বাঁধের অনেক জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্রুত বাঁধ মেরামত না হলে বনানী পর্যটক আবাস সহ পর্যটনকেন্দ্র মূর্তির ক্ষতি হতে পারে।' মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান জানান, ইতিমধ্যে সেচ বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। পুরো বিষয়টি তাঁদের জানানো হয়েছে।

মূর্তি নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাঁধ।

ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নদীভাঙন নিয়ে ইতিমধ্যে সেচ বিভাগের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। ভাঙনরোধে সেচ বিভাগকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অভিনন্দন ঘোষ, বিডিও

বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে বৈঠক

নাগরাকাটা, ২ জুলাই : নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে আগামী শুক্রবার একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে। মালবাজারের সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে বৈঠকটি হবে। বাগানের কর্মীদের অভিযোগ, লুপার, গ্রিনফ্লাইয়ের মতো রোগপোকার উপদ্রবে চা পাতার ক্ষতি হয়েছে। এই 'অজুহাতে' চা শ্রমিক, স্টাফ এবং সাব-স্টাফদের বেতন বকেয়া রেখেছে চা বাগান কর্তৃপক্ষ। এই কারণে গত মঙ্গলবার থেকে কাজে যাচ্ছেন না শ্রমিক ও কর্মীরা। চা শ্রমিকদের ২টি পাক্ষিক এবং স্টাফ ও সাব-স্টাফদের দু'মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। শ্রমিকদের ৩টি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া ছিল। তবে বুধবারই ১টি পাক্ষিক মজুরি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে স্টাফ এবং সাব-স্টাফদের বকেয়া বেতনের কোনও সুরাহা এখনও হয়নি।

গ্রাসমোড় চা বাগানের ম্যানেজার প্রসেনজিৎ দেব বলেন, 'শ্রমিকদের বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে কাজে যোগ দিতে। আশা করছি তাঁরা আসবেন। স্টাফ এবং সাব-স্টাফদের বকেয়া বেতনও দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া হবে।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি এবং নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'শুক্রবারের বৈঠকে যাবতীয় সমস্যা তুলে ধরা হবে। কাজ করিয়ে নিয়ে তারপর মজুরির জন্য শ্রমিকদের ঘোরানো অত্যন্ত অন্যায় কাজ। কাঁচা পাতা না থাকার দায় শ্রমিকদের নয়।'

শৌচালয়ের চাবি ২০০ মিটার দূরে

বেলাকোবা, ২ জুলাই : রাজগঞ্জ ব্লকের অন্যতম ব্যস্ততম স্টেশন বেলাকোবায় শৌচালয় থেকেও নেই। সবসময় শৌচালয়টি বন্ধ থাকে। চাবি আনতে যাত্রীদের যেতে হয় ২০০ মিটার দূরের অফিসে। সমস্যাটি জানে রেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু প্রতিকার হয় না। যাত্রীরা তাই সুলভ শৌচালয়ের দাবি তুলেছেন। স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিভাস দেব জানান, বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে।

রেলস্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে রয়েছে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচালয়। কিন্তু স্টেশনে আসা যাত্রীদের শৌচকর্মের জন্য যেতে হচ্ছে স্টেশনের বাইরে একটি বাড়িতে। স্টেশনের শৌচালয়টি সবসময় বন্ধ থাকে। চাবি থাকে সাফাইকর্মী গঙ্গা বাসফোরের কাছে। তাঁর কাছ থেকে চাবি নিতে হলে শৌচালয় থেকে ২০০ মিটার যেতে হয়। সেখানে গিয়ে মোবাইল নম্বর লিখিয়ে সই করে তবে চাবি পাওয়া যায়। এতকিছু করে চাবি নিতে কেউ আগ্রহ দেখান না। স্টেশন কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থায় ক্ষোভ রয়েছে যাত্রীদের।

এলাকার বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় সেনগুপ্ত বলেন, 'এই ব্যবস্থায় মহিলারা বিশেষ করে সমস্যায় পড়েন।' বেলাকোবা স্টেশনে তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেস, বঙ্গাইগাঁও ইন্টারসিটি, হলদিবাড়ি-নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার, হলদিবাড়ি-শিলিগুড়ি ডেমু দাঁড়ায়। ফলে স্টেশনে যাত্রীসংখ্যা কম হয় না। শৌচালয় সমস্যায় ভুগতে হয় তাঁদের।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সাতরঙা।। ময়নাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন পার্থসারথি রায়।

লিফলেট বিলি নিয়ে তর্জা

রাজগঞ্জ, ২ জুলাই : দিনকয়েক আগেই সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্যা দীপিকা রায় এবং তাঁর স্বামী জিরামোহন রায়। দল বদলকারী পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর স্বামীর নামে সিপিএমের এরিয়া কমিটির পক্ষে লিফলেট বিলি করা হয়। আর সেই লিফলেট নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাতপাড়া এলাকায়।

মঙ্গলবার থেকে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে সিপিএমের তরফে লিফলেট বিলি করা হচ্ছে। সেই লিফলেটে দাবি করা হয়েছে, সিপিএম নেতৃত্ব দলত্যাগের কারণ জানতে চাইলে পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী জিরামোহন রায় সিপিএম নেতৃত্বকে জানিয়েছেন, তিনি শ্লীলতাহানির কেসে অভিযুক্ত। পুলিশ মোটা টাকা দাবি করছে। সেই কারণেই তাঁরা তৃণমূলে যোগদান করছেন। এরপর সিপিএম নেতৃত্ব থানায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, জিরামোহনের নামে এরকম কোনও কেস হয়নি এবং টাকা চাওয়ার ঘটনাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরবর্তীতে সিপিএম এই কথা উল্লেখ করে গ্রামে লিফলেট বিলি করে প্রচার করতেই হইচই পড়ে যায়।

দীপিকা ও জিরামোহন দুজনেই বলছেন, সিপিএম যা বলছে তা সমস্ত ভিত্তিহীন। মিথ্যা লিখে অপপ্রচার করা হচ্ছে। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য এবং ওই এলাকার বাসিন্দা ক্ষীরমোহন রায় বলেন, 'প্রমাণ রয়েছে আমাদের কাছে। কামাতপাড়া এলাকায় যে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে তা সত্য। নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য এখন মিথ্যা কথা বলছেন।'

ধৃত তিন

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : উত্তরকন্যার সামনে থেকে এক মহিলার ব্যাগ ছিনতাই করে বাইক নিয়ে পালানোর ঘটনায় দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন কাওয়াখালির বাসিন্দা বাপ্পা রায় ও শক্তিগড়ের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায়। ধৃতদের থেকে চুরি যাওয়া কিছু টাকা উদ্ধার হয়েছে।

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি জোশেফের

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২ জুলাই : চা বাগানের মহিলাদের নিয়ে গোষ্ঠী তৈরি করে তাঁদের নামে বিভিন্ন মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানি থেকে ঋণ তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় প্রতারিতদের নিয়ে কমিটি গঠন করে আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এদিন চালসায় এক সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোশেফ মুন্ডা। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে মেটেলি থানার পুলিশ। এখন ওই সমস্ত মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানির লোকজন ঋণের বকেয়া কিস্তির টাকার জন্য মহিলাদের চাপ দিচ্ছেন। মহিলারা ঋণের টাকা তুলে অভিযুক্তদের দিয়েছেন। এবার ঋণের কিস্তির টাকা দিতে চাপ দেওয়ায় ওই মহিলারা মানসিক চাপে রয়েছেন বলে জানালেন জোশেফ। তাঁর কথায়, 'আমাদের দাবি, ওই প্রতারিত মহিলাদের ঋণের টাকা মকুব করা হোক। এভাবে মহিলাদের কিস্তির টাকা দেওয়ার জন্য জোর করা বন্ধ না হলে প্রতারিত মহিলাদের নিয়ে কমিটি গঠন করে আন্দোলনে নামা হবে।' পাশাপাশি এই ঘটনায় জড়িত মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানির লোকদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। আইভিল চা বাগানের প্রতারিত মহিলা রমা লোহার বললেন, 'সব টাকা তো আমরা ওই প্রতারকদের দিয়ে দিয়েছি। এখন কোথা থেকে কিস্তির টাকা পরিশোধ করব?'

মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ বিজেপির নেতৃত্ব নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা, টন্ডু এবং মেটেলি ব্লকের সামসিং, জুরন্তী, নাগেশ্বরী, চিলৌনি চা বাগানে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির সাংসদ, বিধায়ক বিভিন্ন চা বাগানে গিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন বলে কটাক্ষ করলেন জোশেফ।

তাঁর কথায়, 'সামনেই বিধানসভা ভোট। তাই তাঁরা চা বাগানে গিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন। শ্রমিকদের মন জয়ের চেষ্টা করছেন।' কটাক্ষের সুরে বললেন, ডুয়ার্সে কেন্দ্রীয় সরকারের চারটি চা বাগানের অবস্থা করুণ। সেইসব চা বাগানে কিন্তু তাঁরা যাচ্ছেন না।

সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল নেতা জোশেফ মুন্ডা এবং প্রতারিত মহিলারা।

লাটাগুড়িতে নয়া উদ্যোগ

বর্জ্য সংগ্রহে পঞ্চায়েত

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২ জুলাই : পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে লাটাগুড়ির সুখ্যাতি কেবল এরাজ্যে নয়, রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি বিদেশ থেকেও পর্যটকরা এখানে আসেন। আর তাঁদের চোখ পড়ে রাস্তার যেখানে সেখানে পড়ে থাকা আবর্জনার স্তূপের ওপর। এবার সেই পরিস্থিতি বদলাতে চলেছে। লাটাগুড়ির সব বাড়ি, রিসর্ট ও দোকান থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করবে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত। এই কাজের জন্য বুধবার অনুষ্ঠান করে ব্যবসায়ী, রিসর্ট কর্তৃপক্ষ ও এলাকার বেশ কয়েকটি পরিবারকে আবর্জনা ফেলার জন্য দুটি করে পৃথক ডাস্টবিন দেওয়া হয়। এই আবর্জনা সংগ্রহের জন্য কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি ব্যাটারিচালিত আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি আনা হয়েছে। সংগৃহীত পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের। গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ব্যবসায়ী, রিসর্ট কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসী।

লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা রায় বর্মন জানান, প্রাথমিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এলাকায় এই কাজ করার জন্য চারজন কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। যাঁরা প্রতিদিন এলাকার সব বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করবেন। পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা সংগ্রহ করে লাটাগুড়ির দুটি জায়গায় পৃথক করা হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কবিতা সেন জানান, সংগৃহীত পচনশীল আবর্জনাকে পরবর্তীতে জৈব সারে রূপান্তরিত করা হবে। অপচনশীল আবর্জনা ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনর্ব্যবহার কেন্দ্রে পাঠানো হবে।

লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় তিন হাজার পরিবার রয়েছে। একশোর বেশি রিসর্ট রয়েছে। লাটাগুড়ি বাজারে কয়েকশো দোকান রয়েছে। এতদিন পর্যন্ত এইসব জায়গার আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা হত। ফলে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনার স্তূপ তৈরি হয়েছিল। এইসব আবর্জনা সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

বুধবার ডাস্টবিন দেওয়ার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ ক্রান্তি ব্লকের যুগ্ম বিডিও সুরজিৎ বিশ্বাস, লাটাগুড়ি ও মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান জগবন্ধু সেন ও মহাদেব রায় প্রমুখ। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ জানান, লাটাগুড়ি একটি পর্যটনকেন্দ্র, প্রতিবছর কয়েক হাজার পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। এতদিন যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে থাকায় লাটাগুড়ির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছিল। এই উদ্যোগের ফলে সমস্যা অনেকটা মিটবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

ব্যবস্থাপনা

- এলাকার বাড়ি, রিসর্ট ও দোকান থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করবে গ্রাম পঞ্চায়েত
- আবর্জনা ফেলার জন্য দুটি ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে
- আবর্জনা সংগ্রহের জন্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে দুটি গাড়ি দেওয়া হয়েছে
- সংগৃহীত আবর্জনা পুনর্ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে

ডাস্টবিন দেওয়া হচ্ছে লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে। বুধবার।

ক্রেশ তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে, চালু হয়নি। একই অবস্থা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির স্বাস্থ্য নিয়ে এখনও প্রশ্নচিহ্ন।

ক্রেশ পরিদর্শনে শ্রম দপ্তর

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ জুলাই : মাল মহকুমার ছয়টি চা বাগানের ক্রেশ পরিদর্শন করলেন শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধিরা। বুধবার তাঁরা নাগরাকাটার নয়া সাইলি, মালবাজারের বেতগুড়ি, নিদাম, নিউ গ্লেনকো, রানিচেরা এবং কুমলাই চা বাগানে পশ্চিমবঙ্গ ভবন ও অন্যান্য নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদের তরফে সরকারি উদ্যোগে তৈরি করা ক্রেশগুলি পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে কেবলমাত্র বেতগুড়ির ক্রেশটি চালু হয়নি। তবে ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকি পাঁচটি বাগানের ক্রেশগুলো চালু রয়েছে।

চালু ক্রেশগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। সেই গোষ্ঠীগুলির মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন সরকারি কর্তারা। কারও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না জানতে চাওয়া হয়। নাগরাকাটার নয়া সাইলির ক্রেশের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলনেত্রী সামিমা খাতুন বলেন, 'ক্রেশের পাম্প খারাপ হয়ে যাওয়ায় জলের সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি সুইচে গোলমালের কারণে কয়েকটি ফ্যানও চলছে না। এখন গরম পড়ছে। বাচ্চাগুলোর কষ্ট হচ্ছে। আধিকারিকরা সবটা লিখে নিয়েছেন। আশা করছি, এই সমস্যাগুলো দ্রুত মিটে যাবে।'

এদিকে ক্রেশ ছাড়াও বেশ কয়েকটি চা বাগানে তৈরি করা হয়েছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও। সেগুলোর নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গেলেও এখনও কোনওটাই চালু হয়নি। যেমন, নাগরাকাটার নয়া সাইলি এবং মালবাজারের রানিচেরা চা বাগান। বাগান দুটির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঠিক কবে নাগাদ চালু হবে, তা এখনও জানা যায়নি। এদিন তালাবন্ধ ওই দুই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলে ঘরগুলি দেখেন শ্রমকর্তারা।

পরিদর্শকদের দলে ছিলেন শ্রম দপ্তরের উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ির ডেপুটি লেবার কমিশনার শুভাগত গুপ্ত, মালবাজারের সহকারী লেবার কমিশনার শুভ্রজ্যোতি সরকার। ছিলেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরও। তিনি বলেন, 'যে ক্রেশগুলি চালু রয়েছে, সেগুলির সবক'টিই ভালোভাবে চলছে। এবার চা বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি দ্রুত চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।'

জলপাইগুড়ি জেলায় সবমিলিয়ে প্রথম ধাপে ২৫টি ক্রেশ তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে দশটি। বাকি ১৫টি চালুর অপেক্ষায়। অন্যদিকে, জেলার চা বাগানগুলিতে প্রথম ধাপে মোট ১৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হওয়ার কথা ছিল। সেগুলির একটিও এখনও চালু হয়নি। কেন চালু হয়নি, সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, চিকিৎসক, নার্স নিয়োগ না হওয়ার কারণে বিষয়টি আটকে রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে চিকিৎসা সরঞ্জামেরও। সবক'টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি করে অ্যাম্বুল্যান্সও দেওয়ার কথা রয়েছে রাজ্যের। ক্রেশ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে টি ডিরেক্টরেট। কয়েকদিন আগে শিলিগুড়িতে টি ডিরেক্টরেটের একটি সভায় ক্রেশ এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী এবং টি ডিরেক্টরেটের সদস্য বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'সমস্ত ক্রেশ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করে দেওয়ার জন্য সরকারি তৎপরতা চলছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক, নার্স, নিরাপত্তাকর্মী, সমস্ত কিছুরই প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য সার্কুলারও জারি হবে।'

নয়া সাইলি চা বাগানের ক্রেশ পরিদর্শনে শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধিরা। বুধবার।

চালুর অপেক্ষায়

- মাল মহকুমার বেতগুড়ি চা বাগানে ভবন তৈরি হলেও চালু হয়নি ক্রেশ
- একই অবস্থা চা বাগানগুলির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির
- চিকিৎসক, নার্স নিয়োগ না হওয়ায় সেগুলো চালু হয়নি
- চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও অমিল সেখানে

সাহায্যের আর্জি বাবা-মায়ের

রাজগঞ্জ, ২ জুলাই : ছেলের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বাবা-মা। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বছর আঠারোর তরুণ আমজাদ আলি। দিনমজুর বাবা-মা নিজেদের সাধ্যমতো ছেলের চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু আর সাধ্য নেই তাঁদের। অপারগ বাবা-মা তাই সাহায্যের আর্জি জানালেন।

গত ১৩ মে রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালুগছ গ্রামের ওই তরুণ চার বন্ধুর সঙ্গে বাইকে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে যাওয়ার সময় চোপড়ার কালাগছ এলাকায় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। আর একজন সুস্থ হলেও, আমজাদ এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি।

আমজাদের বাবা আবদুল সাত্তার ও মা আসমা খাতুন, দুজনেই দিনমজুর। সংসারে অভাব নিত্যসঙ্গী। এরমধ্যে ছেলের দুর্ঘটনার খবরে যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। ছেলেকে দুর্ঘটনার পর ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাত্র তিনদিনে বিল হয়েছিল লক্ষাধিক টাকা। এরপর তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেড় মাস অতিক্রান্ত। এখনও অচৈতন্য আমজাদ। প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার টাকার খরচ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবদুল।

তদন্তে পুলিশ

ক্রান্তি, ২ জুলাই : এনজিও'র ডিরেক্টর পরিচয় দিয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির এবং সেখানে নিজেকে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখেছিলেন নিত্যানন্দ রায়। এরপর স্থানীয়দের তৎপরতায় সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নদিয়া জেলার বীর রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা ওই ব্যক্তিকে এবার রিমান্ডে নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বুধবার তাঁকে নিয়ে ক্রান্তি ব্লকের নিউ ক্রান্তি সাত হাত কালীবাড়িতে যায় পুলিশ। সেখানেও অভিযুক্ত অফিস খুলেছিলেন। সেখান থেকে বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশে। এদিকে, এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, কী উদ্দেশ্যে তারা এই এনজিও খুলেছিল সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গত রবিবার ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই অঞ্চলের পানবাড়ি বাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয় নিত্যানন্দকে।

বাইকের ধাক্কায় আহত পড়ুয়া

স্কুলে সীমানা প্রাচীর না থাকায় বিপত্তি

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ২ জুলাই : প্রতিদিনের মতো সময়ের কিছুটা আগে বুধবার স্কুলে গিয়ে হাজির হয়েছিল বিবেক খালকো। সেটাই যে বিপদ ডেকে আনবে, সেটা বুঝতে পারেননি কেউ। নেওড়া নদী টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তায় বাইকের ধাক্কায় জখম হয়ে এখন সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে দুর্ঘটনার বিষয়ে একেবারেই জানা যায়নি, তা নয়। কারণ রাস্তার পাশে স্কুল হলেও সেখানে নেই কোনও সীমানা প্রাচীর। ফলে মাঝেমধ্যেই পড়ুয়ারা খেলতে খেলতে চলে আসে রাস্তায়। তখনই ঘটে বিপদ।

বিবেক নেওড়া নদী টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। ওই স্কুলের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে লাটাগুড়ি-বড়দিঘি রাস্তা। কিন্তু স্কুলে নেই কোনও সীমানা প্রাচীর। রাস্তা দিয়ে হরদম গাড়ি চলছে। এদিন বিবেক সময়ের আগে স্কুলে চলে আসে। খেলতে খেলতে খুদেটি কখন রাস্তায় উঠে যায়। হঠাৎই বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলে আসেন আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা। বিবেককে উদ্ধার করে প্রথমে বাগানের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। এরপর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। ওই পড়ুয়ার এখন সেখানেই চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, খুদের মাথায় এবং শরীরে আঘাত লেগেছে। নেওড়া নদী টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শংকর মজুমদার বলেন, 'প্রতিনিয়ত রাস্তা দিয়ে অজস্র ছোট-বড় গাড়ি চলাচল করছে। হামেশাই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। এদিনও দুর্ঘটনা ঘটল। আমরা সবসময় আতঙ্কে থাকি। সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যাপারে একাধিকবার দাবি জানানো হয়েছে।'

অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই পড়ুয়ারা দুর্ঘটনার শিকার হলেও সীমানা প্রাচীরের ব্যবস্থা করতে পারেনি প্রশাসন। ফলে স্কুলে পাঠিয়েও সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা অভিভাবকদের মনে। মালের আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক জানান, বিদ্যালয়ের সামনে স্পিডব্রেকার এবং ট্রাফিক ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করা হবে।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে পড়ুয়া রয়েছে ১৬০ জন। অনেক পড়ুয়াই স্কুল শুরুর অনেক আগেই বিদ্যালয়ে হাজির হচ্ছে। ফলে তাদের ওপর সবসময় নজর রাখা সম্ভব হচ্ছে না শিক্ষকদের। স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম লোহারের বক্তব্য, 'রাস্তার ধারে অবস্থিত এই বিদ্যালয়টির সমস্যার কথা বহুবার করে প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কোনও লাভ হয়নি।' কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডা অবশ্য জানালেন, সীমানা প্রাচীরের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

নেওড়া নদী টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

নিরাপত্তাহীন

- বড়দিঘি-লাটাগুড়িগামী রাস্তার পাশে অবস্থিত নেওড়া নদী টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- সেখান দিয়ে সবসময় দ্রুতগতিতে গাড়ি চলাচল করলেও স্কুলে কোনও সীমানা প্রাচীর নেই
- পড়ুয়ারা তাই মাঝেমধ্যে খেলতে খেলতে চলে যায় রাস্তার মাঝে

ছাউনির টিনে মরচে, দুর্ঘটনার আশঙ্কা রামশাই হাটে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২ জুলাই : ছাউনির টিনে মরচে ধরেছে। কংক্রিটের খুঁটির সিমেন্টের ঢালাই খসে পড়েছে। মেঝের অবস্থা আরও খারাপ। শেড ভেঙে কোনওদিন দুর্ঘটনা ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নেই নিকাশি ব্যবস্থা। অল্প বৃষ্টিতেই গোটা চত্বর জলকাদায় ভরে যায়। মেলে না পানীয় জলও। এমনই দুর্দশা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই হাটের।

সপ্তাহে দু'দিন করে, সোমবার এবং শুক্রবার হাট বসে সেখানে। একদিকে সবুজ চা বাগানের ঘেরা অন্যদিকে গভীর অরণ্যে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর রামশাই গ্রাম। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী জলঢাকা নদী। জনসংখ্যা অন্তত পঁচিশ হাজার। অধিকাংশ বাসিন্দাই চা বাগানের শ্রমিক। তবে কেউ কেউ উৎপাদিত পণ্য বিক্রি কিংবা কিনতে আসেন এই হাটে। বিপদের ঝুঁকি নিয়েই বিক্রিবাটা চলে হাটে।

রামশাই থেকে পানবাড়ি বাজারের দূরত্ব অনেকটাই। আর রামশাই গভীর অরণ্যে ঘেরা। ফলে এলাকার প্রায় পঁচিশ হাজার বসবাসকারীর একমাত্র ভরসা রামশাই হাট। কিন্তু হাটের বেহাল অবস্থা দেখে নাক সিঁটকাচ্ছেন অনেকেই। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু মাহালি বলেন, 'এই হাটের গুরুত্ব অনেক। আশপাশে বাজার নেই। সন্ধ্যার পর মানুষ হাতির ভয়ে ঘর থেকে বাইরে বের হন না। বাড়ির কাছের হাটটিকে কিছুটা সাজিয়েগুছিয়ে দিলে আমাদের সুবিধা হত।'

চার বছর ধরে এই হাটের ইজারা দেওয়া হয়নি। কারণ টেন্ডার ডাকা হলেও কেউ অংশগ্রহণ করেননি। তারপর থেকে হাটের ডাকও দেওয়া হয় না। ব্যবসায়ীরাও কোনও কর প্রদান করেন না।

চা বাগান অধ্যুষিত এলাকা। বেশিরভাগ নাগরিকই চা বাগান শ্রমিক। ভরসা জলঢাকা নদীর চর। এখানকার মানুষের নিজস্ব আবাদি জমি খুব বেশি নেই। কিন্তু প্রতিবছর বর্ষায় জলঢাকা নদীর চরে পলি জমে। সেই জমিতে সোনা ফলে। কী কী চাষ হয় না জিজ্ঞাসা করে কী চাষ হয় না, সেটা বলাটা বেশি সহজ। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা রমেশ ওরাওঁয়ের কথায়, শীতের সবজি আগাম চাষ করা হয় রামশাইতে। অথচ সেগুলো যে বিক্রি করবে, সেই উপায় নেই। হাটের যা দশা!'

রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিশ্বজিৎ ওরাওঁ দায় ঝেড়ে জানালেন, রামশাই হাটটি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন হাট। হাট সংস্কারের বিষয়ে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

শেষ কবে এই সরকারি হাটের সংস্কার হয়েছিল, তা কেউ জানেন না। ছাউনির সমস্ত টিনে মরচে পড়ে গিয়েছে। মেঝেতেও সিমেন্ট কংক্রিটের প্রলেপ উঠে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য দীপালি রায় বর্মনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'ইজারা দেওয়ার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল। তাতে কেউ অংশ নেননি। হাটের শেডের টিন নতুন করে লাগানো এবং শেড মেরামতির জন্য কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

এখন কবে হাটশেড মেরামত করা হয়, সেটাই দেখার।

জল জমে রয়েছে রামশাই হাটে।

> এই হাটের গুরুত্ব অনেক। আশপাশে বাজার নেই। সন্ধ্যার পর মানুষ হাতির ভয়ে ঘর থেকে বাইরে বের হন না। বাড়ির কাছের হাটটিকে কিছুটা সাজিয়েগুছিয়ে দিলে আমাদের সুবিধা হত।
>
> **রাজু মাহালি** *স্থানীয় বাসিন্দা*

বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

চলতি সপ্তাহেই পরপর উলটোরথ, মহরম ও শ্রাবণীমেলা। রাজ্যজুড়ে এই উৎসবের পাহাড় সামাল দিতে নবান্নে বুধবার জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাইকোর্টে সুকান্ত

বারবার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে মৌলিক অধিকার। পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

জনস্বার্থ মামলা

দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরকে ধাম আখ্যা ও প্রসাদ বিতরণের ঘটনায় হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। মামলা দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

ভুয়ো পুলিশ

সারাদিন পুলিশের উর্দি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখে সকলেই ভেবেছিলেন চাকরি পেয়েছে গাইঘাটার তরুণ। অথচ তাকেই ভুয়ো পুলিশ বলে গ্রেপ্তার করা হল। ঘটনায় ভেঙে পড়েছে পরিবার।

বৃষ্টিভেজা রাজপথ এবং দৈনন্দিন জীবন। বুধবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

কসবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর মনোজিতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন আরও এক নির্যাতিতা। এদিকে, তাঁর মাথায় হাত থাকা 'জেঠু'র ভূমিকা নিয়ে চর্চা চলছে বিস্তর। অন্যদিকে, ঘটনার তদন্তভার পৌঁছেছে গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেলের হাতে।

কসবার তদন্তভার গোয়েন্দাদের হাতে

অভিযুক্তকে সরাল বার কাউন্সিল

রিমি শীল

কলকাতা, ২ জুলাই : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে তদন্তের ভার নিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। বুধবার দুপুরেই কসবা থানা থেকে ধর্ষণ কাণ্ডের কেস ডায়েরি সহ সমস্ত তথ্য হস্তান্তর করা হয়েছে। এই মামলায় অপহরণ, অস্ত্র দ্বারা আঘাতের মতো ধারাগুলিও যোগ করেছে কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলায় সংযুক্ত হতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতার পরিবার।

এদিনই রাজ্য বার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের নাম আইনজীবীদের তালিকা থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অশোক দেব এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় বার কাউন্সিলকে অবগত করা হবে বলে জানান। সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে এদিন পরিদর্শনে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে গড়া কমিটির পাঁচ সদস্য। চলতি মাসে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তাই কলেজে পরীক্ষার সেন্টার করা যাবে কি না তা দেখতে পৌঁছোন সদস্যরা। তদন্তেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পেয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, 'পঠনপাঠন প্রক্রিয়া চালু থাকার কথা। পরিচালন কমিটি কী ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমাকে খোঁজ নিতে হবে। আশা করছি পঠনপাঠন দ্রুত ও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে।

এই ঘটনায় সিট গঠন করেছিল লালবাজার। তবে তদন্তে কোমর বেঁধে নামতে এবার ঘটনার তদন্তভার পৌঁছেছে গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেল তদন্ত করছে। সিটের ৯ সদস্যকেও আপাতত তদন্তে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত মনোজিৎ আলিপুর আদালতে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করতেন।

দিনভর যা হল

- গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেল ঘটনার তদন্ত করছে
- সিটের ৯ সদস্যকেও আপাতত তদন্তে রাখা হয়েছে
- মনোজিতের এনরোলমেন্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রাজ্য বার কাউন্সিল
- পুলিশের নথিতেও মনোজিৎকে প্রভাবশালী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে

এদিন তাঁর এনরোলমেন্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রাজ্য বার কাউন্সিল। ফলে এবার থেকে রাজ্যের আর কোনও আদালতে তিনি মামলা লড়তে পারবেন না। এই কাণ্ডে বিশেষ সরকারি আইনজীবী হিসেবে নিম্ন আদালতে বিভাস চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৬টি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি জামিন অযোগ্য।

সূত্রের খবর, পুলিশের নথিতেও মনোজিৎকে প্রভাবশালী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযুক্তরা পরস্পর বিরোধী বয়ান দিয়ে তদন্তকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রেপ্তারির দিনও মনোজিৎ ও আরেক ধৃত জইব আহমেদ ফার্ন রোডে কোনও একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি কে তা জানতে চাইছে পুলিশ। ঘটনার তথ্যপ্রমাণ সম্পর্কে ওই ব্যক্তি জানতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযুক্ত মনোজিৎ, জইব, প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসঙ্গে বসিয়ে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে জেরাও করা হবে। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, কসবা কাণ্ডে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়ে আইনজীবী নিযুক্ত করেছেন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁরা সিবিআই চায় না বলে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা তাঁর বয়ানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় আঁচড়ের দাগগুলি টাটকা ও ধর্ষণে বাধা দেওয়ার কারণে তৈরি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। ঘটনার পরের দিন সকালে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করেছিলেন মনোজিৎ। কী কথা হয়েছে তা নিয়ে তাঁকেও দুবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে মনোজিতের আইনজীবীর দাবি, ওইদিন যা ঘটেছে তা উভয়ের সম্মতিতে। গলায় 'লাভ বাইট' তার প্রমাণ দিচ্ছে। এদিনও এই ঘটনায় বিরোধীরা পথে নামে।

ভাইরাল ভিডিও

অশোক-মনোজিৎ ঘনিষ্ঠতার চর্চা

কলকাতা, ২ জুলাই : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের মাথায় হাত থাকা 'জেঠু'র ভূমিকা নিয়ে চর্চা চলছে বিস্তর। তাঁর আশীর্বাদে বাড়বাড়ন্ত ছিল মনোজিতের। এই পরিস্থিতিতে একটি বিস্ফোরক ভিডিও সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে,একটি অনুষ্ঠানে হলুদ পাঞ্জাবি পরিহিত কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেব হাজির রয়েছেন। তাঁর পাশে রয়েছেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়। ওই অনুষ্ঠানে অশোক দেবকে জেঠু বলে সম্বোধন করছেন মনোজিৎ। এমনকি মনোজিৎকে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন অশোক দেব। বিধায়ক তাঁর হাতও ধরে রেখেছিলেন। এই ভিডিও সামনে আসতেই ফের তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। এদিন মনোজিতের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন আরও এক পড়ুয়া। তাঁকেও মনোজিৎ শারীরিক নিগ্রহ করেছিলেন বলে অভিযোগ।

ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর বিধায়ক অশোক দেব দাবি করেছেন, 'জেঠু বলবে না তো কী বলবে আমাকে? আপনারা আমাকে কী বলে ডাকেন? আমার নাম ধরে ডাকবেন নাকি? আমি জনপ্রতিনিধি। আমি বাবারও দাদা, ছেলেরও দাদা, অভিভাবকেরও দাদা, সবার দাদা। কলেজে পড়ত, সেই সুবাদে ওকে চিনি। এর বেশি কিছু নয়। একটা হল এমনি চিনি, আরেকটা খুব ভালোভাবে চিনি।' চাকরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের একটা ছেলের প্রয়োজন ছিল। ও কলেজে পড়ত। কোনও স্থায়ী চাকরি নয়। এবার চাকরিও খতম। কলেজ থেকেও বহিষ্কার।'

কসবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর মনোজিতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন আরও এক নির্যাতিতা। তাঁর দাবি, ২০২৩ সালে পিকনিকে বজবজের লজে তাঁকে যৌন নির্যাতন করেন অভিযুক্ত। জিনসের প্যান্ট টেনে খুলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। লাউড স্পিকার চালিয়ে দেওয়া হয়। কাউকে কিছু বললে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এই তরুণীকেও বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মনোজিৎ।

নির্যাতিতা বলেন, 'রুমে ঢুকে আমার সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক করতে চায়। থাপ্পড় মেরে অজ্ঞানও করে দেওয়া হয়েছিল। পুরুষাঙ্গে আঘাত করে কোনওক্রমে রক্ষা পেয়েছি। ভয়ে মুখ খুলতে পারিনি।' মূল অভিযুক্ত প্রভাবশালী বলেই হুমকি দিয়েছিলেন তাঁকে। এছাড়া মনোজিতের সহপাঠীদের অভিযোগ, ও স্বভাবগতভাবে বিকৃত মানসিকতার ছিল। কলেজে নতুন মেয়ে এলেই বিয়ের প্রস্তাব দিত। মহিলাদের গোপন ভিডিও তুলে বন্ধুদেরও পাঠাত। বিভিন্ন গ্রুপে অশ্লীল ভিডিও পোস্ট করে বডিশেমিং করতেন। ফর্মফিলাপের সময় তরুণী বাছাই, প্রথমে ইউনিয়ন রুম, তারপর গার্ডরুমে ডেকে আনা, ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য করা ও ভিডিও তুলে রাখার নির্দেশ দিত মনোজিৎ। এই বিষয়ে বাকি দুই ধৃত প্রমিত মুখোপাধ্যায়, জইব আহমেদও স্বীকার করেছেন।

৫৬ ভোগ নিবেদন। বুধবার মায়াপুরের ইসকনে। - পিটিআই

চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন সৌগত

কলকাতা, ২ জুলাই : সপ্তাহখানেক পর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়ের। তাঁর শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি, শ্বাসনালিতে সংক্রমণের পাশাপাশি কিডনির সমস্যা থাকায় দুশ্চিন্তা বেড়েছিল পরিবার সহ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের। বুধবার হাসপাতাল সূত্রে খবর, পরিবারের লোকেদের এদিন কিছুটা চিনতে পেরেছেন সৌগত। দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি নার্সিংহোমে এদিন সৌগতকে দেখতে গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আবদুল মান্নান, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপা পোদ্দার ও পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সৌগতর চিকিৎসার জন্য গঠিত বিশেষ মেডিকেল বোর্ডের বৈঠক হয়েছে এদিন। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ মনোজ সাহা, বৈভব শেঠ, অরিন্দম মৈত্র ও রাহুল জৈনের চিকিৎসক দল জানিয়েছেন, সৌগতকে আরও ২০ দিন বিশেষ নজরদারিতে রাখা হবে হাসপাতালে। মঙ্গলবার পর্যন্ত উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। এছাড়াও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনতে তাঁর শরীরে প্রয়োগ করা হচ্ছিল ইনসুলিন। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, ৭৭ বছরের এই প্রবীণ রাজনীতিবিদ 'ওয়ারনিক এনসেফালোপ্যাথি'-র কারণে আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। ২২ জুন থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তবে বুধবার থেকে কিছুটা সন্তোষজনক পরিস্থিতিতে ফিরেছেন সৌগত।

আন্দোলনের পথেই শিক্ষকরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২ জুলাই : নিরাপত্তাজনিত কারণে বৃহস্পতিবার শিক্ষাকর্মীদের নবান্ন অভিযানের অনুমতি দিল না পুলিশ। হকের চাকরি ফেরাতে আগামী ৮ জুলাই নবান্ন অভিযানে নামবেন গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি কর্মীরা। রাজ্যের স্কুলগুলিতে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের আবেদনপত্রের সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় দুশ্চিন্তায় স্কুল সার্ভিস কমিশন।

২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর পেরিয়েছে প্রায় ৯ বছর। শিক্ষা দপ্তর আশা করেছিল, এত বছর পর আবেদনের সংখ্যা বাড়বে অনেকটাই। তবে তথ্য বলছে অন্য কথা। ১৬ জুন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হলেও চাকরিহারা ও নতুন প্রার্থী মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছে ১ লক্ষের কিছু বেশি। সেখানে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় আবেদনের সংখ্যা ছিল ২৬ লক্ষেরও বেশি। বুধবার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ফের এসএসসি ভবন অভিযান করে। এদিন 'সরকারপন্থী' বলে পরিচিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আনটেন্টেড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিনিধিরাও প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন।

এদিন হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয় চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের। আগামী ৬ জুলাই মহরম থাকার দরুন হাওড়া ময়দান বা অন্যত্র জমায়েতের মাধ্যমে নবান্ন যাওয়ার অনুমতি তাঁদের দেয়নি পুলিশ। পরিবর্তে ৮ জুলাই নবান্ন অভিযান করার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ। বুধবার ঝাড়গ্রামের লালগড়ে মিছিলে যোগদান করেন আদিবাসী শিক্ষকরা। একইসঙ্গে করুণাময়ী থেকে এসএসসির দপ্তর আচার্য সদন পর্যন্ত মিছিল করেন চাকরিহারারা। ডব্লিউবিইইউটিএ-র প্রতিনিধিরা ৫টি দাবি নিয়ে এদিন ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন এসএসসি ভবনে। বৈধ সময়সীমার মধ্যে নিযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁরা নতুন করে নিয়োগের পরীক্ষায় বসবেন না। শিক্ষা মহলের

নিয়োগের পরীক্ষায় আবেদন কমছে

একাংশের প্রশ্ন, সরকারের সঙ্গে কী তবে দূরত্ব বাড়ছে 'সরকারপন্থী' সংগঠনের? আন্দোলনকারী শিক্ষক সুমন বিশ্বাসকে বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তলব করেছে।

নতুন বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্য-অযোগ্য আলাদাভাবে স্পষ্ট না থাকায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে ইতিমধ্যেই পড়েছে রাজ্য ও এসএসসি। ফলে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জট কাটেনি এখনও। ২০১৬ সালে ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। চলতি বছরে নবম-দশম স্তরে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের আবেদনের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত মাত্র ৬৫ হাজার। অর্থাৎ আবেদনের সংখ্যা যে কমছে, তা স্পষ্ট। শিক্ষামহলের একাংশের মত, নিয়োগ দুর্নীতির জন্যই সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার ইচ্ছা হারিয়ে যাচ্ছে রাজ্যজুড়ে।

২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক শুভেন্দুর

কলকাতা, ২ জুলাই : তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের পালটা শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা অভিযান। বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে এই কর্মসূচি হবে। এদিন কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে রাসবিহারী থেকে কসবা ল' কলেজ পর্যন্ত মিছিল করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মিছিলের শেষে সভা থেকে ২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ঘোষণা করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'ওই দিন ওরা (তৃণমূল) কলকাতা দখল করবে। আমরাও শিলিগুড়ির দখল নেব।' একই সঙ্গে ৯ অগাস্ট শর্তসাপেক্ষে নবান্ন অভিযানের ডাক দেন শুভেন্দু।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে, এবার ২১ জুলাই তৃণমূলের কাছে কার্যত ব্রিগেড। আরজি কর থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কসবা কাণ্ডের জেরে চাপে রয়েছে দল। সেই জায়গা থেকে দলকে উজ্জীবিত করতে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চকেই বেছে নিতে পারেন মমতা। শাসকদলের এই ব্যাকফুটে থাকাকেই পুরোদমে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে ২১ জুলাইয়ের দিনেই দলের শক্তঘাঁটি উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে উত্তরকন্যা অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন শুভেন্দু। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে, রাজনৈতিকভাবে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি।

গত বছর পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ নামে একটি অরাজনৈতিক মঞ্চের তরফে ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযান করেছিলেন শুভেন্দু। সেই অভিযানের জেরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় গোটা কলকাতায়। এবার আরজি কর-এর নিগৃহীতার বিচার না পাওয়ার প্রতিবাদে ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযান করতে চান শুভেন্দু। তবে এদিন তিনি বলেন, এবার নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়ার জন্য আমি নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কাছে আর্জি জানিয়েছি। তাঁরা সম্মত হলে নবান্ন অভিযান হবে। এরই মধ্যে ২৮ জুলাই ডিএ আন্দোলনকারীদের ডাকা নবান্ন অভিযানকেও সমর্থন করে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু।

পর্যবেক্ষকদের মতে, আসলে শাসকদল ও সরকারকে চাপে রাখতেই বিধানসভা ভোটের আগে একের পর এক জঙ্গী কর্মসূচি নেওয়ার কৌশল নিয়েছেন শুভেন্দু। নবান্ন থেকে উত্তরকন্যা সবই তার ফলশ্রুতি।

তথ্য তলব আদালতের

কলকাতা, ২ জুলাই : পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় জিটিএ এলাকায় বেআইনিভাবে ৩১৩ জন শিক্ষকের নিয়োগের জন্য ১৪টি স্কুল স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত কি না জানতে চাইলেন হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। ১৪টি স্কুলে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছিল। স্কুলগুলি সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের থেকে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এই বিষয়ে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। এদিন বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'ওই শিক্ষকদের নিয়োগের জন্যই যদি এই স্কুলগুলি স্বীকৃতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা দুর্নীতি। পর্ষদের কাছে আদালত জানতে চায়, কোন প্রক্রিয়ায় স্বীকৃতির বিষয়ে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। পর্ষদের কাছে এই সংক্রান্ত কী তথ্য রয়েছে তা আদালতে জানানো হোক।'

ডিএ নিয়ে কোর্টে কর্মচারী সংগঠন

কলকাতা, ২ জুলাই : সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত সময়সীমা পেরোনোর পরেও বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ মেটানোর জন্য সময় চেয়েছে রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন ফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ আদালত অবমাননার মামলা করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আদালতের দেওয়া সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার নির্দেশ মানেনি। নিয়ম অনুযায়ী আমরা ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যকে আরও সাতদিন সময় দিয়েছিলাম। কিন্তু ই-মেল পাঠানোর পর কোনও সদুত্তর না পেয়ে মামলার প্রস্তুতি শুরু করেছি। পিটিশন কপি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আদালত ১৪ জুলাই খুললে হার্ডকপি জমা পড়বে।'

১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ৬ সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র অন্তত ২৫ শতাংশ মেটাতে হবে। তবে রাজ্য শীর্ষ আদালতে এসএলপি ফাইল করে জানায়, তাদের আরও সময় প্রয়োজন।

দিলীপ রাজনীতিতেই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ জুলাই : বঙ্গ বিজেপির নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর মন্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশেষ করে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বঙ্গ বিজেপির দায়িত্ব নিয়েছেন শমীক। তাঁর আশা, 'সংগঠনের সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করবেন শমীক। সবারই উচিত তাঁকে মানিয়ে নিয়ে চলা।' নয়া রাজ্য সভাপতিকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দিলীপ।

বুধবার দুর্গাপুর থেকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে দিলীপ জানালেন তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। তবে চট করে রাজনীতি থেকে অবসর যে নিচ্ছেন না, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন দিলীপ। তিনি জানালেন, আরএসএস ও সংঘ পরিবার তাঁকে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে বলেছে। সম্প্রতি আবার কথা হয়েছে তাদের সঙ্গে। তাই রাজনীতি তিনি চালিয়ে যাবেন।

দিলীপের বদ্ধমূল আশা, দল তাঁকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেবে। তাঁর কথায়, 'রাজ্য কমিটির অন্যান্য পদাধিকারী নির্বাচিত হবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্য সভাপতির মাধ্যমে। দলের জাতীয় কাউন্সিলে এরাজ্যের ৪২ জনের নামের তালিকা চূড়ান্ত করে কেন্দ্রীয় স্তরে পাঠানোর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও বাকি।'

সুকান্তকে বাধা, রিপোর্ট তলব

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২ জুলাই : মহেশতলায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বাধা দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। এবার বিষয়টিতে সরাসরি পদক্ষেপ করলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। রাজ্য সরকারের কাছে ১৫ দিনের মধ্যে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সহ রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে ওই রিপোর্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেও জমা দিতে বলা হয়েছে লোকসভার সচিবালয়ের তরফে।

লোকসভার সচিবালয় জানিয়েছে, এটি স্বাধিকারভঙ্গের এক গম্ভীর উদাহরণ হতে পারে। কারণ, একজন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, গত ২০ জুন স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মহেশতলায় গিয়ে বাধা, বিক্ষোভ এবং হামলার মুখে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ তোলেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, দলের এক কর্মীকে দেখতে গেলে পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এবং তাঁর নিরাপত্তা ঘেরাটোপ ভেঙে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করেন।

এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী স্পিকারের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান, যা স্বাধিকারভঙ্গের আওতায় পড়ে। সেই অভিযোগ

খতিয়ে দেখেই রাজ্য সরকারের কাছে ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে যদিও এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। দলের দাবি, বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার রাজনৈতিক ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যেই মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

বাড়ির পথে নাড্ডার ফোন শমীককে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ জুলাই : বুধবার তাঁর বিমান দমদমের মাটি ছোঁয়ার আগে থেকেই ভিড় জমতে শুরু করে সল্টলেকের বিএইচ ৬৬-এর ছোট্ট বাড়িটার সামনে। এটাই রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর ঠিকানা। অপ্রশস্ত সেই রাস্তায় তখন গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। ছোট্ট একফালি বারান্দায় শমীকের অপেক্ষায় অনুগামীদের ভিড়। বেলা ১২টা নাগাদ বিমানবন্দরে পৌঁছে শমীক তখন বাড়ির পথে। গাড়িতে সওয়ার শমীকের কাছে এল নাড্ডার ফোন। পরে সঙ্গে থাকা এক নেতা বললেন, 'খুশির খবরটা জানাই ছিল। তবু বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। বিজেপিতে না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তাই ফোনটা আসার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

সেই ফোনে সরকারিভাবে শমীককে রাজ্য সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। বাড়ি ফিরে দ্রুত তৈরি হয়ে নিয়ে ঠিক ১টা ৫০ মিনিটে দুধসাদা ইনোভা ক্রিস্টায় চেপে সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরের উদ্দেশে রওনা দিলেন সপার্ষদ শমীক। সল্টলেকে দলীয় কার্যালয়ের সামনে তখন লোকে লোকারণ্য। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনকে ঘিরে গতকাল থেকেই সাজানো শুরু হয়েছিল দপ্তর। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক ২টো। দলীয় দপ্তরে পৌঁছে দোতলায় ছুটলেন মনোনয়নের কাগজপত্র নিয়ে। ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিলেন সুনীল বনসল, সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীরা। ২টো ৫১ মিনিটে মনোনয়নপত্রে শমীকের স্বাক্ষর করার পর, ১০ প্রস্তাবকের তালিকায় প্রথমে স্বাক্ষর করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাকুল্যে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শেষ হয় মনোনয়ন পর্ব। এরপরে কসবার ঘটনায় মিছিলে যোগ দিতে বেরিয়ে যান শুভেন্দু। এদিন দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের জন্য দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। নিশীথ প্রামাণিক, সুভাষ সরকার, জগন্নাথ সরকার, বিধায়ক শংকর ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, এসআরও দীপক বর্মন সহ সাংসদ, বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। মনোনয়নপত্র জমা দিয়েই শমীক ছুটলেন ৬ মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে। রাজ্য দপ্তরের বাইরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি। বৃহস্পতিবার, রাজ্য সভাপতি হিসাবে শমীকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে। দুপুর দেড়টায় সেখানে ১১তম রাজ্য সভাপতি হিসাবে শমীক ভট্টাচার্যের নাম ঘোষণা করবেন নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদ রবিশংকর প্রসাদ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে ঘিরে এখন সাজোসাজো রব রাজ্য বিজেপিতে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ আষাঢ় ১৪৩২

কাঠগড়ায় কমিশন

নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে এতটা সন্দেহ বোধহয় অতীতে আর কখনও হয়নি। স্বাধীন, স্বশাসিত নির্বাচন কমিশনের সব কাজ সবসময় রাজনৈতিক দলগুলিকে খুশি করে না ঠিকই। বরং উলটোটা ঘটে বারবার। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষণের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু বা আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের মতবিরোধ অতীতে খবরের শিরোনামও হয়েছিল।

কখনও সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র নিয়ে, কখনও ভোটার তালিকা তৈরি নিয়ে, আবার কখনও একাধিক দফায় লোকসভা বা বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট তৈরি করা নিয়ে। ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আধাসেনা মোতায়েন নিয়েও বহুবার বিরোধের কেন্দ্রে এসেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও কখনও মনে হয়নি যে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে শাসক শিবিরের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে কিংবা শাসক যেমন চাইছে, কমিশন ঠিক সেইভাবে এগোচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট বলে কল্পনা করাটাই এতদিন ছিল কষ্টসাধ্য। দুর্ভাগ্যবশত সেই ধারণাটা ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের একাধিক সিদ্ধান্তে বিরোধী দল এবং সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্নচিহ্ন উঁকি মারছে। এতে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা টাল খাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের মতো নির্বাচন কমিশনের প্রতিও মানুষের আস্থা থাকা উচিত স্বাধীন সংস্থা হিসেবে।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষভাবে ভোটের আয়োজন করা। প্রত্যেক নাগরিককে নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের বন্দোবস্ত করা। কিন্তু কমিশনের বিরুদ্ধে ইদানীং যে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠছে, তাতে তাদের ওপর ন্যস্ত সেই দায়িত্বটাই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। রাহুল গান্ধি মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের গুরুতর অভিযোগ তোলার পর কমিশন একাধিক সাফাই দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাদের ভাবমূর্তিতে কালির দাগ লেগে গিয়েছে।

বিধানসভা ভোট আসন্ন বিহারে। সেখানে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল আরজেডির একগুচ্ছ প্রশ্নবাণের মুখোমুখি হয়েছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে সামনের বছর বিধানসভা ভোট। এ রাজ্যেও তৃণমূলের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে কমিশন। তৃণমূল এবং আরজেডির প্রবল আপত্তিতে কমিশন খানিকটা পিছু হটলেও মূল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি করার লক্ষ্যেই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন করানো হচ্ছে ভোটার তালিকায়। অভিযোগটি কমিশন মানেনি ঠিকই। তবুও এটা ঘটনা যে, হাজারো যুক্তি সাজিয়ে নিজেদের দায়মুক্ত করতে পারছে না নির্বাচন কমিশন। এর আগে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের বিরোধিতাও হয়েছিল। কিন্তু কমিশন নিজের যুক্তিতে অনড় থাকায় তখন রণে ভঙ্গ দিয়েছিল অভিযোগকারীরা।

অথচ মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় গরমিল, ভোটদানের হারে বিপুল অসামঞ্জস্য নিয়ে বিরোধীদের তোলা প্রশ্নে কমিশন অনড় মনোভাব দেখালেও খামতি কিছু কিছু খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের প্রক্রিয়ায় অন্তত দুই বছর লাগবে বলে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব যুক্তি দিয়েছেন। অথচ বিহারে বিধানসভা ভোটের বাকি আর মাত্র তিন থেকে চার মাস। এই সামান্য সময়ের মধ্যে ওই কর্মযজ্ঞ যে সেরে ফেলা যায় না সেটা কমিশন কেন খেয়াল করল না- প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

আবার ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট হলেও ২০০৩ সালকে কেন ভিত্তি হিসেবে ধরা হল- সেই প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাহুল গান্ধি নির্বাচন কমিশনার ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। নিয়োগ কমিটি থেকে দেশের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার কারণ জানতে চেয়েছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনকে অতীতে কখনও এই ধরনের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়নি।

এই বিড়ম্বনা দূর করতে নির্বাচন কমিশনকেই উদ্যোগী হওয়া উচিত। যাবতীয় অভিযোগ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে অতীতের মতো উজ্জ্বল, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা এখন নির্বাচন কমিশনারের প্রধান কর্তব্য।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

স্বপ্নের ঘাসফুল ও স্বপ্নের অপমৃত্যু

স্বাধীনতার পর এ রকম আত্মঘাতী সরকার ও দল পশ্চিমবাংলায় আর কখনও দেখা যায়নি।

পরিমল দে

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে নীরদ সি চৌধুরী 'আত্মঘাতী বাঙালী' এবং 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' নামে দুটি বই লিখেছিলেন। আজ কোনও বাঙালি লেখক 'স্বপ্নের ঘাসফুল ও আত্মঘাতী তৃণমূল' শিরোনামে বই লিখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এবং তাঁর দল নিরবচ্ছিন্নভাবে এমন বইয়ের বিষয়বস্তুর চালচিত্র নির্মাণ করে চলেছেন। স্বাধীনতার পর এ রকম আত্মঘাতী সরকার ও দল পশ্চিমবাংলায় কখনও দেখা যায়নি।

অথচ বাংলাকে মমতা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বাংলাও একসময় মমতাকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখেছিল। বাংলার 'অগ্নিকন্যা'র ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন তিনি। প্রমাণ করেছিলেন, 'মানুষই ডিনামাইট। মানুষই চার্জার। মানুষই বড় পাহাড় গুঁড়িয়ে দেয়'। ২০১১ সালের ২১ মে শুধু রাজনৈতিক দল বা ঘাসফুলের পতাকা নয়, এক মানব-সমুদ্র মমতাকে রাজভবন থেকে রাইটার্স পৌঁছে দিয়েছিল। স্লোগান নয়, সেই মানব সমুদ্রের কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গান। মমতা চলেছেন, সঙ্গে চলেছিল সমগ্র বাংলা।

মমতার কথায় বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে হরিহর-সর্বজয়া-অপু-দুর্গার কথা। কালীঘাটের টালির চালের কুটিরের সিঁড়িতে বসে আছেন মা গায়ত্রী দেবী। পাশে একটি পা ঈষৎ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রক পরা এক কিশোরী। কুটিরের দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। হাঁ করে বেরিয়ে আছে নোনাধরা প্রাচীন ইট। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের এক প্রবহমান চিত্ররূপ মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বিহ্বল করেছিল তখন।

স্নেহশীলা গায়ত্রী দেবী হয়তো কল্পনা করেননি মমতা একদিন গায়ে সাদা শাড়ি আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল পরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ করবেন। কলেজ জীবন থেকে কত অপমান-নির্যাতন, কত মার তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু অটল অবিচল প্রাণময় শক্তিকে কোনওকিছুই দমাতে পারেনি। বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিপর্যয়কে সামলাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন মমতা। বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনকে গণদেবতার আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন। মিছিলের সেই মমতা আজও অপ্রতিরোধ্য। একবার সিদ্ধার্থশংকর রায় বলেছিলেন, 'বিধানচন্দ্র রায়কে মনে রেখে বলছি, স্বাধীনতার পর বাংলায় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মমতার মতো জনপ্রিয়তা কেউ পাননি। আমিও নই'।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি শান্তিনিকেতনে সমাবর্তনে এসে নৈশাহারে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছিলেন। একজন ছাত্রী প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'বর্তমান সময়ে কে আমাদের আদর্শ হতে পারেন?' রাজীব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'কেন মমতা? ওর মতো সৎ সাহসী পরিশ্রমী মেয়েই তো তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত'। রাজীব ও তাঁর মা সোনিয়া, দুজনেই জানতেন মমতা কংগ্রেসের সম্পদ!

সোমেন-মমতা দ্বন্দ্বে সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং অজিত পাঁজার অনুরোধে ১৯৯৭-এ সোনিয়া রাজ্য কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব মেটাতে হস্তক্ষেপ করেন। সোনিয়ার মনে পড়েছিল, রাজীব তাঁকে একবার বলেছিলেন, 'হোয়েন মমতা ইজ ফাইটিং দেয়ার মাস্ট বি এ জেনুইন কজ'। মমতাকে কংগ্রেসে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সোনিয়া। শেষবার ১৯৯৭-এর ১৯ ডিসেম্বর মধ্যরাতে রাতপোশাক পরা অবস্থাতেই সোনিয়া তাঁর বেডরুমে মমতাকে ডেকে নিয়েছিলেন।

সোনিয়ার স্নেহভরা দুটি হাত তখন মমতার কাঁধে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এ এক বিরল দৃশ্য! তবু শেষরক্ষা হয়নি। অগ্নিকন্যার আগুন নেভেনি। ১৯৯৮-এর ৯ অগাস্ট কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সোনিয়া গান্ধি, সীতারাম কেশরী সহ সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত। উপস্থিত মমতাবিরোধী সোমেন মিত্র। ওই ইন্ডোরের বাইরে তখন বিশাল সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নতুন দলের নাম ঘোষণা করলেন- 'তৃণমূল কংগ্রেস'। প্রতীক ঘাসফুল।

এরপর মমতার দীর্ঘ যাত্রা রাজনীতিতে। কখনও কংগ্রেসের হাত ধরে, কখনও বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। নিজের গুরুত্ব এতটাই তৈরি করেছিলেন যে, বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী মমতার টালির চালের বাড়িতে তাঁর মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন। মমতা বাংলার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সুবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত হয়। 'ব্রিটানিকা' তাঁর পরিচয় পর্বে 'দিদি' (বিগ সিস্টার) শব্দটি উল্লেখ করেছে। 'দ্য টাইমস ম্যাগাজিন' ২০১২ সালে বিশ্বের একশোজন প্রভাবশালীর মধ্যে বারাক ওবামা, হিলারি ক্লিন্টনের সঙ্গে মমতার নাম উল্লেখ করেছিল। 'ব্লুম বার্গ মার্কেট ম্যাগাজিন' ২০১২-তে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বের পঞ্চাশজন প্রভাবশালীর মধ্যে একজন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

২০১১-তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সাধারণ মানুষের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল সামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন বলে দাবি করেন। তাঁর স্বপ্নের কন্যাশ্রী ২০১৭-তে ইউনাইটেড নেশনস-এর 'হাইয়েস্ট পাবলিক সার্ভিস ফর গার্লস' সম্মানে ভূষিত হয়। ২০১৪-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'স্কচ অর্ডার অফ মেরিট ফর গুড গভরন্যান্স' পায়। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী-রূপশ্রী-লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুয়ারে সরকার' এক অভিনব প্রকল্প। 'দুয়ারে সরকার' ভারত সরকারের 'প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ডে' সম্মানিত হয়েছে।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পর ইন্দিরা গান্ধিকে দেবী দুর্গা সম্বোধন করেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তার চল্লিশ বছর পর ২০১১-তে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম পত্রিকার প্রচ্ছদে মমতাকে দুর্গারূপে চিত্রিত করা হয়েছিল। প্রচ্ছদে লেখা ছিল, দুর্গতিনাশিনী দশভুজা দেবী দুর্গা।

২০১১-র মিছিলের সেই মমতা, মানুষের মমতা, ২০২৫-এ এসে কি সত্যিই আর মানুষের আছেন? নাকি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন? বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের অপশাসন, সন্ত্রাস, হিংসা, হত্যা ঐতিহাসিক রিগিং এবং নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ২০১১-তে মানুষ মমতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই মমতা বাংলা, বাঙালিকে ব্যথিত আশাহত এবং মর্মাহত ও প্রতারিত করেছেন। রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতি, বিশ্বব্যাপী আন্দোলিত অভয়া কাণ্ড এবং সাম্প্রতিক সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণ ইত্যাদি সেইসব আশাভঙ্গের জ্বলন্ত উদাহরণ।

বাংলার নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে মমতার শাসনে, যা জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলেরও অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এই মুহূর্তে ভারত উগ্র হিন্দুত্ব, গো-সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, বিভাজন এবং ধর্মীয় রাজনীতিতে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত। নাথুরাম গডসে এখন দেশপ্রেমিক। সেই উগ্র হিন্দুত্ববাদের ফাঁদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পা মেলালেন। সরকারি অর্থ ব্যয়ে দিঘায় জগন্নাথধাম মন্দির নির্মাণ ও সরকারি অর্থে বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিতরণ করিয়েছেন, যা কোনও সভ্য, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে হতে পারে না।

এরপর কি আর 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যমণি হতে পারবেন মমতা? অথচ তিনিই ছিলেন ওই জোটের অন্যতম মুখ এবং এককালের স্ট্রিট ফাইটার। যিনি সততার রাজনীতির কথা বলতেন, তাঁর শাসনে অসততার হাজার উদাহরণ। স্বপ্নভঙ্গের নেত্রী এখন তিনি। স্বচ্ছ প্রশাসন যাঁর আমলে আশা করা আর যায় না। যাঁর সরকার বাংলায় নৈরাজ্যের স্রষ্টা। কবির ভাষায় বলতে হয়, 'কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখে না।' যে স্বপ্ন ছড়িয়ে ঘাসফুল ফুটেছিল বাংলায়, সেই স্বপ্ন আত্মহত্যা করেছে।

(লেখক গান্ধিবাদের গবেষক, প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৫২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক অমিতকুমার।

১৯৬২

বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা টম ক্রুজের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

২১শে জুলাই ওরা কলকাতায় ডিম-ভাত খাবে। আমরা উত্তরকন্যায় যাব। সেদিন উত্তরকন্যা অভিযান। কর্মীদের বলছি, নিজের খরচে যাবেন। ভালো করে লড়তে হবে। সেদিন উত্তরকন্যা নড়িয়ে দেওয়া হবে। এই সরকারকে সরাতে গুলি খেতেও রাজি আছি।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

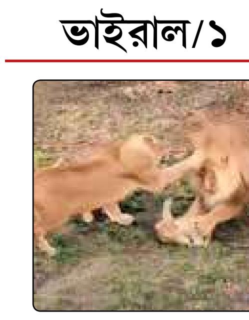

বাবা কঠোর হলেও মা সন্তানদের প্রতি স্নেহবৎসল হন। জঙ্গলে একটি সিংহ ঘুমোচ্ছিল। শাবক তাকে বিরক্ত করলে সিংহ রেগে যায়। শাস্তি দেয়। ছুটে আসে সিংহী। বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নেয়। থাবা উঁচিয়ে সতর্ক করে সিংহকে।

ভাইরাল/২

বাঁদরের দাদাগিরি। ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিল বাঁদরটি। ভয়ে বাড়ির লোকজন বাইরে পালিয়ে যান। ফ্ল্যাটের দখল নেয় বাঁদর। কেউ ঘরে ঢুকলেই দাঁত খিচিয়ে তেড়ে যায়। ভয়ে দীর্ঘক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল বাড়ির লোকদের।

জনমন
জনমত

বাংলা নিজের মেয়ের সম্মান চায়

প্রত্যেকদিন সংবাদপত্রের পাতা ওলটালেই নারী ধর্ষণের কিছু না কিছু খবর থাকবেই। এইসব খবর আমরা পড়ি, ছিছি করি, আবার ভুলেও যাই। আসলে পরিস্থিতি বিন্দুমাত্র বদলায়নি। সন্দেশখালি থেকে কালীগঞ্জের তামান্না (নির্বাচনের বিজয় উল্লাসে বোমা বিস্ফোরণের বলি) এবং সম্প্রতি কসবার আইনের ছাত্রী। পুনরায় শিক্ষাঙ্গনে ভীতি প্রদর্শন। প্রশ্নে শাসক ঘনিষ্ঠ নেতা। ছাত্র না হয়েও ছাত্র নেতা। কলেজের ক্ষমতার বৃত্তে থাকা নেতা।

প্রশ্ন হল, শিক্ষাঙ্গন থেকে কর্মক্ষেত্র- কোথাও কি নারী নিরাপদ নয়? বিশেষ করে বাংলায়! রানি ভবানী থেকে মা সারদা, প্রীতিলতা, কাদম্বিনীর বাংলায় নারীর আজ এ কী হাল? রাতের পথ কি নারীর জন্য নয়? শিক্ষাঙ্গন থেকে কর্মক্ষেত্র কি নারীর জন্য নয়? কোথায় আধুনিক উন্নত শিক্ষা? সবটাই কি চলবে এই ক্ষমতাবানদের দাপটে? বাহুবলীর হাত মাথায় আছে বলে ধর্ষণটাও কি তাদের আধিপত্যের মধ্যে পড়ে?

বাংলার শাসন ক্ষমতার মসনদেও এক নারী। প্রশ্ন তাঁর কাছে, তাঁর প্রশাসনের কাছে। আর নয় অভয়া, তামান্না। আর নয় কসবা। বাংলা নিজের মেয়ের সম্মান চায়। নিরাপত্তা চায়। বাংলা নিজের মেয়ের আব্রুর বিচার চায়।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

সিনেমা হলে জাতীয় সংগীতের অবমাননা

ইদানীং সিনেমা শুরুর আগে বিজ্ঞাপন চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে দর্শকদের অনেকেই নিজ নিজ মোবাইলে এতটাই মগ্ন থাকেন যে, জাতীয় সংগীত শুরু হলেও তাঁদের সেই মগ্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে। মগ্নতা যখন ভাঙে তখন জাতীয় সংগীত হয়তো মাঝপথে। তাছাড়া জাতীয় সংগীত চলাকালীন

অধিকাংশ দণ্ডায়মান দর্শকের মাঝে কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বসে থাকেন। আবার দু'একজন জাতীয় সংগীত চলাকালীন পপকর্ণের প্যাকেট হাতে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে সিঁড়ি ভেঙে নিজেদের বসার আসনের দিকে এগোতে থাকেন। পর্দার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন মনে করেন না। এই অসম্মান কেন? আমাদের জাতীয় সংগীত কি এতটাই সস্তা?

বহু বছর আগে সিনেমাহলের পর্দায় সিনেমা শেষ হওয়ার পর জাতীয় সংগীত সহ জাতীয় পতাকার প্রদর্শন বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু ক্রমশ এই প্রদর্শনের অবমাননা অর্থাৎ জাতীয় সংগীত চলাকালীন উঠে না দাঁড়িয়ে সিটে বসে থাকা দর্শকদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমানের কারণেই একসময় এই প্রদর্শন খুব স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। জাতীয় সংগীতের অসম্মান বা অবমাননা করার থেকে প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গৌতমেন্দু নন্দী, নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

হারিয়ে যাচ্ছেন উত্তরের গ্রামগঞ্জের কবিরা

রাজরোষ কিংবা রাজকোষ, কোনওটিকেই তাঁরা আমল দেন না। স্পষ্ট বক্তব্যে নির্ভীক। তাঁদের হারিয়ে ফেলাটা কষ্টকর।

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লাস ইলেভেনে পড়ি তখন। সেটা দু'হাজার চার নাগাদ। এক দৈনিক সংবাদপত্রে স্থানীয় সংস্কৃতিচর্চা বিভাগে মাঝেমাঝে কলাম লিখে হাতখরচ চালাই। কী করে যেন খোঁজ পেলাম এক আশ্চর্য কবির, জহিরুল মিয়াঁ। কোচবিহারের ধলুয়াবাড়ি গ্রামে থাকেন। চাকির মোড়, হরিণচওড়া, ঘুঘুমারি ব্রিজ পেরিয়ে সাইকেল নিয়ে একদিন চলে গেলাম সেখানে। ঘন বেতবনের পাশ দিয়ে সরু মেঠো রাস্তা ধরে খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছালাম সেই কবির উঠোনে। একচালা খড়ের ছাউনি দেওয়া একটাই ঘর। বাঁশের বেড়ার দেওয়াল। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তাল ঠুকে ঠুকে কবিতা পড়ছেন জহিরুল। ২০ বছর পরও সেই দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসে। রোগা, বেঁটে চেহারা। গালে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। তোবড়ানো গাল। চুল এলোমেলো। কাঁধে ঝোলা। ঘরে পোয়াতি বৌ। যদিও কবিতার মূল্যে এ-দেশে কবি বাঁচে না, তবুও কবিতাই এই কবির জীবিকা।

গ্রামের হাটে ঘুরে ঘুরে জহিরুল কবিতা ফেরি করে বেড়াতেন। যদিও জহিরুল আমার এ লেখার বিষয় নয়। আমার বিষয় শহর থেকে দূরে, অলক্ষিতে বনচ্ছায়াতলে নিঃসঙ্গ, নির্জন এই কবিরা, যাঁরা উত্তরবঙ্গের গ্রামগঞ্জে ছিলেন এই কিছুকাল আগেও। সমাজজীবনের কত হানাহানি, নিষিদ্ধ প্রেমের কত না গুঞ্জন এঁদের কবিতায় ছন্দিত। গ্রাম-জীবনের তুচ্ছ বিষয়গুলোর সঙ্গে গভীর সমস্যামূলক ও বৃহত্তর সমাজজীবনের কত না সমস্যা ও অসংগতি এঁদের লেখার উপজীব্য। তাঁদের ঘরে চাল বাড়ন্ত, কিন্তু সমাজজীবনের প্রতি বিশ্বস্ততায় এঁরা অদ্বিতীয়। রাজরোষ কিংবা রাজকোষ, কোনওটিকেই তাঁরা আমল দেন না। কোনও সমালোচকের কলম তাঁদের বিদ্ধ বা বিচলিত করে না। কোনও সম্পাদকের শখের কলমচি তাঁরা নন। নামীদামি পুরস্কারের রহস্য তাঁরা জানেন না। কত প্রাচীনকাল থেকে স্রোতস্বিনী তরঙ্গের মতো, ভোরে গেয়ে ওঠা পাখির সহজ ডাকের মতো এঁদের কবিতা।

জহিরুলকে নিয়ে আমার লেখাটা যখন খবরের কাগজে বেরোয়, কাগজটা নিয়ে জহিরুলের বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম, ওঁর একটা মেয়ে হয়েছিল ক'দিন আগে। জন্ডিসে ভুগে সে মরেও গিয়েছে দু'দিন হল। কবিতায় তবু বিরাম নেই জহিরুলের। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তিনি তৈরি, গ্রামের হাটে যাবেন। এই কবিদের কবিতা যেন পটুয়ার পট, কথা দিয়ে আঁকা। সভ্য সমাজে অনাদৃত, কিন্তু গ্রাম্য জীবনের নিপুণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। সাধনা যেন ম্লান করে দেয় জীবনের দারিদ্র্য, অভাব। তবু হতচ্ছাড়া জীবন আর নিশ্চিত অনাহার তাঁদের সব চেষ্টাকেই যেন নষ্ট করে দিয়েছে।

গ্রাম্য জীবনের গহন গভীরে বয়ে চলেছে যে গতিশীল জীবনস্রোত, জহিরুলদের কবিতা তারই বাণীবাহক। প্রতিবাদে, দুঃখে, প্রেমে সে অনন্য। ব্যাপক জনজীবনের এ এক গণসাহিত্য। পালটে যেতে যেতে আমরা হারিয়ে ফেলেছি অনেক কিছু। এখন হারাতে হারাতে একা। বিশ্ব নৃত্য উৎসবে আমরা জহিরুলদের আমন্ত্রণ জানাতে পারিনি। চাইওনি। তাঁরা থেকে গিয়েছেন নির্জনে। নিঃসঙ্গ। অলক্ষিতে বনচ্ছায়াতলে। তাই আমাদের জীবনের উৎসবে ঘাটতি থেকে গিয়েছে প্রচুর। ওই ঘুঙুরের তালে আমরাই পারিনি কান পাততে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে হেটো কবির ঘুঙুরের ক্ষীয়মাণ ধ্বনি মনের এক অজানা জগতে ছায়া ছায়া কোনও চিন্তার জন্ম দিত। সে আর দেয় না এখন।

'ভারত সরকার চমৎকার দোষ নাহি তার
অনাহারে গরিবেরা অস্থি-চর্ম সার।
দেশে দেশে খাদ্যাভাব কেন দেখা দিল
কেরোসিনের দাম কেন এত বাড়িল।'

কবিতাকে হাতিয়ার করে অনাহারে ধুঁকতে থাকা এক হেটো কবিকে এই কবিতা বলতে শুনেছিলাম উত্তরবাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। গায়ে তাঁর ছেঁড়া জামা, পায়ে ঘুঙুর, কাঁধে ঝোলা, নেচে নেচে বিচিত্র সুরে তিনি তাঁর কথা বলছেন। তাঁকে ঘিরে লোকও জমেছে বিস্তর। কিন্তু এখন? এখন কে চোখ তুলে বলবে, 'ভারত সরকার চমৎকার দোষ নাহি তার।' প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা...

(লেখক পেশায় অক্ষরকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮২

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। মোটা পশমি কাপড় ৩। জয়পরাজয় ৪। মিথ্যা প্রচার, অপপ্রচার ৫। অস্থিরভাবে ছুটোছুটি ৭। সন্ন্যাসীদের আখড়া ১০। কদম ফুল বা তার গাছ ১২। বিরক্তিকর বাচালতা ১৪। ছাতার আকৃতির গাছ ১৫। অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অদ্ভুত ১৬। লক্ষ্মীদেবী, দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা, লেবুবিশেষ, রংবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম ২। নেকড়ে বাঘ ৩। আক্রমণকারী ৬। বিদ্যুৎ ৮। বিশেষ ভঙ্গিমাযুক্ত চলন ৯। নাকে পরবার অলংকারবিশেষ ১১। কাচ, চশমাদিতে ব্যবহৃত কাচের গোল চাকতি, আয়না ১৩। দমনকারী, আকস্মিক বেগ, চমক, চমকানো।

সমাধান ■ ৪১৮১

পাশাপাশি : ২। গিরিজায়া ৫। মাইরি ৬। বলশেভিক ৮। হাট ৯। বর ১১। সুন্দরবন ১৩। কাঁদুনি ১৪। মানতাসা।

উপর-নীচ : ১। ধামাধরা ২। গিরি ৩। জাঙ্গাল ৪। বারেক ৬। বট ৭। শেখর ৮। হাঙর ৯। বন ১০। কলানিধি ১১। সুহৃদ ১২। বয়ান ১৩। কাঁসা

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আমি আবার জন্ম নেব : দলাই লামা

চিনা আপত্তি উড়িয়ে উত্তরসূরি বাছাইয়ে সায়

ধরমশালা, ২ জুলাই : জন্ম-মৃত্যু নিয়তি নির্ধারিত। কিন্তু পদ হচ্ছে একটি প্রবাহমান প্রক্রিয়ার অঙ্গ। তিব্বতিদের বিশ্বাস, তাঁদের অবিসংবাদী আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামাই পুনর্জন্ম নিয়ে ফের দলাই লামার পদটি গ্রহণ করেন। বুধবার তিব্বতিদের সেই বিশ্বাসকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন বর্তমান দলাই লামা।

তিনি জানিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পরেও দলাই লামার পদটি থাকবে। পুনর্জন্ম নেবেন তিনি। পরবর্তী দলাই লামাকে খুঁজে বের করার দায়িত্বে থাকবে গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট। তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। নতুন দলাই লামা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। বুধবার এক ভিডিও বার্তায় একথা জানিয়েছেন ১৪তম দলাই লামা। তাঁর উত্তরসূরি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা চলছিল। একসময় দলাই লামা পদটি তুলে দেওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন খোদ দলাই লামা। কিন্তু এদিন সেই অবস্থান থেকে তাঁর সরে আসা চিনের পক্ষে বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।

কিছুদিন আগে চিন সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমান দলাই লামার উত্তরসূরি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের অনুমোদন নিতে হবে। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'দলাই লামার উত্তরাধিকারী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই চিনের অনুমোদন প্রয়োজন। চিনের আইন, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং আচার পালন না করে তিব্বতিদের পরবর্তী আধ্যাত্মিক গুরুর নির্বাচনকে মান্যতা দেওয়া হবে না।' এদিন চিন সরকারের সেই হুঁশিয়ারিকে পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন ৬ জুলাই নব্বইয়ে পা দিতে চলা দলাই লামা। তিনি বলেন, 'আমি আবার জন্ম নেব... আমার অবর্তমানে পরবর্তী দলাই লামাকে বেছে নেওয়া হবে। পুনর্জন্মগ্রহণকারী দলাই লামাকে খুঁজে বের করার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্টের এক্তিয়ারে থাকবে। এ ব্যাপারে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।'

দলাই লামার ভিডিও বার্তার পর হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় সাংবাদিক বৈঠক করেন ভারতে নির্বাসিত তিব্বত সরকারের প্রধান পেনপা সেরিং এবং দলাই লামার প্রধান সহযোগী সামধং রিংপোচে। সেরিং বলেন, 'দলাই লামা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করছে তিব্বত সরকার। দলাই লামার জন্মদিন পালনের আগে ধরমশালায় তিব্বতি বৌদ্ধদের যে সম্মেলন শুরু হয়েছে সেখানে উপস্থিত সকলে দলাই লামার উত্তরাধিকারী মনোনয়নের বিষয়ে একমত।' রিংপোচে জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ে দলাই লামার উত্তরাধিকারীকে বেছে নেওয়া হবে। বুধবারের পর দলাই লামার তরফে এ ব্যাপারে আর কোনও বয়ান জারি করা হবে না।

গত ৬০০ বছর ধরে তিব্বতিদের ধর্মগুরু দলাই লামা। তিব্বতিদের বিশ্বাস প্রবীণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়। দলাই লামাও তার ব্যতিক্রম নন। যাঁরা দলাই লামাকে বেছে নেওয়ার দায়িত্বে থাকেন তাঁরা নিশ্চিত হন যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রয়াত দলাই লামার পুনর্জন্ম। বর্তমান দলাই লামাকে তাঁর পূর্বসূরির পুনর্জন্ম হিসাবে মাত্র ২ বছর বয়সে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

এই নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে চিন। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, ১৭৯২-এ চালু হওয়া নিয়ম অনুযায়ী একটি সোনার কলসিতে সম্ভাব্য দলাই লামাদের নাম রাখা হয়। সেখান থেকে নতুন দলাই লামার নাম বেছে নেওয়া হয়। ১৪ তম (বর্তমান) দলাই লামার ক্ষেত্রে সেই প্রথা অনুসরণ করা হয়নি। যদিও খোদ দলাই লামা, নির্বাসিত তিব্বত সরকার বা সাধারণ তিব্বতি কেউই চিনের অবস্থানকে গুরুত্ব দেন না। এবার ভারত থেকে ১৫তম দলাই লামা স্থির হওয়ার ঘটনা ঘরে-বাইরে চাপে ফেলেছে শি জিনপিংয়ের সরকারকে।

এদিকে দলাই লামার ৯০ তম জন্মদিনের আগে গোটা বিশ্ব থেকে ধরমশালায় ভিড় জমাতে শুরু করেছেন তাঁর অনুগামীরা। নির্বাসিত তিব্বত সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সব মিলিয়ে ৭ হাজার অতিথি দলাই লামার জন্মদিনের মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক মন্ত্রী এবং রিচার্ড গেয়ারের মতো হলিউড তারকা থাকবেন। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই ধরমশালায় চলে এসেছেন রিচার্ড।

আমি আবার জন্ম নেব... আমার অবর্তমানে পরবর্তী দলাই লামাকে বেছে নেওয়া হবে। পুনর্জন্মগ্রহণকারী দলাই লামাকে খুঁজে বের করার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্টের এক্তিয়ারে থাকবে। এ ব্যাপারে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।
দলাই লামা

মনোনয়নে পুনর্জন্মের বিশ্বাস

- ৬০০ বছর ধরে তিব্বতিদের আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু দলাই লামা
- দলাই লামা কোনও ব্যক্তির নাম নয়, একটি পদ
- তিব্বতিদের বিশ্বাস দলাই লামার পুনর্জন্ম হয়
- নতুন দলাই লামাকে বেছে নেওয়ার আগে নিশ্চিত করা হয় যে উত্তরসূরি হিসাবে মনোনীত ব্যক্তিই হলেন প্রয়াত দলাই লামার পুনর্জন্ম
- বর্তমান দলাই লামাকে তাঁর পূর্বসূরির পুনর্জন্ম হিসাবে মাত্র ২ বছর বয়সে চিহ্নিত করা হয়েছিল

কেন্দ্রের বিদেশনীতিকে খোঁচা তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : পহলগামে জঙ্গি হামলার ৭১ দিন পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের কেন নীরব তা জানতে চেয়ে সুর চড়াল তৃণমূল। কেন ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসবাদীরা এখনও ধরা পড়ল না তাও জানতে চেয়েছে তারা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ৫টি প্রশ্নবাণ ছুড়েছিলেন সেগুলিকে সামনে রেখে এদিন ফের সরব হয় তৃণমূল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবারই ব্রাজিল, আর্জেন্তিনা সহ পাঁচদেশীয় সফরে বেরোন। তাঁর এই বিদেশসফরকে কটাক্ষ করে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, 'আজকের পৃথিবীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। এত বছরের কূটনৈতিক চেষ্টা, গোয়েন্দা তথ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা আজও পাকিস্তানকে সরাসরি দায়ী করে কোনও আন্তর্জাতিক

পহলগামের ৭১ দিন পার

পদক্ষেপ আনতে পারিনি। এটা কি গোয়েন্দা ব্যর্থতা নয়? এর জবাব প্রধানমন্ত্রীকেই দিতে হবে।'

বিশ্বের একাধিক দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানো সত্ত্বেও বিদেশি রাষ্ট্রগুলি কেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিন্দা করল না এবং কেন্দ্রের কূটনৈতিক দৌত্যে কোথায় খামতি ছিল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মহুয়া মৈত্র। পহলগাম হামলার পর কেন আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও নিন্দাপ্রস্তাব আদায় করা গেল না, কেনই বা পাকিস্তানকে একঘরে করতে ভারত ব্যর্থ হল সেই প্রশ্নও তুলেছে তৃণমূল।

কেন পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব করতে পারল? বিদেশ সফরে গিয়ে কি প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্নগুলো তুলছেন, না কি শুধুই প্রচারের কৌশল?

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী পাঁচদেশীয় সফরে বেরোলেও পাঁচটি প্রশ্ন থেকে বেরোতে পারবেন না।' তৃণমূলের অভিযোগ, মোদি সরকারের বিদেশনীতি আজ ভগ্নদশার শিকার। পহলগাম হামলার মতো ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে নয়াদিল্লি। দলের সাফ কথা, কূটনীতির মঞ্চে ভারত পিছিয়ে পড়ছে, এবং তার দায় প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের।

করোনা টিকার জন্য অকালমৃত্যু 'নয়'

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : করোনা মহামারিতে দেশজুড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে টিকাকরণ হওয়ার পরে সাম্প্রতিককালে কাছে-দূরের বহু মানুষের আকস্মিক ও অকালমৃত্যুতে উদ্বেগ ও প্রশ্ন দু'টিই তীব্র হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি অভিনেত্রী শেফালি জরিওয়ালার মৃত্যু ফের এই প্রশ্ন ও আলোচনাকে সামনে এনেছে। ৪২ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এই শিল্পী। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে মুম্বইয়ের বাসভবনে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামী পরাগ ত্যাগী তাঁকে আন্ধেরির একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, রক্তচাপ হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে অভিনেত্রীর। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসেনি।

তবে কি মহামারি-পরবর্তী সময়ে প্রাপ্তবয়স্কদের অকালমৃত্যুর সঙ্গে কোনওভাবে করোনা টিকার যোগ রয়েছে? এই সংশয়ের কথা চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তোলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

এতদিনে কোভিড নিয়ে সংশয়ের স্পষ্ট জবাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ভারতের চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (আইসিএমআর) এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স (এইমস)-এর যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, মহামারির পরে দেশজুড়ে যে হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে বলে মনে হচ্ছিল, তার পিছনে করোনা টিকার কোনও ভূমিকা নেই। আইসিএমআর এবং এইমস-এর সম্প্রসারিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হৃদরোগ বা হঠাৎ মৃত্যুর পিছনে মূলত দায়ী অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, শরীরের পূর্ববিস্থাগত সমস্যা এবং কিছু ক্ষেত্রে কোভিড-পরবর্তী জটিলতা।

বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়, 'করোনা টিকা এবং তরুণদের হৃদরোগে মৃত্যুর মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক মেলেনি। বরং গুজব ছড়ালে টিকার ওপর মানুষের আস্থা কমবে এবং জনস্বাস্থ্যে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।'

২০২৩ সালের মে থেকে অগাস্ট পর্যন্ত দেশের ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৭টি বড় হাসপাতালকে নিয়ে একটি গবেষণা চালায় আইসিএমআর এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি)। গবেষণার লক্ষ্য ছিল ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সিদের মধ্যে যাঁরা আগে সুস্থ ছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের মৃত্যুর কারণ জানা।

দিল্লির এইমসও পৃথক গবেষণা করে, যেখানে যৌথ ভূমিকায় ছিল আইসিএমআর। এই গবেষণাতেও স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'করোনা টিকার কারণে তরুণদের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়েনি বা বাড়ে না।' তবে গবেষকরা জানিয়েছেন, জেনেটিক কারণ, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, পুরোনো শারীরিক অসুস্থতা বা কোভিড-পরবর্তী জটিলতাই হঠাৎ মৃত্যুর মূল কারণ হতে পারে।

গত কয়েক বছরে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে ৪০-৫০ বছর বয়সি বহু তারকার। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্ল (৪০), গায়ক কেকে (৫৩), অভিনেতা পুনীত রাজকুমার (৪৬), নির্মাতা রাজ কৌশল (৫০), কৌতুকশিল্পী রাজু শ্রীবাস্তব (৫৮) প্রমুখ। এই ঘটনাগুলিও জনমানসে টিকার নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ তৈরি করে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক বুধবার জানিয়েছে, 'ভিত্তিহীন দাবি ও গুজব ছড়ালে মানুষ টিকা নিতে ভয় পাবে। অথচ করোনা টিকা লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

দাবি রিপোর্টে

- করোনা টিকার কারণে তরুণদের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়েনি বা বাড়ে না
- জেনেটিক কারণ, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, পুরোনো শারীরিক অসুস্থতা বা কোভিড-পরবর্তী জটিলতাই হঠাৎ মৃত্যুর মূল কারণ
- ২০২৩ সালে দেশের ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৭টি বড় হাসপাতালকে নিয়ে গবেষণা চালায় আইসিএমআর এবং এনসিডিসি

বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হিমাচল, মৃত ৫১

সিমলা, ২ জুলাই : বৃষ্টি থামা দূরের কথা, উত্তরোত্তর তা বাড়ছে। ভয়ংকর বৃষ্টির সঙ্গে হড়পা, ধসে বিপর্যস্ত হিমাচলপ্রদেশ। টানা ১১ দিন ধরে চলা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ৫১ জন মারা গিয়েছেন। ছয় ব্যক্তি নিখোঁজ।

রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তথ্য বলছে, এবারের বৃষ্টিতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ৩৫৬ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। ব্যাহত হয়েছে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ।

মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে ২০ জুন থেকে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারের কাজ চললেও, মৌসম ভবন আগামী ৪৮ ঘণ্টার জন্য হিমাচলপ্রদেশে সতর্কতা জারি রেখেছে। ফলে রাজ্যের বিপদ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

অবিশ্রান্ত বর্ষণে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে পূর্ত ও জলশক্তি দপ্তর। রাজ্যের ১,১৫১টি ট্রান্সফর্মার কাজ করছে না। ১৭১টি জলপ্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত। ঝুঁকি তৈরি হয়েছে জনস্বাস্থ্য ও নিকাশিতে। ৪০৬টি প্রধান ও ছোট রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে জটিল হয়ে পড়েছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ। তার মধ্যেও কর্তৃপক্ষ দিন-রাত কাজ চালিয়ে অত্যাবশ্যক পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবারের বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মান্ডি জেলা।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন বারাণসী। বুধবার পঞ্চগঙ্গা ঘাটে ডুবেছে মন্দিরও।

ধৃত ইনফোসিস কর্মী

বেঙ্গালুরু, ২ জুলাই : ইনফোসিসের এক কর্মী গ্রেপ্তার হলেন। তিনি বেঙ্গালুরু অফিসের সিনিয়ার অ্যাসোসিয়েট নাগেশ স্বপ্নিল মালি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অফিসের শৌচালয়ে মহিলাদের আপত্তিকর ছবি তুলতেন। ছবি তোলার সময় এক মহিলা তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই মহিলা নাগেশ স্বপ্নিলের সন্দেহজনক আচরণ কিছুদিন থেকেই লক্ষ করেছেন। সোমবার ওই কর্মীকে ছবি তুলতে দেখে অ্যালার্ম বেল বাজান। তারপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর মোবাইল বাজেয়াপ্ত করে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

গোত্তা খেয়ে বিমান নামল ২৬ হাজার ফুট

টোকিও, ২ জুলাই : আবার বিমান-বিপত্তি মাঝআকাশে! উড়তে উড়তে আচমকা গোত্তা খেয়ে একেবারে ২৬ হাজার ফুট নীচে!

সোমবার জাপানের একটি যাত্রীবাহী বিমানে এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন যাত্রীরা। চিনের সাংহাই থেকে টোকিওগামী জাপান এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং ৭৩৭ বিমান হঠাৎ মাঝআকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চোখের পলকে প্রায় ২৬,০০০ ফুট নীচে নেমে আসে। এতে আতঙ্কে অনেক যাত্রী তড়িঘড়ি 'উইল' (অন্তিম ইচ্ছাপত্র) লিখে ফেলেন শুধু তা-ই নয়, তাঁরা ব্যাংক কার্ডের পিন ও বিমার তথ্য পাঠিয়ে দেন প্রিয়জনদের কাছে। ঘটনাটি ঘটে ৩০ জুন সন্ধ্যায়, স্থানীয় সময় ৬টা ৫৩ মিনিটে। সাংহাই পুডং বিমানবন্দর থেকে টোকিও নারিতা বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল বিমানটি। এটি ছিল জাপান এয়ারলাইন্স ও

ফের বিপত্তি বোয়িংয়ে

তাদের স্বল্পমূল্যের সহযোগী সংস্থা স্প্রিং জাপানের যৌথ ফ্লাইট। বিমানে মোট ১৯১ জন যাত্রী ছিলেন।

হঠাৎই বিমানটি ৩৬ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে ১০ হাজার ৫০০ ফুট নীচে নেমে আসে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে। ওই সময় যাত্রীদের অক্সিজেন মাস্ক পড়ে যায় এবং চাপমাত্রা হঠাৎ কমে যায় বিমানের। অনেক যাত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।একজন যাত্রী বলেন, 'একটা মৃদু বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম। তারপরই খসে পড়ল অক্সিজেন মাস্ক। কেবিন ক্রু চিৎকার করে বলছিলেন মাস্ক পরে নিতে—বিমানে সমস্যা দেখা দিয়েছে।' অনেকে তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ মাস্ক পড়ে যেতেই চোখ খুলে ভয় পেয়ে যান। আতঙ্কে কেউ কেউ তাঁদের উইল লিখতে শুরু করেন এবং আত্মীয়দের ফোন করে ব্যাংক ও বিমার তথ্য পাঠিয়ে দেন।

দ্রুত 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেই বিমানটি ওসাকার কানসাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে নামিয়ে আনেন চালক। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ কারণ খোঁজার চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি পাইলটের ভুল? নাকি অন্য কোনও সমস্যা? ২ সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও ঠিক কী কারণে আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৭১ ভেঙে পড়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট হল না। প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট ১১ জুলাইয়ের মধ্যে সামনে আসতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এই অবস্থায় আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার মুহূর্তের পুনর্নির্মাণ করে বিপর্যয়ের কারণ খোঁজার একটি চেষ্টা করেছেন তদন্তকারীরা। অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারের অন্তিম মুহূর্তের পরিস্থিতি আন্দাজ করার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার তিনজন শিক্ষানবিশ পাইলটকে বেছে নেওয়া হয়। একটি সিমুলেটেড ফ্লাইটে কাজটি করা হয়।

শিক্ষানবিশ পাইলটরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের বৈদ্যুতিক ত্রুটি অনুকরণ করেন। যে পরিস্থিতিতে এআই-১৭১-এর দুটি ইঞ্জিন কাজ করা বন্ধ করে

এয়ার ইন্ডিয়া

দিয়েছিল, পরীক্ষামূলকভাবে তেমন পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেটা হয়নি। ককপিটের জ্বালানি সংক্রান্ত সুইচগুলিও পরীক্ষা করে দেখা হয়। দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণে বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার, উইং ফ্ল্যাপ ঠিকমতো কাজ করেছিল কি না তাও পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তদন্তে দেখা যায় শুধুমাত্র ওই কারণগুলির জন্য দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে না কোনও বিমান। ঘটনা হচ্ছে, এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো বা এএআইবি যে তদন্ত করছে তারা অবশ্য দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেনি। ব্ল্যাকবক্সের তথ্যও উদ্ধার করার কাজ চলছে।

তবে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণের পাশাপাশি বাকি সমস্ত সম্ভাব্য কারণই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সিমুলেটর ফ্লাইটে সম্ভাব্য কারণগুলি প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, এআই-১৭১-এর ল্যান্ডিং গিয়ার যেহেতু ঠিকমতো কাজ করছিল না এবং বিমানের ডানাতেও সমস্যা ছিল, তাই সেটি টেক অফের পর আর ওপরে উঠতে পারেনি।

কাঠগড়ায় কি এবার কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারি মামলায় সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং তাঁর ছেলে তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে আগেই কাঠগড়ায় তুলেছিল ইডি। এবার এই মামলায় কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করার চিন্তাভাবনা চলছে তদন্তকারীদের মধ্যে। বুধবার দিল্লির একটি আদালতে তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু। তিনি বলেন, 'আমি এআইসিসিকে অপর অভিযুক্ত হিসেবে রাখিনি ঠিকই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করার কোনও অধিকার আমার নেই। আমরা যদি পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ পাই তাহলে কংগ্রেসকেও অভিযুক্ত করতে পারি।'

এদিন ইডি অভিযোগ করে, সোনিয়া ও রাহুলের তরফে কংগ্রেস ন্যাশনাল হেরাল্ডের প্রকাশক সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের (এজেএল) ২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি দখল করতে চেয়েছিল। এএসজি বলেন, 'এজেএল মোটেই লাভের মুখ দেখছিল না। কিন্তু তাদের সম্পত্তির পরিমাণ ২ হাজার কোটি টাকা। তাদের পক্ষে দৈনন্দিন কাজ চালানোই মুশকিল হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে তারা কংগ্রেসের থেকে ৯০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল।' তিনি বলেন, 'কংগ্রেস এই সংস্থাটির দখল নিতে চেয়েছিল। ৯০ কোটি টাকা ঋণের বিনিময়ে ২ হাজার কোটি টাকা সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ষড়যন্ত্র করে ইয়ং ইন্ডিয়া নামে সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল। সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধি এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছিলেন।'

ট্রাম্পের হুমকিতে ভীত নই : মামদানি

ওয়াশিংটন, ২ জুলাই : নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রপ্রার্থী ডেমোক্র্যাট জোহরান মামদানিকে গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়েছেন, নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হয়ে মামদানি ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তাদের কাজে বাধা দিলে মামদানিকে গ্রেপ্তার করা হবে। ট্রাম্পের কথায় একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মামদানি বলেছেন, 'আমি ভয় পাওয়ার ছেলে নই।' মঙ্গলবার সরকারিভাবে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রপ্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষিত হয়েছে অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি ও চলচ্চিত্রকার মীরা নায়ারের পুত্র জোহরান মামদানির নাম। মেয়র নির্বাচন নভেম্বরে।

মামদানিকে 'কমিউনিস্ট পাগল' বলে অভিহীত করে ট্রাম্প তাঁর হাত থেকে নিউ ইয়র্কবাসীকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'আমি নিউ ইয়র্ক শহরকে বাঁচাব। আরও দুর্দান্ত করে তুলব।'

মামদানি ট্রাম্প সরকারের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ(আইসিই) অভিযানের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর আচমকা উত্থানে শঙ্কিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মামদানির মার্কিন নাগরিত্ব নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা বিষয়টা খুব সতর্কভাবে দেখছি।অনেকেই বলছেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রচুর মানুষ অবৈধভাবে রয়েছেন।'

প্রেসিডেন্টের সন্দেহকে উড়িয়ে দিয়ে জোহরান জানিয়েছেন, ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে আইনগতভাবেই উগান্ডা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তিনি। সেটা ১৯৯৮ সাল। তখন তাঁর বয়স সাত।

'প্রেসিডেন্টের কথায় গণতন্ত্র বিপন্ন'

মামদানি বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট আমাকে গ্রেপ্তার করে, আমার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে, ডিটেনশন ক্যাম্পে আমাকে আটকে রেখে নির্বাসনের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। আমি কিন্তু কোনও আইন ভাঙিনি। আমি ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-র ভয়ের রাজত্ব থেকে শহরবাসীকে রক্ষা করতে চাই। প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা শুধু গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ নয়, বরং নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য বার্তা। আপনি প্রতিবাদ করলেই টার্গেট হয়ে যাবেন।'

গাজায় সংঘর্ষ বন্ধে রাজি ইজরায়েল

ওয়াশিংটন, ২ জুলাই : ভারত-পাকিস্তান, ইজরায়েল-ইরানের পর আরও একটি সংঘাতে রাশ টানার 'কৃতিত্ব দাবি' করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার তিনি জানিয়েছেন, গাজায় ৬০ দিনের জন্য সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইজরায়েল। তবে এ ব্যাপারে গাজায় সক্রিয় প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সম্মতি যে মেলেনি, ট্রাম্পের কথায় সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট। গাজায় সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করতে হামাসকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, '৬০ দিনের সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইজরায়েল। এই সময়ের মধ্যে গাজায় স্থায়ী শান্তি ফেরানোর চেষ্টা করব আমরা। তবে হামাস যদি সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি না হয়, তাহলে ওদের কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে।' আমেরিকা ছাড়াও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাতার ও মিশর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন, 'গাজা নিয়ে আজ আমার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ইজরায়েলি আধিকারিকদের দীর্ঘ এবং ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। ৬০ দিনের সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করার শর্তগুলি মানতে ইজরায়েল রাজি হয়েছে। আমরা সংঘাত বন্ধের চেষ্টা করছি। কাতারি এবং মিশরীয়রা সংঘর্ষ বিরতির মূল প্রস্তাবটি পেশ করবেন। আমার আশা, মধ্যপ্রাচ্যের মঙ্গলের জন্য হামাস চুক্তিটি গ্রহণ করবে। কারণ, এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। বরং আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ বিরতির পর গাজায় অনেকটাই কোণঠাসা হামাস। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে ইরান

দাবি ট্রাম্পের

যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে দেশটির পক্ষে আপাতত হামাস, হুতি বা হিজবুল্লাকে সমর্থন এবং সহায়তা জারি রাখা কঠিন। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের পর এবার গাজায় পূর্ণশক্তি নিয়োগের সুযোগ পাবে ইজরায়েল। সেক্ষেত্রে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে আরও রক্তপাতের সম্ভাবনা। গত কয়েক সপ্তাহে ইজরায়েলি সেনার গুলিতে ২০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। চলতি সংঘাতে প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যুর সংখ্যা ৫৪ হাজারের গণ্ডি টপকে গিয়েছে।

বঙ্গে মনরেগা, সিদ্ধান্ত ঝুলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির দুই দিনব্যাপী বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের ১০০ দিনের কাজ (মনরেগা) প্রকল্প পুনরায় চালু করার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হল না। যদিও কমিটি স্বীকার করেছে, গত তিন বছরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে এই প্রকল্পের আওতায় কোনও অর্থ দেয়নি। বৈঠকের প্রথম দিনে মনরেগা সংক্রান্ত একটি বিশদ প্রতিবেদন পেশ করা হয়, যাতে রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, বিগত তিন বছরে কেন্দ্র কোনও অর্থ না দেওয়ায় রাজ্য থেকে কোনও তথ্যও পাওয়া যায়নি।

কমিটির চেয়ারম্যান ও কংগ্রেস সাংসদ সপ্তগিরি শঙ্কর উল্কা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সাংসদ উপস্থিত ছিলেন না। বিজেপিরও অধিকাংশ সদস্য বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছিল অভিনেতা প্রকাশ রাজ ও সমাজকর্মী মেধা পাটেকরকে। তবে বিজেপি সাংসদরা তাঁদের কথা না শুনেই হইচই শুরু করে দেন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রকাশ রাজ এবং মেধা পাটেকর তাঁদের বক্তব্য না রেখেই সভা থেকে ওয়াকআউট করেন।

মানবীয় ভূগোল
জনসংখ্যা ও জনবসতি

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

জনসংখ্যা (Population)

● মানব সম্পদ - মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা প্রভৃতিকে একত্রে মানব সম্পদ বলা হয়। যেমন - শিক্ষকের শিক্ষাদান।

● আদমশুমারি - প্রতি ১০ বছর অন্তর জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে আদমশুমারি বা জনগণনা বলে। ভারতের প্রথম আদমশুমারি শুরু হয় ১৮৭২ সালে। প্রথম সম্পূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত আদমশুমারি কার্যকরী হয় ১৮৮১ সালে।

● জনসংখ্যা - একই প্রজাতিভুক্ত সমস্ত জীবের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একত্রিতভাবে সমাবেশ হওয়াকে জনসংখ্যা বলে। একনজরে ভারতের জনসংখ্যা (২০১১) - জনসংখ্যা - প্রায় ১২১ কোটির বেশি। জনঘনত্ব - ৩৮২ জন/বর্গকিমি।

● জনঘনত্ব - কোনও দেশ বা অঞ্চলের মোট ভূমি ও মোট লোকসংখ্যার পরিমাণগত সম্পর্ক বা অনুপাত। কোনও অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং সেই অঞ্চলের ভূমির মোট আয়তনের অনুপাত হল জনঘনত্ব। অর্থাৎ কোনও দেশে প্রতি বর্গকিমিতে যতজন মানুষ বাস করে তাকে ওই অঞ্চলের জনঘনত্ব বলে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিমিতে ৩৮২ জন। অর্থাৎ জনঘনত্বের ধারণাটি পরিমাণগত ও দ্বিমাত্রিক ধারণা।

● ভারতের জনসংখ্যা বণ্টন - ভারতে জনসংখ্যার বণ্টন খুবই অসম। গঙ্গা উপত্যকা ও উপকূলীয় অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ কিন্তু হিমালয় ও মরু অঞ্চল বিরলবসতিপূর্ণ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, কেরল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি ভারতে উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এখানকার ভূমি ও মাটি জনবসতির পক্ষে অনুকূল। অন্যদিকে, হিমালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, রাজস্থান মরুভূমি ও মধ্যভারতের কিছু অঞ্চল নিম্ন ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ বসবাসের পক্ষে প্রতিকূল।

● লিঙ্গভিত্তিক জনগঠন - প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যাকে লিঙ্গ অনুপাত বোঝায়। যেমন বর্তমানে (২০১১) ভারতে লিঙ্গ অনুপাত - ৯৪০ নারী/১০০০ পুরুষ। কেরলে লিঙ্গ অনুপাত সর্বোচ্চ এবং পঞ্জাবে সর্বনিম্ন।

● প্রজনন - কোনও অঞ্চলের নারীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে প্রজনন বলে। প্রজনন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। উন্নত দেশগুলিতে প্রজনন হার কম হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রজনন হার খুব বেশি।

● মরণশীলতা - কোনও অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে যে কোনও কারণে যত সংখ্যক মানুষ মারা যায়, তাকে মরণশীলতা বলা হয়।

● জনস্বল্পতা - কোনও দেশ বা অঞ্চলে জনসংখ্যা সম্পদের তুলনায় কম হলে তাকে জনস্বল্পতা বলে।

● জনাকীর্ণতা - কোনও দেশ বা অঞ্চলে জনসংখ্যা সম্পদের তুলনায় বেশি হলে তাকে জনাকীর্ণতা বলে। যেমন - সামগ্রিকভাবে ভারতের জনসংখ্যা। উল্লেখ্য, কোনও জন্মের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়াকে বেবি বুম বলে।

● শূন্য জনসংখ্যা - যদি জন্মহার এবং মৃত্যুহার সমান হয়, সেক্ষেত্রে জনসংখ্যার কোনও বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। একে শূন্য বা স্থির বা সুস্থিত জনসংখ্যা বলে। বাস্তবে এই প্রকার জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখা যায় না।

● জনসংখ্যার ঋণাত্মক বৃদ্ধি - কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার কমে গেলে কিংবা ওই স্থানের মানুষ অধিক সংখ্যায় অন্যত্র গমন করলে তাকে জনসংখ্যার ঋণাত্মক বৃদ্ধি বলে। যেমন- জাপান, জার্মানির মতো অতি উন্নত দেশসমূহে ঋণাত্মক জনসংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। সন্তানগ্রহণে অনিচ্ছা এর অন্যতম কারণ। ঋণাত্মক জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনও দেশের পক্ষে কাম্য নয়।

● জন অভিক্ষেপ - কোনও দেশের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জনসংখ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ পূর্বাভাসকে জনসংখ্যার অভিক্ষেপ বলে। জনসংখ্যাতত্ত্ববিদদের মতে, পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেখানে পৌঁছোবে তাকে জনবিস্ফোরণ বলা যায়। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যা ১১০০ কোটি অতিক্রম করবে।

● মানুষ-জমি অনুপাত - কোনও দেশ বা অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার সঙ্গে কার্যকর জমির অনুপাতকে মানুষ-জমি অনুপাত বলা হয়। এই ধারণাটি গুণগত। মানুষ-জমি অনুপাত থেকে জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

● কাম্য জনসংখ্যা - কোনও অঞ্চলে প্রাপ্ত সম্পদের অনুপাতে গড়ে ওঠা আদর্শ জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। এটি কোনও দেশ বা অঞ্চলের কার্যকর জমির অনুপাতে গড়ে ওঠে।

● জনসংখ্যার বিস্ফোরণ - কোনও অঞ্চলে জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার দ্রুত কমে গেলে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়। লভ্য সম্পদের তুলনায় এই জনসংখ্যা খুব বেশি হলে জনসংখ্যার এরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বলে। ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে চিকিৎসার উন্নতির জন্য মৃত্যুহার হ্রাস পায়, কিন্তু জন্মহার ক্রমবর্ধমান থাকায় ১৯৫১-'৮১ খ্রিস্টাব্দে জনবিস্ফোরণ ঘটে। ১৯২১ সালকে ভারতের 'জনসংখ্যার বিভাজন বর্ষ' বলা হয়। এরপর থেকে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে শুরু করে।

● বয়স-লিঙ্গ অনুপাত - বয়স অনুসারে নারী-পুরুষের গঠন বিন্যাসের চিত্রায়ন বা উপস্থাপন পদ্ধতিকে বলে বয়স-লিঙ্গ অনুপাত। এর মধ্যে উল্লেখ্য, তরুণ ও মধ্যবয়স্ক জনসংখ্যা যা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সম্পদে পরিণত করা যায়, তাকে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বলে।

উচ্চমাধ্যমিক ভূগোল

প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

■ মানবীয় ভূগোলের মূল বিষয়গুলি হল - জনসংখ্যা, জনবসতি, অর্থনৈতিক কার্যাবলি (যেমন কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্য) এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন। মানব ভূগোলের মূল দুটি বিষয় হল : জনসংখ্যা ও জনবসতি

■ বিষয়বোধ ও আসন্ন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ের কিছু পয়েন্ট দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলোচনা করা হল

■ পরবর্তী সংখ্যায় এই অধ্যায়ের বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হবে

● জনসংখ্যা বণ্টনের নিয়ন্ত্রক - (ক) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রক - ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, জলসম্পদ, মৃত্তিকা প্রভৃতি। তাই সমতল ও নদী অববাহিকা অঞ্চল বেশি ঘনবসতিপূর্ণ। (খ) মানবিক নিয়ন্ত্রক - শিল্প, পরিবহণ, প্রশাসনিক সুবিধা ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা প্রভৃতি।

● জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ - উচ্চ জন্মহার, কম মৃত্যুহার ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, অভিবাসন ইত্যাদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ। এর মধ্যে অশিক্ষা, অল্প বয়সে বিবাহ ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি সামাজিক কারণ এবং দারিদ্র্য ও কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা প্রধান অর্থনৈতিক কারণ। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত জনসংখ্যা খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে চাপ সৃষ্টি করে। এটি বর্তমানে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে সূচিত হয়েছে।

● ভারতের পরিবার পরিকল্পনা নীতি - ভারত ১৯৫১ সালে বিশ্বে প্রথম পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই নীতির উদ্দেশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা হলেও সম্ভব হয়েছে।

● ভারতের গ্রামীণ ও নগর জনসংখ্যা - শিল্প ও পরিষেবা খাতে কাজের জন্য শহরমুখী অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নগর অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ছে। অন্যদিকে, গ্রামে জনসংখ্যা বেশি হলেও শহরে জনঘনত্ব বেশি। শহরে সুযোগসুবিধা বেশি থাকায় অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ঘটে।

● ট্রান্সহিউম্যান্স - পশুপালক যাযাবরদের ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজনকে ট্রান্স হিউম্যান্স বলে।

● মেধাপ্রবাহ (Brain Drain) - উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ থেকে বুদ্ধিজীবী, শীর্ষব্যবস্থাপক, গবেষক, ডাক্তার, বিজ্ঞানী প্রমুখ মানুষের উন্নত দেশে দীর্ঘদিনের জন্য স্থানান্তরকে মেধাপ্রবাহ বলে।

● পুশ ফ্যাক্টর - উন্নয়নশীল ও অনুন্নত অঞ্চলে বা দেশে কর্মের সুযোগের অভাবে গ্রাম থেকে শহরে মানুষের গমনকে পুশ ফ্যাক্টর বলে।

● মেধা আগমন (Brain Gain) - অনুন্নত ও উন্নয়নশীল অঞ্চল বা দেশ থেকে উন্নত দেশে অধিক মেধার আগমন বা স্থানান্তরকে মেধা আগমন বলে।

● পুল ফ্যাক্টর - কাজের সুযোগ, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতির কারণে শহরে মানুষের আগমনকে পুল ফ্যাক্টর বলে। যেমন - সারা বাংলার মানুষ কলকাতায় গমন করে।

● পরিব্রাজন (Migration) - কোনও অঞ্চল থেকে লোকসংখ্যা বসবাসের উদ্দেশ্যে বাইরে চলে যাওয়াকে দেশত্যাগ (Emigration) এবং বাইরে থেকে মূলত বসবাসের উদ্দেশ্যে লোকসংখ্যার আগমন ঘটলে তাকে অভিবাসন (Immigration) বলে। উভয়ের মিলিত ঘটনাকে একত্রে পরিব্রাজন (Migration) বলে।

● প্রব্রজন – মূলত স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে মানুষের গমনই হল প্রব্রজন। কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে দূরে বা নিকটে গমন করলে তাকে প্রব্রজন বলা হয়। দেখা যায়, অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলের দিকে পুরুষ প্রব্রজনের হারই বেশি। যেমন - ঋতুগত শ্রমিক, উচ্চ বিদ্যালাভের জন্য বাইরে যাওয়া, চাকরি সূত্রে যাওয়া প্রভৃতি।

● নিট প্রব্রজন - কোনও একটি অঞ্চলের অন্তঃপ্রব্রজন ও বহিঃপ্রব্রজনের জনসংখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য, তাকে নিট প্রব্রজন বলে। জনগণনার ক্ষেত্রে এই নিট প্রব্রজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *(চলবে)*

তড়িৎ বিশ্লেষণের খুঁটিনাটি

সুদেষ্ণা রায়, *শিক্ষক*
ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

❑ বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রশ্নমান ১)

১) তড়িৎ বিশ্লেষণ-এর সময়
ক) উভয় তড়িদ্দ্বারে বিজারণ ঘটে
খ) উভয় তড়িদ্দ্বারে জারণ ঘটে
গ) ক্যাথোডে বিজারণ এবং অ্যানোডে জারণ ঘটে
ঘ) ক্যাথোডে জারণ এবং অ্যানোডে বিজারণ ঘটে
উত্তর : গ)

২) তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণ সংক্রান্ত কোন তথ্যটি সঠিক?
ক) কেবল ভৌত পরিবর্তন ঘটে
খ) যে কোনও অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করে
গ) ইলেক্ট্রন দ্বারা তড়িৎ পরিবাহিত হয়
ঘ) উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সাধারণত রোধ কমে
উত্তর : ঘ)

৩) একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হল
ক) কাঠ
খ) পলিথিন
গ) কাচ
ঘ) গলিত খাদ্য লবণ
উত্তর : ঘ)

৪) যে পাত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তা হল
ক) ভোল্টামিটার
খ) গ্যালভানোমিটার
গ) পোটেনশিয়মিটার
ঘ) ভোল্টমিটার
উত্তর : ক)

৫) লোহার ওপর দস্তার প্রলেপ দিতে ক্যাথোড রূপে ব্যবহৃত হয়
ক) তামার পাত
খ) দস্তারপাত
গ) লোহার পাত
ঘ) গ্রাফাইট পাত
উত্তর : গ)

❑ শূন্যস্থান পূরণ কর : (প্রশ্নমান ১)

১) অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ______ তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ।
উত্তর : মৃদু।

২)________ ধাতুগুলিকে তাদের যৌগ থেকে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। উত্তর : সক্রিয়।

৩) বিশুদ্ধ জল তড়িৎ এর ______।
উত্তর : কুপরিবাহী।

৪) ধাতুর তড়িৎ নিষ্কাশনে ক্যাথোডে ____ মুক্ত হয়।
উত্তর : ধাতু।

৫) তড়িৎ বিশ্লেষণে ________ প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। উত্তর : সমতড়িৎ।

❑ সত্য বা মিথ্যা লেখ। (প্রশ্নমান ১)

ক) মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের জলীয় দ্রবণে পূর্ণ বিয়োজন ঘটে।
উত্তর : মিথ্যা।

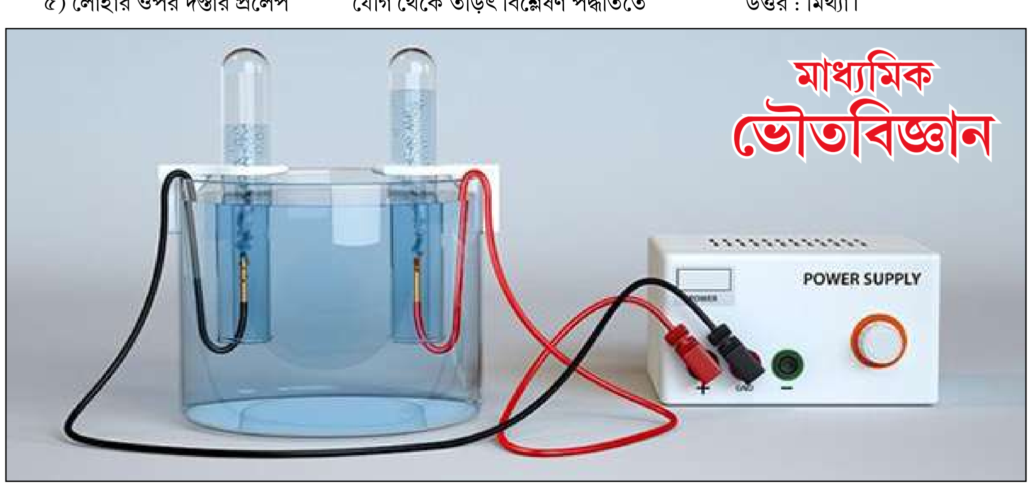

খ) সব মৌলিক পদার্থই তড়িৎ বিশ্লেষ্য।
উত্তর : মিথ্যা।

গ) ধাতুর তড়িৎ বিশোধনে অ্যানোডের ভর কমে যায়।
উত্তর : সত্য।

ঘ) বিশুদ্ধ জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের জন্য সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো হয়।
উত্তর : সত্য।

ঙ) অ্যানোড মাড থেকে তামা ধাতু পাওয়া যায় । উত্তর : মিথ্যা।

❑ নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রশ্নমান ১)

ক) একটি ক্ষারীয় দ্রবণের নাম লেখো যা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য।
উত্তর : অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

খ) ইলেক্ট্রোপ্লেটিং-এর জন্য ক্যাথোড হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়?
উত্তর : যার উপরে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হবে।

গ) তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত করা হয় এমন একটি ধাতুর নাম লেখো।
উত্তর : অ্যালুমিনিয়াম।

ঘ) তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
উত্তর : তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে।

ঙ) অ্যানায়নগুলি কোন তড়িদ্দ্বারে ইলেক্ট্রন ত্যাগ করে?
উত্তর : অ্যানোড।

উচ্চমাধ্যমিকে পদার্থবিদ্যায় প্রস্তুতির পরামর্শ

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

ইউনিট-২

এখানে দুটি অধ্যায় আছে – 'তড়িৎপ্রবাহ ও ওহমের সূত্র' এবং 'কার্শফের সূত্রাবলি ও তার প্রয়োগ'। প্রথম অধ্যায়টি থেকে ধাতব পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িদাধানের প্রবাহ, তাড়না বেগ, সচলতা, ওহমের সূত্র ও তার প্রয়োগ, রোধ ও রোধের সমবায় (শ্রেণি সমবায়, সমান্তরাল সমবায় ও মিশ্র সমবায়), রোধাঙ্ক ও পরিবাহিতাঙ্ক, তড়িৎ কোশের অভ্যন্তরীণ রোধ, তড়িৎচালক বল ও বিভবপ্রভেদ, তড়িৎ কোষের শ্রেণি সমবায়, সমান্তরাল সমবায় এবং মিশ্র সমবায় টপিকগুলোর কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার করতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি থেকে কার্শফের সূত্রাবলি পড়তে হবে এবং কীভাবে কার্শফের প্রথম সূত্র (KCL) ও কার্শফের দ্বিতীয় সূত্র (KVL) প্রয়োগ করে তড়িৎবর্তনীতে বিভিন্ন শাখায় তড়িৎপ্রবাহ নির্ণয় করতে হয় তা শিখে নিতে হবে। এছাড়াও সিলেবাসের অন্তর্গত Device portion, যেমন- হুইটস্টোন ব্রিজ, পোটেনশিওমিটারের নীতি ও তার প্রয়োগ, মিটার ব্রিজ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। এগুলিও ভালোভাবে বুঝে নিয়ে পড়ে নেবে।

ইউনিট-৩

এই ইউনিটের অন্তর্গত অধ্যায় দুটি হল 'গতিশীল আধান ও চৌম্বক ক্ষেত্র' এবং 'চৌম্বকত্ব ও চৌম্বক পদার্থ'। 'গতিশীল আধান ও চৌম্বক ক্ষেত্র' অধ্যায়টি থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের ধারণা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। এর সঙ্গে বায়ো-সাভার্ট সূত্র, অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথের সূত্র, সূত্র দুটির প্রয়োগ কীভাবে করতে হয় তা ভালোভাবে রপ্ত করে নেবে। লরেঞ্জ বল, সাইক্লোট্রন কম্পাঙ্কের রাশিমালা পড়ে নেবে। সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎবাহী পরিবাহীর ওপর ক্রিয়াশীল বল, দুটি সমান্তরাল তড়িৎবাহী পরিবাহীর মধ্যে ক্রিয়াশীল বল, সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎবাহী প্রবাহ কুণ্ডলীর ওপর ক্রিয়াশীল টর্ক– এই টপিকগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। এছাড়াও সিলেবাসের অন্তর্গত Device portion, যেমন- চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার, অ্যামমিটার ও ভোল্টমিটার এই অধ্যায়ে আছে। এই Device গুলো সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টা করবে। 'চৌম্বকত্ব ও চৌম্বক পদার্থ' অধ্যায়টি থেকে চৌম্বক-দ্বিমেরু ও চৌম্বক-দ্বিমেরু ভ্রামক, ঘূর্ণায়মান একটি ইলেক্ট্রনের চৌম্বক-দ্বিমেরু ভ্রামক, চৌম্বক দ্বিমেরুর জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র, সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে চৌম্বক দ্বিমেরুর ওপর প্রযুক্ত টর্ক, চৌম্বক বলরেখা, পদার্থের চৌম্বক ধর্ম, হিস্টেরিসিস, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র, তড়িৎচুম্বক এবং তিরশ্চৌম্বক, পরাচৌম্বক ও অয়শ্চৌম্বক পদার্থের সমস্ত খুঁটিনাটি খুব ভালোভাবে পড়তে হবে।

ইউনিট-৪

এখানে 'তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ' ও 'পরিবর্তী প্রবাহ'– এই দুটো অধ্যায়ের কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার থাকা চাই। এই দুটো অধ্যায়ের অন্তর্গত সমস্ত টপিক ও সাব-টপিকগুলো ভালোভাবে পড়ে নিলে এই ইউনিট থেকে ৮টি MCQ-ই করতে পারবে। 'তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ' অধ্যায় থেকে চৌম্বক প্রবাহ, ফ্যারাডের সূত্রাবলি, আবিষ্ট তড়িৎচালক বল ও প্রবাহমাত্রা, লেঞ্জের সূত্র, ঘূর্ণি প্রবাহ, স্বাবেশাঙ্ক ও পারস্পরিক আবেশাঙ্ক পড়তে হবে। 'পরিবর্তী প্রবাহ' থেকে পরিবর্তী প্রবাহের শীর্ষমান, গড় মান ও গড় বর্গের বর্গমূল মান, প্রতিঘাত ও প্রতিবাধা, শুধুমাত্র রোধযুক্ত বর্তনী, আবেশযুক্ত বর্তনী, ধারকযুক্ত বর্তনী, L-R বর্তনী, C-R বর্তনী, L-C-R শ্রেণি বর্তনী, অনুনাদ, L-C স্পন্দক, AC বর্তনীতে ক্ষমতা, ওয়াটবিহীন প্রবাহ, AC জেনারেটর ও ট্রান্সফর্মার– এগুলো পাঠ্যবই থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে।

ইউনিট-৫

এই ইউনিটে আছে 'তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ'। এখান থেকে সরণ প্রবাহ, তড়িৎচুম্বকত্বের মূল সমীকরণসমূহ, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালি পড়তে হবে। এই পাঁচটি ইউনিটের অন্তর্গত সবগুলো টপিকের প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রসমূহ একটি খাতায় অধ্যায় ধরে ধরে লিখে রাখবে এবং মাঝে মাঝে সেগুলোতে চোখ বুলাবে। বিভিন্ন গাণিতিক ফর্মুলাগুলো কীভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে হয় সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রপ্ত করে নিতে হবে। প্রতিটি ইউনিট শেষে বেশি বেশি করে MCQ-এর ওপর OMR শিটে মক টেস্ট দিতে হবে। পাঠ্যবই বেশি করে পড়বে। একটি পাঠ্যবই পড়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলে একাধিক পাঠ্যবই পড়তে পারো।

পরিশেষে বলব, WBCHSE কর্তৃক প্রদত্ত ফিজিক্সের নতুন পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা পদ্ধতির দিকে লক্ষ রেখে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে WBJEE, JEE (Main), JEE (Advanced), NEET, AIPMT, AFMC, VIT, KIT, BIT, CUET সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোর জন্যও তোমাদের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মুখস্থ না করে যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ফিজিক্সের MCQ-এর সঠিক উত্তর দেওয়ার আসল চাবিকাঠি। সিমেস্টার-৩-এ MCQ পরীক্ষার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেবে ও নিজের ওপর আস্থা রাখবে, দেখবে পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করবে।

শেক্সপিয়রের নাট্যজগতে জীবনবোধের প্রতিফলন

অজন্তা বসাক, *শিক্ষক*
সেন্ট পলস স্কুল, জলপাইগুড়ি

একাদশ শ্রেণি ইংরেজি

একাদশ শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের প্রথম সিমেস্টারে সহায়ক পাঠ্যবই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে Rapid Reader, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে শেক্সপিয়রের তিনটি নাটক-Macbeth, Othello এবং As You Like It সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। এই নাটকগুলো পূর্ণাঙ্গ রচনার রূপে নয়, বরং সরলীকৃত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পাঠ্য করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে নাটকের মূল ভাব, চরিত্র, কাহিনী ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে।

এই Rapid Reader অংশটি তোমাদের প্রথম সিমেস্টার পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোট ৪০ নম্বরের মধ্যে Rapid Reader থেকে থাকবে ১০টি Multiple Choice Questions (MCQ)।

কিন্তু শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, শেক্সপিয়রকে পড়ার গুরুত্ব এর চেয়ে অনেক গভীর। তিনি এমন একজন নাট্যকার যাঁর রচনার মাধ্যমে আমরা মানব জীবনের আলো-অন্ধকার, শক্তি-দুর্বলতা, প্রেম-ঘৃণা, ক্ষমা-প্রতিশোধের গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক চিত্র দেখতে পাই। শেক্সপিয়রের লেখা কেবল সাহিত্য নয়, তা মানব জীবনের আয়না।

Macbeth শুধু একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের গল্প নয়, বরং এক মানবিক দুর্বলতা ও আত্মধ্বংসের অন্তর্জগতে প্রবেশ। ট্র্যাজেডির মূল ধারণাটি এখানে স্পষ্ট-নায়ক বড় সাহসী, গুণবান; কিন্তু তার ভেতরের একটি মারাত্মক ত্রুটি (hamartia)-এক্ষেত্রে 'অবিবেচনাপ্রসূত উচ্চাকাঙ্ক্ষা'-তাকে ধ্বংস করে।

ম্যাকবেথ মূলত ভাগ্যবান হলেও ভবিষ্যদ্বাণী ও স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথের প্ররোচনায় সে নৈতিক বিচ্যুতির পথে এগিয়ে যায়। সে জানে সে যা করছে তা ভুল, তবুও করে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বই ট্র্যাজেডিকে গভীরতা দেয়। এখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অপরাধবোধ, ক্ষমতার লোভ নাটককে বিশ্লেষণের উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক স্তরে নিয়ে যায়।

Othello-ও একটি ট্র্যাজেডি, তবে এখানে ট্র্যাজেডির কেন্দ্রবিন্দু হল 'সন্দেহ ও ভুল বিশ্বাস'। ওথেলো, একজন বর্ণবৈচিত্র্যে ভিন্ন নায়ক, যিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসার কাছে সঁপে দেন। কিন্তু এখানে ইয়াগো নামক শেক্সপিয়রের শ্রেষ্ঠ খলনায়কের প্রভাবে, সে নিজেকে বিশ্বাস হারানো এক আত্মঘাতী চরিত্রে পরিণত করে। এই নাটকে কোনও অতিপ্রাকৃত উপাদান নেই, নেই ভবিষ্যদ্বাণীর মতো বাহ্যিক চালক; বরং ঈর্ষা, বর্ণবিদ্বেষ, মানসিক চাতুর্য ও প্রতারণা ট্র্যাজেডির ভিত্তি। ওথেলোর দোষ হল তার অতিরিক্ত সরলতা ও অপরের কথায় বিশ্বাস করা। শেক্সপিয়র এখানে দাম্পত্য সম্পর্কের ভঙ্গুরতা, প্রেমে অন্ধত্ব এবং সন্দেহের বিধ্বংসী শক্তিকে মর্মান্তিক বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি আমাদের শেখায় কীভাবে মানুষ নিজের দুর্বলতায় পরাজিত হয়, আর কমেডি শেখায় কীভাবে মানুষ ভুল করে আবার তা থেকে নবসূচনা করতে পারে। একদিকে যেমন ট্র্যাজেডি পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে, অন্যদিকে কমেডি জীবনের হালকা রূপের মধ্যেও মানবিক সত্য প্রকাশ করে।

As You Like It একটি রোমান্টিক কৌতুকনাট্য হলেও এর গভীরে রয়েছে আত্মপরিবর্তন ও মুক্তির এক অন্তরধারা। শহরের কঠিন জীবন ছেড়ে চরিত্ররা বনাঞ্চলে আশ্রয় নেয়, যেখানে ছদ্মবেশ, ভুল পরিচয় ও প্রেমের নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের নতুনভাবে আবিষ্কার করে।

রোজালিন, নাটকের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র, শুধুই প্রেমিকা নন-তিনি বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী। ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি প্রেমিকের মন বুঝতে চেষ্টা করেন এবং একই সঙ্গে নিজের চিন্তা ও স্বাধীনতাও প্রকাশ করেন।

এই নাটকের হাস্যরস গড়ে ওঠে পরিচয় গুলিয়ে যাওয়া, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি ও মানবিক দুর্বলতা নিয়ে, কিন্তু তার প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত এক ধরনের অভ্যন্তরীণ রূপান্তরে-যেখানে চরিত্ররা পুরোনো জট থেকে বেরিয়ে আসে, ভুল ভাঙে এবং নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে। নাটকের শেষে সবাই মিলিত হয়, প্রেম পরিণয়ে পৌঁছায় এবং যারা বিভ্রান্ত ছিল তারা নিজের অবস্থানকে নতুন চোখে দেখে। এই মিলন ও উপলব্ধিই শেক্সপিয়রের কমেডিকে শুধু বিনোদনের নয়, জীবনবোধের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন করে তোলে।

শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি আমাদের শেখায় কীভাবে মানুষ নিজের দুর্বলতায় পরাজিত হয়, আর কমেডি শেখায় কীভাবে মানুষ ভুল করে আবার তা থেকে নবসূচনা করতে পারে। একদিকে যেমন ট্র্যাজেডি পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে, অন্যদিকে কমেডি জীবনের হালকা রূপের মধ্যেও মানবিক সত্য প্রকাশ করে। এই দুই ধারার পারস্পরিক বিপরীত অবস্থানই শেক্সপিয়রের সাহিত্যিক কৃতিত্বকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

"Tragedy is the fall from greatness; comedy is the rise to harmony."

এই দুই নাট্যধারা আমাদের একসঙ্গে শেখায় কাঁদতে এবং হাসতে, ভাবতে এবং উপলব্ধি করতে-শেক্সপিয়রের নাট্যশিল্প তাই চিরন্তন।

হাউজিং ফর অল প্রকল্পে ভোগান্তি, মাল থানায় অভিযোগকারী

ঘর দেওয়ার নামে প্রতারণা

অভিষেক ঘোষ

ঘটনাক্রম

- ২০১৯ সালে হাউজিং ফর অল প্রকল্পে একটি সরকারি ঘর আসে কুমারপাড়ার বাসিন্দা দীপক রামের নামে
- এরপর সেই এলাকারই ঠিকাদার অজয় প্রসাদ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন
- কাজ শুরুর আগে অজয়কে পাঁচটি চেক দিয়ে দীপক দিল্লি যান
- কয়েক বছর পরে ফিরে এসে দেখেন তাঁর বাড়ি তৈরির কাজ অসমাপ্ত
- ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার অধিকাংশই তুলে নিয়েছেন অজয় বলে অভিযোগ

মালবাজার, ২ জুলাই : সরকারি ঘর নির্মাণের কাজের নামে ফের প্রতারণার অভিযোগ মালবাজার শহরে। অভিযোগকারী দীপক রামের থেকে তিন লক্ষাধিক টাকা নিয়ে নিলেও ঘরের কাজ সম্পূর্ণ করেননি অজয় প্রসাদ। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভাড়াবাড়িতে থাকতে হচ্ছে দীপকের পরিবারকে। এই পরিস্থিতিতে আইনি সহযোগিতা চেয়ে বুধবার মাল থানার দ্বারস্থ হলেন অভিযোগকারী। এ বিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'পুরসভায় লিখিত অভিযোগ আসলে অবশ্যই আমরা পদক্ষেপ করব।'

হাউজিং ফর অল প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯ সালে একটি সরকারি ঘর আসে দীপকের নামে। দীপক ২ নম্বর ওয়ার্ডের কুমারপাড়ার বাসিন্দা। বছরের অধিকাংশ সময় তিনি বাইরে থাকেন। দীপকের নামে ঘর অনুমোদন হওয়ার পর, সেই এলাকারই ঠিকাদার অজয় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দীপকের দাবি, মাল পুরসভা থেকেই অজয়কে তাঁর বাড়ির কাজের জন্য পাঠানো হয়েছিল। দীপকের প্রথম অভিযোগ, কাজ শুরুর আগে অজয় পাঁচটি চেক নিয়ে নেন। সবকটা চেকে স্বাক্ষর ছিল দীপকের। ভরসা করে চেক দিয়ে দীপক কাজের সন্ধানে দিল্লি চলে যান। কয়েক বছর পরে দিল্লি থেকে ফিরে এসে দেখেন তাঁর বাড়ি তৈরির কাজ অসমাপ্ত। বাড়ির ভিত, ছাদ, দেওয়াল তৈরি করলেও বাকি কাজ না করেই চেক দিয়ে দুই দফায় টাকা তুলেছেন অজয়।

প্রথমে ২০১৯ সালের ২০ মার্চ চেক দিয়ে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এক লক্ষ টাকা ট্রান্সফার করেছেন অজয়। পরবর্তীতে ২০২৩ সালের ১০ এপ্রিল চেক দিয়ে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়েছেন অভিযুক্ত। সরকারি ঘর বাবদ সরকার থেকে যে টাকা দেওয়া হয় সেই ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার অধিকাংশই তুলে নিয়েছেন ওই ঠিকাদার। এছাড়া নগদ ৪ হাজার টাকাও দীপকের থেকে নিয়েছে অজয়।

দীপকের আরও অভিযোগ, অজয় সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এবং ভুল বুঝিয়ে তাঁর থেকে সরকারি ঘরের টাকা আত্মসাৎ করেছে আর এখন হুমকি দিচ্ছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অজয়। তাঁর দাবি, যে টাকা দিয়েছিল সেই অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুলিন গোলদার বলেন, 'দীপকের বাড়ির ঠিক কতটা কাজ হয়েছে সেটা যাচাই করে আইনগত পদক্ষেপ করা হবে।'

এই ঘটনায় কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। সব দুর্নীতি থেকে রক্ষা করার জন্য মাল পুরসভাকে শীঘ্রই প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত বলে জানান বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা। সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তর বক্তব্য, 'সরকারি ঘর নিয়ে বিস্তর অভিযোগ পুরকর্মীদের বিরুদ্ধে, তা সত্ত্বেও পুর প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে।'

এর আগেও সরকারি আবাস যোজনার ঘরের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছিল একাধিক পুরকর্মীর বিরুদ্ধে। যদিও কোনও তদন্ত হয়নি সেই সময়। এমনকি যে উপভোক্তাদের থেকে ভুল বুঝিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছিল সেই টাকাও ফেরত দেননি তাঁরা।

ভাঙা দোকানের একাংশে ব্যবসা

বেআইনি নির্মাণ ভাঙলেও হয়নি রাস্তা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

একবছর ধরে রাস্তা পড়ে আছে এভাবেই। ময়নাগুড়িতে।

ময়নাগুড়ি, ২ জুলাই : রাস্তা নির্মাণের জন্য বেআইনি দোকানপাট ভেঙেছিল পুরসভা। কিন্তু এক বছর পেরিয়ে গেলেও রাস্তা নির্মাণ করা হয়নি। ফলে দিশেহারা অন্তত ২৫ জন ব্যবসায়ী। দোকানের বেশিরভাগ অংশই ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রুটিরুজির টানে কেউ চেয়ার-টেবিল নিয়ে, কেউ বা ভাঙা দোকানের একাংশে ব্যবসা করছেন। অধিকাংশ ব্যবসায়ীই আসছেন না এখানে। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গার্লস হাইস্কুলের সামনে।

ব্যবসায়ীরা জানালেন, রাস্তা নির্মাণের জন্য যতটুকু জায়গা প্রয়োজন সেটা পুর কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে দিলেই পারত। তা না করে আর্থমুভার দিয়ে সব গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দোকান ভেঙে দেওয়ার পর পেছনের দিকে সামান্য অবশিষ্ট রয়েছে। সেখানেই মোবাইল ফোন মেরামতির দোকান করছেন জগৎ শীল। তিনি বলেন, 'বেশ কয়েক মাস বসেই ছিলাম। ইতিহাসে এমএ পাশ করে এখানে ঘরটা কিনে দোকান শুরু করেছিলাম। পরিবার রয়েছে। দোকান বন্ধ রাখলে ভাত জুটবে না।'

টাইপ এবং কম্পিউটার প্রিন্টের দোকান করতেন অনুকূলচন্দ্র রায়। এখন টেবিল-চেয়ার নিয়ে খোলা আকাশের নীচে বসেন। অনুকূল বলেন, '৩০ বছর ধরে এখানেই দোকান করে সংসার প্রতিপালন করছি। এখন খদ্দেররা এলে কাজ নিয়ে বাড়িতে ছুটতে হয়। মেশিনপত্র সবই যে বাড়িতে।' এভাবেই কয়েকজন ব্যবসায়ী জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। বাকিরা কেউ এখানে এখন নেই। পড়ে আছে ভাঙা দোকানপাট। আর রাস্তাজুড়ে পড়ে ভাঙা ইট, সিমেন্ট, কংক্রিটের টুকরো। সবমিলিয়ে দিশেহারা ব্যবসায়ীরা।

বর্তমান অবস্থা

- ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গার্লস হাইস্কুলের সামনে রাস্তা নির্মাণের জন্য বেআইনি দোকানপাট ভেঙেছিল পুরসভা
- এক বছর পেরিয়ে গেলেও রাস্তা নির্মাণ করা হয়নি
- দিশেহারা অন্তত ২৫ জন ব্যবসায়ী
- দোকানের বেশিরভাগ অংশই ভাঙা অবস্থায় পড়ে
- রাস্তাজুড়ে পড়ে ভাঙা ইট, সিমেন্ট, কংক্রিটের টুকরো

যদিও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'এখানে পেভার্স ব্লকের রাস্তা নির্মাণের আর্জি জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে। আমরা আশাবাদী অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ হবে।'

এদিকে, ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন শাসকদলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা ময়নাগুড়ি গুমটি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিমলেন্দু চৌধুরী। তিনি বলেন, 'পুরসভার কোনও পরিকল্পনা নেই। পরিকাঠামোগত সমস্যায় ধুঁকছে। টেন্ডার করতে পারে না। তহবিলে টাকা নেই। প্রকল্প তৈরি করে আর্থিক অনুমোদন মেলার পর কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে তা দেখাতে হবে। তবেই গুমটি ভাঙা হবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুমটি কোনও বাধা তৈরি করবে না। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। হঠকারী সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হবে না পুরসভার।' বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক চঞ্চল সরকারের বক্তব্য, 'নামেই পুরসভা ময়নাগুড়ি। কোনও পরিষেবা নেই।'

১৪ জুন কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এক বিশেষ প্রতিনিধিদল নিয়ে এসে ময়নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করেন। সেই সময় তাঁরা এই জায়গাটিও পরিদর্শন করেন বলে ভাইস চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

প্ল্যাকার্ড হাতে সন্তান নিয়ে ধর্নায় মা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : বুধবারের পড়ন্ত বিকেল। জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা মোড়ের একটি শপিং মলের সামনে সবে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই সকলের চোখ স্থির এক মহিলার দিকে। কোলের শিশুকে নিয়ে ধর্নায় বসেছেন তিনি। হাতে প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা, 'শাশুড়ি, ননদ, স্বামী দ্বারা আমি নির্যাতিত। এদের শাস্তি ও বিচার চাই।'

মহিলা কখনও কাঁদছেন, কখনও চিৎকার করছেন। চোখেমুখে অস্থিরতা। প্ল্যাকার্ডে লেখা ওই বাক্য কেবল মুখে আউড়ে যাচ্ছেন, বারবার। বলছেন, 'বিচার চাই।' স্বাভাবিকভাবে ওই দৃশ্য দেখে ভিড় জমান স্থানীয়রা। পরে পুলিশ এসে ওই মহিলাকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। সেখানেই তাঁর বাবা-মাকে ডাকা হয়। এরপর ওই মহিলাকে তাঁদের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শহর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলার বছর চারেক আগে বিয়ে হয়েছিল। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর ওপর অত্যাচার করতেন। মহিলার কথায়, 'শ্বশুর মারা গিয়েছেন। শাশুড়ি, ননদ ও স্বামী শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, টাকা-গয়না সহ বিভিন্ন জিনিস চুরির অপবাদও দিচ্ছে। আমি শাস্তি চাই। সেই কারণেই আমার সন্তানকে নিয়ে শহরের রাস্তায় বসেছি।'

বিয়ের পর আগেও বেশ কয়েকবার বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছেন মহিলা। জুন মাসের ২৯ তারিখ পুরোপুরিভাবে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেখানেও বাধা। তাঁর বাপের বাড়ি ততটা সচ্ছল নয়। ছোট বাড়ি। সেখানে থাকাটাও অসুবিধার বলেই জানান তিনি। মহিলার বাবা জানান, মঙ্গলবার রাতে শ্বশুরবাড়ির কেউ একজন ওই মহিলাকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু ঠিক কী নিয়ে কথা হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলতে পারেননি তিনি।

তাঁদের অনুমান, ওই ফোনালাপে মানসিকভাবে আঘাত দেওয়া হয়েছিল। তারপরেই ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত নেন মহিলা। শহরের বুকে কোলের শিশুকে নিয়ে ধর্নার দৃশ্য দেখে অবাক প্রত্যুষা দত্ত। তিনি বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। শহরবাসী ও একজন মহিলা হিসেবে চাই, তিনি যেন সঠিক বিচার পান।'

রেললাইন পেরিয়ে স্কুলের পথে ওরা। বুধবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

পাড়ায় পাড়ায়

ধূপগুড়ি

ডিভাইডারে পার্থেনিয়াম

ধূপগুড়ি, ২ জুলাই : পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে শহরের কলেজ রোডের ডিভাইডার রেলিং দিয়ে ঘেরার কথা শোনা গেলেও কাজ আজও হয়নি। ঠিক একইভাবে ডিভাইডারের মাঝে মৃত কামিনী ও রঙ্গন গাছগুলি উপড়ে নতুন করে বাগান করার পুর পরিকল্পনাও বাস্তবের মুখ দেখেনি আজও। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং অবহেলায় সেই ডিভাইডার বর্তমানে আগাছায় পরিপূর্ণ। সেই আগাছার বড় অংশই বিষাক্ত পার্থেনিয়াম। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই পুরসভার। বর্ষার জল পেয়ে ক্রমেই বাড়বাড়ন্ত পার্থেনিয়ামের। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সুব্রত ঘোষ বলেন, 'দেখভালের অভাবে ভালো গাছগুলি মরে গেল। তবুও পুরসভা ডিভাইডারে নজর দেয়নি। তারই ফলশ্রুতি বিষাক্ত গাছে ডিভাইডার ভরে ওঠা।'

পুর কর্তৃপক্ষ অবশ্য অবহেলার কথা মানতে নারাজ। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিংয়ের কথায়, কলেজ রোডের চার কিলোমিটার ডিভাইডারের আমূল সংস্কার হবে পুজোর আগেই। পূর্ত দপ্তর যখন রেলিংয়ের কাজ করবে তখন পুরসভা নতুন করে চারা বুনবে। এরমাঝে আগাছা জন্মানো একেবারেই সাময়িক সমস্যা।

তথ্য ও ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

কর ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা ধূপগুড়িতে

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২ জুলাই : কর ফাঁকি দিয়ে দেদার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন পুর এলাকার ১৬টি ওয়ার্ডের শতাধিক দোকানদার। যার জেরে পুর কর্তৃপক্ষের লক্ষাধিক টাকা রাজস্ব বকেয়া থেকে যাচ্ছে। মূলত গত কয়েক মাসে ধূপগুড়ি বাজার এলাকায় ব্যবসায়ী সমিতিগুলির সঙ্গে আলোচনা এবং দুয়ারে সরকারের আদলে ক্যাম্প বসিয়ে পুরসভা ব্যবসায়ীদের থেকে কর আদায় করেছে। এই পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে সফল হলেও বড় পরিমাণ রাজস্ব আদায়ে একপ্রকার ব্যর্থ হয়েছে পুরসভা।

এই অবস্থায় এবারে নতুন করে কর আদায় (ট্রেড লাইসেন্স)-এর কাজে নামার ভাবনা নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। পুরসভায় বিশেষ দল গঠন করে অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাকে ব্যবসায়ীদের একাংশও সমর্থন করেছে। ধূপগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, 'শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডেই ছোট-বড় দোকান রয়েছে। বাজারের ব্যবসায়ীরা ট্রেড লাইসেন্স কাটিয়ে স্বচ্ছভাবে ব্যবসা করছেন। ওয়ার্ডের ছোট-বড় ব্যবসায়ীকেও ব্যবসার আয়তন বুঝে ট্রেড লাইসেন্স কাটানো উচিত। এমনকি পুরসভার প্রয়োজন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।' নাহলে পুরসভা আর্থিকভাবে লোকসানের মুখোমুখি হচ্ছে বলে তিনি জানান।

> শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডেই ছোট-বড় দোকান রয়েছে। বাজারের ব্যবসায়ীরা ট্রেড লাইসেন্স কাটিয়ে স্বচ্ছভাবে ব্যবসা করছেন। ওয়ার্ডের ছোট-বড় ব্যবসায়ীকেও ব্যবসার আয়তন বুঝে ট্রেড লাইসেন্স কাটানো উচিত।
>
> **- দেবাশিস দত্ত**
> *সম্পাদক, ব্যবসায়ী সমিতি*

ধূপগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ঘটনা ইতিমধ্যে নজরে এসেছে। সেটা অভ্যন্তরীণভাবে খোঁজখবরও নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ময়দানে নেমে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'কর ফাঁকি দিয়ে ব্যবসার ঘটনাটি নজরে এসেছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। এবারে কর আদায়ের জন্যে বিশেষ দল অভিযান চালাবে।'

ধূপগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের এক ব্যবসায়ী নাম না প্রকাশের শর্তে জানিয়েছেন, প্রথম কয়েক বছর ট্রেড লাইসেন্স কাটানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আর পুরসভাও নজর রাখে না। তাই তাঁরাও ভেবেছেন ট্রেড লাইসেন্সের তেমন দরকার নেই। সে কারণে আর লাইসেন্স নেওয়া হয়নি। তবে পুরসভা ব্যবসায়ীদের কর আদায় বাধ্যতামূলক বলে জানালে অবশ্যই ট্রেড লাইসেন্স নেওয়া হবে।

প্রস্তুতি সভা

ধূপগুড়ি, ২ জুলাই : ২১ জুলাই কলকাতায় দলের শহিদ সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে বুধবার শহরের একটি বেসরকারি লজে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক কমিটির নেতা ও কর্মীরা।

উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল সভাপতি মলয় রায়, স্থানীয় বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়, তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি রামমোহন রায় প্রমুখ। তৃণমূল যুব ব্লক সভাপতি ধরণী রায় বলেন, '২১শে জুলাইয়ের সমাবেশে এবছর আমাদের ব্লক থেকে হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেবেন।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	৪
বি পজিটিভ	-	১৫
এবি পজিটিভ	-	৫
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১০
ও নেগেটিভ	-	০

লক্ষ্মী গেস্টহাউসের উদ্বোধন

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র টেম্পল স্ট্রিটে বুধবার লক্ষ্মী গেস্টহাউসের উদ্বোধন করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের সহ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বোধসারানন্দজি মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী নরেশানন্দজি মহারাজ, স্বামী শিবপ্রেমানন্দজি মহারাজ, স্বামী বিশ্বাধারানন্দজি মহারাজ।

এই গেস্টহাউসে রয়েছে অত্যন্ত কম ভাড়ায় সাধারণ এসি রুম থেকে শুরু করে পরিবার নিয়ে থাকার মতো চার শয্যার বিলাসবহুল সুইট রুম। প্রতিটি রুমে রয়েছে স্মার্ট আইপি টিভি। সেইসঙ্গে হাইস্পিড ইন্টারনেট।

অনেকেই রয়েছেন যাঁরা চাকরি বা ব্যবসার সূত্রে জলপাইগুড়ি শহরে এসে এক মাসের জন্য ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে চান। তাঁদের জন্য লক্ষ্মী গেস্টহাউস আদর্শ জায়গা বলে দাবি সংস্থার গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার অরূপ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, 'অতিথিদের পরিষেবার ক্ষেত্রে আমরা দায়বদ্ধ। আমাদের গেস্টহাউসে যাঁরা থাকবেন তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে শুরু করে অগ্নিনির্বাপণের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।'

ক্লাবকে খেলার সামগ্রী দেওয়া বন্ধ মালে

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২ জুলাই : মালবাজার শহরের ক্লাবগুলো খেলাধুলার পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতার দাবি করছে। আগে যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে ক্লাবগুলোকে খেলার সামগ্রী দেওয়া হত, সেটাও ২০১৭ থেকে বন্ধ। উদীয়মান প্রতিভাদের আগলে রাখতে কমবেশি চেষ্টা চালাচ্ছে সকল ক্লাব। কিন্তু আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ক্লাবগুলো খেলার সামগ্রী ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যর্থ হয়ে, সরকারের কাছে দাবি করছে সহযোগিতার।

আগে ক্লাবগুলোকে প্রতিবছর খেলার সামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ২০১৯ পর্যন্ত খেলাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা করা হত। কিন্তু এই দুটো প্রকল্পই বর্তমানে বন্ধ। তা সত্ত্বেও নিজেদের চেষ্টায় মাল শহরের ছয়টি ক্লাব বর্তমানে খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তারা প্রতিদিন চেষ্টা করছে ডুয়ার্সের প্রান্তিক এলাকার ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, খো খো সহ অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে যুক্ত প্রতিভাদের পাশে দাঁড়াতে। নিজেরাই মাঝেমধ্যে উদ্যোগ নিয়ে নানা ক্যাম্প ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করছে। যেখানে সুদূর কলকাতা থেকেও প্রশিক্ষকরা আসছেন এই প্রতিভাদের অনুশীলন করাতে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্লাবের নিজস্ব বড় মাঠ না থাকায় অস্থায়ী অনুশীলন এবং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করতে হয়। আর দু'-একটি বড় ক্লাব, যাদের পরিসর বড় তারা সারাটা বছরই নানা ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে অনুশীলনের ব্যবস্থা করে।

মালবাজারের রেলওয়ে মাঠ।

এই অবস্থায় কোনওরকমে অনুশীলনের ব্যবস্থা করলেও খেলার সামগ্রী কিনতে এবং খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দিতে পারছে না ক্লাবগুলি। দিতে পারছে না প্রশিক্ষকদের মাইনে, ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশিক্ষকরাই বিনা পারিশ্রমিকে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছে খেলার জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের খরচও।

যে ক্লাবগুলো শত আর্থিক অসচ্ছলতার মাঝেও, খেলাকে বাঁচিয়ে রেখেছে শহরের মাঝে তাদের মধ্যে অন্যতম সৎকার সমিতি, কলোনি যুবকবৃন্দ, বাঘা যতীন স্পোর্টিং ক্লাব, জেটিএস, এটিও, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব। এই ক্লাবগুলির পক্ষে রাজু সরকার, সুকান্ত দাস, রাজীব সরকার, কৌশিক পালরা বলেন, '২০১৭ সালের পর থেকে খেলার সামগ্রী দেওয়া বন্ধ হয়েছে। সামগ্রী সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন।'

বিষয়টি নিয়ে ব্লক যুবকল্যাণ আধিকারিক দেবাদিত্য বিশ্বাস জানান, বর্তমানে খেলাধুলোর সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে না। আগামীতে দেওয়া হলে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে। কলোনি যুবকবৃন্দ যুবকল্যাণ দপ্তরকে জানিয়েছিল, টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির দায়িত্ব তারা নিতে চায়। তাদের যেন সহযোগিতা করা হয়। সেই বিষয়ে ব্লক যুব আধিকারিক বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কাছে দাবিপত্র এলে ওপরমহলে বিষয়টা জানাব।' এব্যাপারে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'বিষয়টি আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি'।

বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, 'ক্লাবগুলো তাদের খেলাধুলো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে জানালে, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব।'

পুলিশের র‍্যালি

ধূপগুড়ি, ২ জুলাই : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বুধবার ধূপগুড়িতে পুলিশের ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে র‍্যালি হয়। র‍্যালিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া শামিল হয়। এসডিও পুষ্পা দোলমা লেপচা এবং পুলিশ আধিকারিকরাও ছিলেন। শোভাযাত্রা শেষে মায়ের থান মোড়ে পথসভায় বক্তব্য রাখেন এসডিপিও গেইলসন লেপচা এবং ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য।

জিলা স্কুলে মহকুমা শাসক

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : আচমকা বুধবার জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে গিয়ে মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠক করেন। পরে মহকুমা শাসক বলেন, 'বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন, মানোন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'

গত ২৪ জুন এই বিদ্যালয়ে পরিচালন কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন ঘিরে তুলকালাম হয়। মনে করা হচ্ছে, সেজন্যই স্কুলটিতে গিয়েছিলেন মহকুমা শাসক। কিন্তু তিনি বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলতে চাননি।

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই অবশ্য বলেন, 'কবে শিক্ষক পরিচালন কমিটিতে মনোনয়ন হবে, তা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষ। এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারব না।'

পরিচালন কমিটিতে নির্বাচনের জন্য দুই সহকর্মীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন শিক্ষকদের একটা বড় অংশ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিরোধিতা করেছিলেন। তখনই দুই পক্ষের মধ্যে প্রবল বচসা ও শেষপর্যন্ত হাতাহাতি হয়। গণ্ডগোল থামাতে গিয়ে একজন শিক্ষিকা প্রহৃতও হন বলে অভিযোগ। সেই খবর তখন জানানো হয়েছিল জেলা শাসককে। তিনি সব শিক্ষকের কাছ থেকে ঘটনাটি শোনেন। তৈরি হয় রিপোর্ট। তারপর স্কুলে গেলেন মহকুমা শাসক।

জীবনের হাল... নাগরাকাটায় শুভজিৎ দত্তের তোলা ছবি। বুধবার।

সিসিটিভিতে নজরদারি বৃদ্ধি

কসবা কাণ্ডের পর কলেজগুলিতে তৎপরতা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : কসবা কাণ্ডের পর রাজ্যের কলেজগুলির নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন রয়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অভিভাবকরাও চিন্তিত। এমন পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির বিভিন্ন কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। কলেজের কোন অংশগুলিতে নজরদারি প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সেই অংশগুলি সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় নিয়ে আসা হবে। তবে নজরদারি বাড়ানোর সঙ্গে কসবা কাণ্ডের কোনও যোগ নেই বলেই কলেজগুলির তরফে দাবি করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি কলেজ চত্বর অনেকটাই বড়। সেই তুলনায় কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই বললেই চলে। কলেজে নজরদারির জন্য বিভিন্ন অংশে মোট ১৬টি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। হাতেগোনা সেই ক্যামেরা দিয়ে এতবড় কলেজে পুরোপুরি নজরদারি সম্ভব হয় না বললেই চলে। সেই কারণে কলেজে

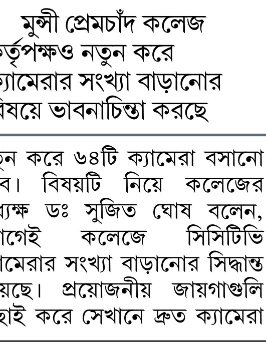

■ মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ কর্তৃপক্ষও নতুন করে ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে

নতুন করে ৬৪টি ক্যামেরা বসানো হবে। বিষয়টি নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বলেন, 'আগেই কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রয়োজনীয় জায়গাগুলি বাছাই করে সেখানে দ্রুত ক্যামেরা বসানো হবে। কলেজের বেশ কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যে বাছাই করা হয়েছে।'

উদ্যোগ

■ শিলিগুড়ি কলেজ চত্বরের জন্য পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা নেই বললেই চলে

■ শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজে ১৪৮টি সিসিটিভি রয়েছে

■ তারপরও কোনও অংশ নজরদারির বাইরে রয়েছে কি না সেই বিষয়টি কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে

শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজে আগে থেকেই ১৪৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে গোটা চত্বর মুড়ে ফেলা হয়েছে। কলেজের ক্লাসেও ক্যামেরা বসানো রয়েছে। কিন্তু তারপরও কলেজের কোনও অংশ নজরদারির বাইরে রয়েছে কি না সেই বিষয়টি কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র বলেন, 'কলেজের প্রয়োজনমতো আরও কিছু ক্যামেরা বসানো হতে পারে।' মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ কর্তৃপক্ষও নতুন করে ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে বলে খবর। পাশাপাশি কলেজে যাতে বহিরাগতরা প্রবেশ করতে না পারে, সেই বিষয়ে নজরদারি চালাতে কড়াকড়ি করা হচ্ছে।

> কলেজে ২৫টি ক্যামেরা হয়েছে। সেই সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। যেহেতু সরকারি কলেজ তাই ফান্ডের জন্য শিক্ষা দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হবে।
>
> -ডঃ ময়ূখ সরকার
> অফিসার ইনচার্জ,
> এপিসি রায় গভর্নমেন্ট কলেজ

ছাত্রীদের নিরাপত্তা কীভাবে আরও বাড়ানো যায় সেই বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গভর্নমেন্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। ছাত্রীদের কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয়, তা নিয়ে কর্মশালা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কলেজের আয়তনের তুলনায় সিসিটিভি ক্যামেরা কম। সেই সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। কলেজের অফিসার ইনচার্জ ডঃ ময়ূখ সরকার বলেন, 'কলেজে ২৫টি ক্যামেরা হয়েছে। সেই সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। যেহেতু সরকারি কলেজ তাই ফান্ডের জন্য শিক্ষা দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হবে।'

৯ কিশোরকে নির্যাতন, বিজেপি নেতা পলাতক

নকশালবাড়ি, ২ জুলাই : টিয়াপাখি মেরে ফেলার অভিযোগে পাঁচ ঘণ্টা ঘরে আটকে রেখে নৃশংস নির্যাতন চালানো হল ন'জন নাবালকের ওপর। ঘটনার পর গুরুতর জখম অবস্থায় নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নয় বছরের এক নাবালককে। রাতেই অটল চা বাগানের এক বিজেপি নেতার নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই নাবালকের মা। বুধবার ওই ঘটনায় নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত অটল চা বাগানের সাতভাইয়া ডিভিশন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত বিজেপি নেতা

অভিযোগ

■ খেলতে গিয়ে ওই কিশোরদের মধ্যে কেউ ওই এলাকায় একটি টিয়াপাখিকে ঢিল ছুড়ে মেরে ফেলে

■ বিজেপির শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা নন্দলাল রাউতিয়া পাখিটি তাঁর পোষা বলে দাবি করে পাখি মারার জন্য টাকা চান

■ টাকা দিতে অস্বীকার করলে নয়জনকেই নিজের বাড়িতে আটকে রাখেন নন্দলাল

■ তারপর শুরু হয় তাদের ওপর নির্যাতন

পলাতক। তাঁর মোবাইল ফোনও বন্ধ রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নকশালবাড়ি রায়পাড়া এলাকার ন'জন কিশোর এদিন সকালে দলবেঁধে সাতভাইয়া ডিভিশনের একটি মাঠে খেলতে যায়। তাদের সকলের বয়স ৯ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে কেউ ওই এলাকায় একটি টিয়াপাখিকে ঢিল ছুড়ে মেরে ফেলে বলে অভিযোগ। টিয়াপাখি মারার ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপির শ্রমিক ইউনিয়ন ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতা নন্দলাল রাউতিয়া ওই টিয়াপাখিটি তাঁর বাড়ির পোষা বলে দাবি করে কিশোরদের কাছে পাখি মারার জন্য টাকা চান।

অভিযোগ, ওই কিশোররা টাকা দিতে অস্বীকার করলে নয়জনকেই নিজের বাড়িতে আটকে রাখেন নন্দলাল। তারপর শুরু হয় তাদের ওপর নির্যাতন। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত তাদের আটকে রেখে চলে শারীরিক নির্যাতন। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলেও ছেলেরা বাড়িতে না আসায় খোঁজ শুরু করেন অভিভাবকরা। সাতভাইয়া ডিভিশনে আটকে রাখার খবর পেতেই সেখানে যান তাঁরা। সেখান থেকে উদ্ধার করে নাবালকদের বাড়িতে আনেন মা-বাবারা। তাদের মধ্যে রায়পাড়ার বাসিন্দা ৯ বছরের প্রশান্ত তিরকির শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। বাড়ি ফেরার পর তার মুখ ফুলে যায়, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। বুকে ও পিঠে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে প্রশান্ত হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন।

টাকা দিয়ে ধামাচাপার চেষ্টা

কিশোরীকে নির্যাতনে ধৃত তৃণমূল কর্মী

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২ জুলাই : ১২ বছরের মেয়ের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। ৬২ বছরের ওই তৃণমূল কর্মী এলাকার দলীয় পার্টি অফিসের কেয়ারটেকার বলে জানা গিয়েছে। পার্টি অফিসের পাশেই তার বাড়ি। অভিযোগ, ঘটনার পর ওই তৃণমূল কর্মীকে বাঁচানোর জন্য সালিশি সভা করে মিটমাট করার চেষ্টা করা হয়। টাকা দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ঘটনাটি জানানোর পর তাঁরাও এই ঘটনায় অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। যাতে থানায় কেউ অভিযোগ না জানান, সে কথাও বলা হয়। অভিযুক্তর শাস্তির ব্যবস্থাও করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয় নির্যাতিতার পরিবারকে।

এর মধ্যে প্রায় এক মাস সময় চলে যায়। এলাকার বাসিন্দারা বিষয়টি জানতে পেরেই ওই নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়ান। পরে নির্যাতিতার বাবা থানায় অভিযোগ জানান। অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্ত ওই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

খবর পেয়ে বুধবার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। তিনি এই ঘটনায় অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'ঘটনার পর থেকেই তৃণমূল নেতা এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা ওই বৃদ্ধকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। গ্রাম্য সালিশি সভা বসিয়ে টাকা দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করার চেষ্টা করেন তাঁরা। আমরা এই প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করছি। তৃণমূল এই ধরনের অপকর্মকে সবসময় আড়াল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ঘটনা তারই প্রমাণ। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। নির্যাতিতার পরিবারের পাশে আমরা রয়েছি। তাদের সবরকম সাহায্য আমরা করব।'

যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, নির্যাতিতার পরিবারকে কেউ অভিযোগ জানাতে নিষেধ করেনি। বিজেপি এসব মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক সভাপতি পরিতোষ বর্মন বলেন, 'অভিযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক, এটাই চাই। আমাদের দলের কোনও কর্মী বা নেতা কোনও সময়ই কোনও অভিযুক্তকে আড়াল করার কোনও চেষ্টা করেন না। এসব মিথ্যা

> এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে তাই নিয়ে ১১২ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ আসে। নাবালিকা এবং তার পরিবারের লোকেদের ফাঁড়িতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখিত অভিযোগ নেওয়া হয়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
>
> দেবাশিসরঞ্জন দেব ওসি
> শামুকতলা রোড ফাঁড়ি

অভিযোগ রটানো হচ্ছে। সবকিছু নিয়ে রাজনীতি করা বিজেপির অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। এই ঘটনাকে যদি কেউ আড়াল করার চেষ্টা করে করে থাকে তার বিরুদ্ধেও পুলিশ ব্যবস্থা নিক, সেটাই চাই।'

শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব বলেন, 'এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে তাই নিয়ে ১১২ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ আসে। ১১২ নম্বরে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তদন্ত শুরু করি। নাবালিকা এবং তার পরিবারের লোকেদের ফাঁড়িতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখিত অভিযোগ নেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

ওষুধ অমিল

প্রথম পাতার পর

এবং নবজাতক ও সদ্য প্রসূতিদের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ কিছু ওষুধ মেলে না। শহরে রাতেরবেলায় জীবনদায়ী ওষুধের সমস্যা নিয়ে ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত বলেন, 'জেলা শহরের মতো এখানেও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা এই দায়িত্ব নিতে পারেন। পুরসভা সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সূত্রধারের কাজ করলে সমস্যা মেটা উচিত।' ওষুধ বিক্রেতা সংগঠন বিসিডিএ'র সদস্যরাও এনিয়ে আশার কথা শোনাতে পারেননি। সংগঠনের ধূপগুড়ি জোনাল কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুদীপ্ত সাহার কথায়, 'রাতে হাসপাতালের গেটে পালা করে একটি দোকান খোলা রাখার চেষ্টা আগেও করেছি আমরা। তবে ভেতরে দোকান চালু থাকলে বাইরে বিক্রি হয় না বলে বারবার জানিয়েছেন স্থানীয় ওষুধ বিক্রেতারা। সংগঠনগতভাবে আমরা এখনও আশা ছাড়িনি।'

হাসপাতাল চত্বরে পুরসভা ২৪ ঘণ্টার জন্য ওষুধ বিক্রির ব্যবস্থা করুক এমন দাবিও রয়েছে শহরে। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'আমরা চাই রাতে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধ পাক। সেজন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা থেকে সম্ভাব্য অন্যান্য পদক্ষেপ আমরা করতে রাজি। ব্যবসায়ীদের সদিচ্ছা ও উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে দরকার।'

গেম খেলতে

প্রথম পাতার পর

বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'পাশের রাজ্য বিহার থেকে বহু ছাত্রছাত্রী স্টেশনের ফ্রি ওয়াই-ফাইকে কাজে লাগিয়ে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হচ্ছে। এমন মন ভালো করা খবর প্রায়শই প্রকাশ্যে আসে। আমাদের এখানেও এমনটা হলে তা প্রকৃত অর্থেই দৃষ্টান্তমূলক হত। এই বিপ্লব ঘটাতে গেলে সমাজমনস্কদেরও এগিয়ে আসতে হবে।' ডুয়ার্স জাগরণ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, ইউটিউবে বহু শিক্ষামূলক উপাদান রয়েছে। অনলাইনের ওই প্ল্যাটফর্মকে যদি পড়ুয়ারা কাজে লাগায় তবে এর থেকে ভালো কিছু ছিল না।'

উদয়নের মেলায় জুয়া

দু'দিন ধরে বন্ধ দোকানপাট, উলটোরথে সংশয়

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২ জুলাই : খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর 'পৃষ্ঠপোষকতায়' রথের মেলা বসেছিল দিনহাটার সংহতি ময়দানে। সেই মেলাতেই রমরমিয়ে চলছিল জুয়ার আসর। অভিযোগ পেতেই হানা দেয় দিনহাটা থানার পুলিশ। একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। আর তারপর থেকে গত দিনদুয়েক ধরে সেই মেলা বন্ধ। এদিকে, তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা পড়েছেন ভারী বিপাকে। কী করে সেই মেলার সঙ্গে উদয়নের সংস্রবের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া যায়, সেজন্য জোরকদমে চেষ্টা চলছে। উদয়ন নিজে এনিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর জবাব, 'আমি জানি না। মেলা কমিটি বলতে পারবে কেন মেলা বন্ধ রয়েছে।'

গত চার-পাঁচ বছর ধরে দিনহাটার সংহতি ময়দানেই বসছে স্থানীয় রথের মেলাটি। মেলার আয়োজক সংস্থা হল দিনহাটা

বন্ধ রথের মেলা। থমথমে সংহতি ময়দান।

মদনমোহনবাড়ি রথযাত্রা কমিটি। গত ২৭ জুন, রথযাত্রার দিন থেকে এই মেলা শুরু হয়েছে। উলটোরথের সময়সীমা পেরিয়ে ১৫ দিন ধরে এই মেলা চলার কথা। অথচ গত দু'দিন ধরে মেলা বন্ধ। কেন? পুলিশ সূত্রের খবর, মেলায় রমরমিয়ে জুয়াখেলা চলছিল। সেই জুয়ার আসরকে কেন্দ্র করেই দু'দিন আগে রাতে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। তারপরই পুলিশ এসে মেলা বন্ধ করে দিয়েছে। আবার কবে শুরু হবে, বা আদৌ শুরু হবে কি না, সেব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারছে না।

এদিকে, মূলত তৃণমূলের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মেলা চলছিল। মেলার বাইরের গেট এবং ভেতরের গেটে উদয়ন গুহর ছবিওয়ালা ব্যানার লাগানো ছিল। জুয়ার আসরের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর খানিকটা অস্বস্তিতে পড়েই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা উদয়নের পোস্টার এবং ব্যানার সরিয়ে ফেলেন। যদিও তৃণমূলের শহর কমিটি বা ব্লকের নেতৃত্ব এবিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ।

রথযাত্রা কমিটির পাশাপাশি সেই মেলার আয়োজনের পেছনে রয়েছে মদনমোহনবাড়ি পুজো কমিটিও। দিনহাটা মদনমোহনবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি উদয়ন গুহ, কমিটির সম্পাদক তৃণমূলের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়শ্রী সরকার এবং সহ সম্পাদক কাউন্সিলারের ভাই মৃণালকান্তি সরকার। জুয়ার প্রসঙ্গ এড়িয়ে মৃণালকান্তির বক্তব্য, 'অনুমোদন নিয়ে কিছু গণ্ডগোলের জন্য মেলা বন্ধ রয়েছে। তবে দু'দিনের মধ্যে সেটা আবার চালু হয়ে যাবে।'

এদিকে দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক জানিয়েছেন, জুয়ার আসরের গণ্ডগোলের জন্যই একজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জয়দীপ বলেন, 'দু'দিন আগে মেলা থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।'

'বুড়ো' ইঞ্জিনে বিপত্তি, প্রশ্নে ঐতিহ্য

প্রথম পাতার পর

বিষাদও আছে বৈকি! টয়ট্রেন নিয়ে প্রচার বাড়লেও পরিকাঠামোর কিন্তু উন্নতি হয়নি এতটুকু। বরং বিগড়েছে। অন্তত গত এক বছরে খেলনাগাড়ির বারবার লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা এই তত্ত্বেই সিলমোহর দিচ্ছে।

মূলত শিলিগুড়ি জংশন, তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ, দার্জিলিংয়েই ইঞ্জিনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, দক্ষ কর্মীর সংখ্যা কম হওয়ায় সময়মতো সব ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। যে কারণে কোনও ইঞ্জিনের চাকা ক্ষয়ে গিয়েছে, তো কোনও ইঞ্জিনের হুইল সকারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোনও কোনও ইঞ্জিনের আবার ব্রেক বাইন্ডিংয়ের সমস্যা হচ্ছে। যে কারণে ইঞ্জিনগুলি প্রায়ই বিগড়ে যাচ্ছে। ১০০ বছরেরও বেশি পুরোনো হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইঞ্জিনগুলির ক্ষমতাও কমে এসেছে। তাই কামরা সমেত ওপরে ওঠার সময় লাইনচ্যুত হচ্ছে। কিছু জায়গায় ট্র্যাকেরও সমস্যা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন রেলকর্মীরা।

সম্প্রতি সুকনা থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত ট্র্যাক এবং স্লিপার বদলেছে রেল। কাঠের পুরোনো স্লিপার তুলে দিয়ে কংক্রিটের স্লিপার বসানো হয়েছে। কিন্তু এরপরও এই এলাকাতে পাঁচবারেরও বেশি টয়ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে অতিসম্প্রতি। তাই টয়ট্রেনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন করা দরকার, তেমনই প্রয়োজন সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের। এমনটাই মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'কিছুদিন আগে একটি বৈঠক হয়েছিল। আমরা সেখানে বলে এসেছি, আগে দখলদারি সরাতে হবে এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। বিষয়টি আবারও লিখিতভাবে রেলকে জানাচ্ছি।'

ডিএইচআর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসু বলছেন, 'গোটা পথেই দখলদারির একটা সমস্যা রয়েছে। এটার সমাধান প্রয়োজন। তারজন্য রেলকে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমন্বয় কমিটি তৈরি করে কাজ করতে হবে।'

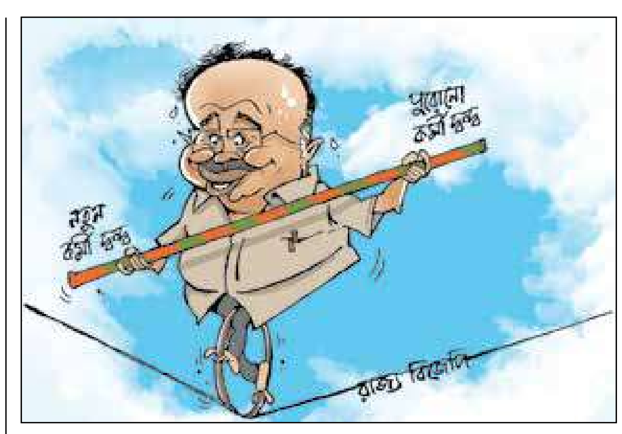

সংঘের চাপে বঙ্গে পদ্ম সভাপতি শমীক

প্রথম পাতার পর

নাম চূড়ান্ত করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি দলের রাজ্য শাখার মুখপাত্রের দায়িত্ব সামলেছেন। সংঘ-ঘনিষ্ঠ শমীক এখন রাজ্যসভার সাংসদ।

রাজ্য সভাপতির দৌড়ে অবশ্য রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নাম শোনা গিয়েছিল। সুকান্তকেও রেখে দেওয়া হতে পারে আলোচনা ছিল গেরুয়া শিবিরে। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে শমীকের শিকে ছিঁড়ল, তার পিছনে সংঘের ভূমিকাই প্রধান। কেননা, এবার বাংলায় রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে দলের রাশ হাতে রাখতে মরিয়া ছিল আরএসএস। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সংঘ সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, তাদের পছন্দই চূড়ান্ত বলে মানতে হবে।

আরএসএস-এর এই একরোখা মনোভাবের জন্যই যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জগৎপ্রকাশ নাড্ডার উত্তরসূরি বাছতে দেরি হচ্ছে, তেমনই রাজ্যেও অনেক গড়িমসি চলল। ২৬-এর বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকাবিলায় মহিলা মুখ হিসাবে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নাম নিয়েও চর্চা হয়েছিল। খবর ছড়ায় যে, অগ্নিমিত্রাকে রাজ্য সভাপতি পদে দেখতে চান শুভেন্দু। সেই প্রস্তাবে সরাসরি না বলে দেয় সংঘ।

সংঘের পছন্দের তালিকায় দিলীপ ঘোষ থাকলেও তিনি দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের দিন গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর তাঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বদল হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্যে সংঘাতে জড়িয়ে পড়াকেও ভালোভাবে নেয়নি সংঘ ও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেই পরিস্থিতিতে দলের বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও শমীকের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে।

সভাপতি হওয়ার পর যাতে গোষ্ঠীতন্ত্রে বিব্রত হতে না হয়, সেজন্য প্রথম দিনই যথেষ্ট সাবধানী ছিলেন শমীক। তিনি বলেন, 'বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে হলেন, তার ওপর রাজ্য রাজনীতি নির্ভর করে না। রাজ্যের মানুষ এই সরকার বদলের জন্য মুখিয়ে রয়েছে।' বুধবারই দিল্লি থেকে কলকাতা ফেরেন শমীক। দমদম বিমানবন্দরে নেমে বাড়ি ফেরার পথে ফোন পান সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য শমীককে নির্দেশ দেন তিনি। এরপর বাকি পর্ব ছিল নেহাতই নিয়মরক্ষার।

বিজেপির প্রথম রাজ্য সভাপতি হরিপদ ভারতীর হাত ধরে রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল শমীকের। দিলীপ কার্যত ব্রাত্য হওয়ার পর শমীকের সভাপতি হওয়ার খবরে উজ্জীবিত আদি বিজেপি। তাদের উদ্দেশে প্রথমেই শমীকের বার্তা, নতুন-পুরোনো সকলকে নিয়েই চলবে বিজেপি। তাঁর কথায়, 'আটের দশকে যাঁরা জামানত বাজেয়াপ্ত হবে নিশ্চিত জেনেও নিজের গচ্ছিত টাকা ভেঙে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তাঁদের মনে না রাখলে বিজেপি কোনওদিন সফল হতে পারবে না।'

টোটো দুর্ঘটনা

গয়েরকাটা, ২ জুলাই : বাবার নতুন কেনা টোটোয় বন্ধুদের চাপিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল নাবালক। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে অন্য আরেক নাবালক সহ দুজন। বুধবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়া এলাকায়। বাংকুবাজার এলাকার বাসিন্দা নাবালক শাজাহান আলম তার বাবার টোটোতে চার বন্ধুকে চাপিয়ে তেলিপাড়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। ফেরার পথে প্রধানপাড়া পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি রাস্তার পাশের গর্তে উলটে পড়ে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। এদিকে, সেই দুর্ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে, কেন নাবালকরা টোটো চালাবে। কেন প্রশাসনের নজরদারি থাকবে না।

বিনাশ্রম কারাদণ্ড

প্রথম পাতার পর

কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল, সেটা হাসিনার বলে অভিযোগে তাঁর ও শাকিলের বিরুদ্ধে ট্রাইবিউনালে মামলা দায়ের করেছিল বাংলাদেশ সরকার। ওই ট্রাইবিউনালে বাংলাদেশের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বুধবার জানান, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলাকারী, তদন্তকারী কর্মকর্তা সহ যাঁরা বিচারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের হত্যা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ওই অডিওতে একাধিক হুমকি দিতে শোনা গিয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে।

অন্তর্বর্তী সরকারের দায়ের করা সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সাজা দিয়েছে ট্রাইবিউনাল। বিচারপতিরা সাফ জানিয়েছেন, দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা এবং শাকিল যেদিন আত্মসমর্পণ করবেন অথবা পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে, সেদিন থেকে এই সাজা কার্যকর হবে। যে ফোনালাপকে ধরে মামলা এগিয়েছে, সেটি সত্য বলে দাবি করেছে সরকার। হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী একগুচ্ছ মামলা চলছে বাংলাদেশে। মঙ্গলবার জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তিতে হাসিনার উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, 'স্বৈরাচার যেন আর কখনও ফিরে আসতে না পারে, সেজন্য দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা প্রতিবছর এই দিনটা উদযাপন করব যাতে আবার এই অভ্যুত্থান করার জন্য ১৬ বছর অপেক্ষা করতে না হয়। যাতে স্বৈরাচারের চিহ্ন দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ আমরা তার বিনাশ করতে পারি।'

বাপিকে ছাড়

প্রথম পাতার পর

কিন্তু অদ্ভুতভাবে দেখা যাচ্ছে বাপি গোস্বামীর ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া চলেছে। এই ধরনের বৈষম্য নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে।

বাপি রায় বলেন, 'আমার সঙ্গে যা ঘটছে সেটা মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। আমি পেশায় একজন শিক্ষক। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যথেষ্টই অপমানিত হয়েছি। আমি বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্ব পর্যন্ত জানিয়েছি।' প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা জেনেছি খুব সম্প্রতি রাজ্য সভাপতি পরিবর্তন হবে। যিনি দায়িত্ব পাবেন তাঁর কাছে আমাদের অনুরোধ দলের শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হোক। দিনের পর দিন এইসব অত্যাচার আর মুখ বুঝে সহ্য করা যায় না। রাজ্য নেতৃত্ব যদি কোনও পদক্ষেপ না করে তাহলে আগামীতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে ব্যবস্থা আমাদেরই নিতে হবে।'

অন্ধকারেই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

প্রথম পাতার পর

নিতে আসা দু'চারজন অতিথি শিক্ষকের বদান্যতায় জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে চলছে দুই বিশ্ববিদ্যালয়। মংপুর আইটিআইয়ে বোর্ড সাঁটিয়ে চালানো হচ্ছে হিল বিশ্ববিদ্যালয়। পাহাড়ের এক কোণে থাকা ওই এলাকায় যাতায়াত বা থাকার ব্যবস্থা নেই। পড়ুয়াদের জন্য করা হয়নি হস্টেলের ব্যবস্থা। ফলে ক্লাস হয় না বললেই চলে। কয়েকটি কলেজের শিক্ষকদের মাঝেমধ্যে ক্লাস নেওয়ার জন্য বলেকয়ে রাজি করিয়েছিলেন প্রশাসনের কর্তারা। তবে তাঁদের থাকা বা যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক না মেলায় শিক্ষকরা মংপুমুখী হচ্ছেন না।

ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘটা করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা প্রচার করা হয়েছিল তার দুর্দশায় হতাশ পাহাড়ের শিক্ষাবিদ থেকে নেতা সকলেই। জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার কথা, 'আমরা বারবার রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে অনুরোধ করেছি দ্রুত পরিকাঠামো তৈরি এবং শিক্ষক নিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয় সচল কার হোক। সত্যি কথা বলতে, যতটা গুরুত্ব দিয়ে কাজ হওয়া দরকার তা হয়নি। আবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।' দার্জিলিংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক অমর লামার বক্তব্য, 'মংপুতে যা হচ্ছে সেভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ করা দরকার।'

স্থানীয়রা রসিকতা করে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়েছেন 'ভ্রাম্যমাণ বিশ্ববিদ্যালয়'। ২০২১-এ শুরুর সময় একটি সরকারি ভবনও জোটেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালে। বালুরঘাটের উত্তর চকভবানী এলাকার এক চিকিৎসকের বাড়ি ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছিল। ২০২৩ সালে ঠিকানা বদলে বিশ্ববিদ্যালয় চলে যায় বালুরঘাট মহিলা কলেজের একটি ভবনে।

বছর খানেক আগে দ্বিতীয়বার জায়গা বদলে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম চলছে বালুরঘাট বিএড কলেজের একটি পরিত্যক্ত হস্টেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিমানবন্দরের পাশে একটি জমি চিহ্নিত হলেও যা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। কাগজে-কলমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ-দুয়েক পড়ুয়া রয়েছে। তবে আদৌ তাঁরা কতটা শিক্ষা পাচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দশায় ক্ষুব্ধ জেলার শিক্ষক মহল। সাহিত্যিক বিশ্বনাথ লাহার কথা, 'একটি বেসরকারি সংস্থার ঘরে বিশ্ববিদ্যালয় চলছে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।'

যদিও আশা ছাড়ছেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রণবকুমার ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা সবরকমভাবেই চেষ্টা করছি। সমস্যা কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিতভাবেই পদ্ধতিগতভাবে এগিয়ে যাবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, পরিকাঠামো তৈরির আর্থিক সহযোগিতা পেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ১২-বি ধারায় অনুমোদন পাওয়া বাধ্যতামূলক। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনওটিই এখনও সেই অনুমোদন পায়নি। ডিগ্রি প্রদানের জন্য মঞ্জুরি কমিশনের বাধ্যতামূলক ২-এফ ধারায় অনুমোদন আছে কি না তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। সবমিলিয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠেছে হাজারো প্রশ্ন। (চলবে)

বুমরাহর খেলা উচিত ছিল

তোপ শাস্ত্রীর

ফিট থাকলেও দ্বিতীয় টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে ঝুঁকি নিল না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : জল্পনামাফিক বিশ্রামে জসপ্রীত বুমরাহ।

ঘুরে দাঁড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে নেই দলের এক নম্বর বোলিং অস্ত্র। টসের সময় শুভমান গিল প্রথম একাদশ ঘোষণার পর সবাই অবাক বুমরাহকে না দেখে। সিরিজে টিকে থাকার ম্যাচেই কিনা নেই বিশ্বের এক নম্বর পেসার!

রবি শাস্ত্রীর ঠিক এই প্রশ্নটা তুলে গত সাতদিন ম্যাচ ছিল না। ক্রিকেটাররা বিশ্রামেই ছিলেন। তারপরও বিশ্বের সেরা পেসারকে বিশ্রাম! বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছে। বুমরাহর খেলা উচিত ছিল।'

শাস্ত্রীর মতে, বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তও। সহ ধারাভাষ্যকার মাইকেল আথারটন জানান, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর বোধগম্য নয়। জবাবে শাস্ত্রীর সংযোজন,

কুলদীপ না থাকায় ক্ষুব্ধ সানি

আমার চোখে অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ লাগছে। বুমরাহ যদি ফিট থাকে, তাহলে অবশ্য খেলা উচিত। এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা অনুচিত। অথচ, উলটো পথেই হাঁটল ভারতীয় থিংকট্যাংক।

রবি শাস্ত্রী

এরকম উইকেটে কুলদীপকে না খেলানো অবাক করার মতো পদক্ষেপ। বার্মিংহামের পিচে বাড়তি স্পিন ধরে। স্পিনাররা সাহায্য পায় এখানে। অথচ, কুলদীপ রিজার্ভ বেঞ্চে!

সুনীল গাভাসকার

গৌতম গম্ভীর, শুভমান গিলকে একহাত নিলেন। রেহাই দেননি বিশ্রাম নেওয়া বুমরাহকেও। প্রাক্তন হেডকোচের যুক্তি, প্রথম দুই টেস্টের মাঝে সাতদিনের ব্যবধানে। তারপরও বুধবার শুরু বার্মিংহাম টেস্টে বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া অযৌক্তিক!

চলতি সিরিজের কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম সদস্য শাস্ত্রীর সাফ কথা, 'বিশ্বসেরা পেসারকে এভাবে বসিয়ে রাখা মানতে পারছি না। সবথেকে বড় কথা 'আমার চোখে অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ লাগছে। বুমরাহ যদি ফিট থাকে, তাহলে অবশ্য খেলা উচিত। এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা অনুচিত। অথচ, উলটো পথেই হাঁটল ভারতীয় থিংকট্যাংক।'

টসের সময় শুভমান গিল জানান, দ্বিতীয় টেস্ট অবশ্যই দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরের লর্ডস টেস্টের পিচ অনেক বেশি পেস সহায়ক, প্রাণবন্ত থাকবে। তরতাজা বুমরাহকে যে ম্যাচে দরকার। সেই ভাবনা থেকেই এই পদক্ষেপ।

শাস্ত্রী যদি এহেন যুক্তি মানতে নারাজ। পালটা দাবি, ভারত ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে। ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ এটা। সিরিজে টিকে থাকতে জিততেই হবে পরিস্থিতি। অথচ, প্রধান বোলিং অস্ত্রকেই বিশ্রাম। যে পদক্ষেপের কোনও যুক্তি খাটে না। কোনও যদি, কিন্তু, অজুহাত নয়, বুমরাহর খেলা উচিত ছিল।

তোপ থেকে রেহাই পায়নি বুমরাহও। শাস্ত্রীর দাবি, ফিট থাকলে কে খেলবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শেষ কথা বলা উচিত হেডকোচ-অধিনায়কের। কোনও ক্রিকেটারের হাতে তাঁর খেলার বিষয়টি থাকা উচিত নয়। সুনীল গাভাসকারের গলাতেও 'দলের আগে ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার' দেওয়ার অভিযোগের সুর।

পাশাপাশি ভারতীয় একাদশে কুলদীপ যাদবের না থাকা মেনে নিতে পারছে না। আঙুল তুললেন গৌতম গম্ভীরদের দিকে। গাভাসকারের মতে, দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপ থাকলে বোলিং ব্রিগেড অনেক শক্তিশালী হত। ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে গিয়ে সেই সুযোগ হাতছাড়া করল ভারত।

গাভাসকার বলেছেন, 'এরকম উইকেটে কুলদীপকে না খেলানো অবাক করার মতো পদক্ষেপ। বার্মিংহামের পিচে বাড়তি স্পিন ধরে। স্পিনাররা সাহায্য পায় এখানে। অথচ, কুলদীপ রিজার্ভ বেঞ্চে! আমাকে অবাক করেছে ভারতীয় থিংকট্যাংকের যে পদক্ষেপ।' গাভাসকারের দাবি, ওয়াশিংটন সুন্দর ও নীতিশ কুমার রেড্ডিকে নেওয়া কার্যত নেতিবাচক পদক্ষেপ।

গম্ভীরদের তুলোধোনা করে সানি বলেছেন, 'রান করার দায়িত্ব টপ অর্ডারের। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং সফলও। ৮৩০-এর বেশি রান করেছে দুই ইনিংস মিলিয়ে। তারপরও ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোকে অগ্রাধিকার! আর টপ অর্ডার যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ওয়াশিংটন, নীতিশদের দিয়েও কিছু হবে না। ওরা ১-০ এগিয়ে। জেতার জন্য ঝাঁপাতে হবে ভারতকেই। সেক্ষেত্রে ২০ উইকেট নিতে পারে, এমন বোলিং কম্বিনেশনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার ছিল।'

সাফ খেলোয়াড়রা বিদেশি বলে গণ্য হবেন না

পদত্যাগ মানোলোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : অবশেষে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার পথেই হেঁটে জাতীয় দলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন মানোলো মার্কুয়েজ।

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির এদিনের সভাই ছিল মূলত জাতীয় দলের হেড কোচকে নিয়ে। তিনি বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ ড্র হওয়ার পরই সরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হংকং ম্যাচের পর যে তিনি আর থাকবেন না, এই কথা প্রকাশ্যেই জানান মে মাসে শিবির শুরু হওয়ার পর। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই জুন মাস থেকেই নতুন করে দুই বছরের চুক্তি ছিল এআইএফএফের। তাই হংকং ম্যাচে হারের পরও চুক্তিসংক্রান্ত জটিলতা থেকেই মানোলোর সরে যাওয়ার বিষয়টি সহজ ছিল না। তাছাড়া ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে নিশ্চিত করতে চাইছিলেন যে আগের কোচ ইগর স্টিমাকের এই স্প্যানিশ কোচ যেন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর এআইএফএফ বা কর্তাদের সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ্যে না আনেন। একইসঙ্গে তাঁর চুক্তি থাকার ফলে মানোলো যাতে কোনও আর্থিক দাবিদাওয়া না রাখতে পারেন, সেই বিষয়েও নজর ছিল ফেডারেশন কর্তাদের। এই স্প্যানিশ কোচ অবশ্য নিজেই আগ্রহী ছিলেন দায়িত্ব ছাড়তে। তাই তিনি রাজি হয়ে যান এআইএফএফ কর্তাদের শর্তে। এদিনের সভায় শুধুমাত্র মানোলোর পদত্যাগের কথা জানানো হয় মাত্র।

ফেডারেশনের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা

এআইএফএফ ও মানোলো পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দুই তরফেরই কোনওরকম আর্থিক দায়ভার ছাড়া। ওঁকে জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এরপর ফেডারেশন নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দেবে।

এম সত্যনারায়ণ
সহকারী মহাসচিব, এআইএফএফ

পরে ফেডারেশনের সহকারী মহাসচিব এম সত্যনারায়ণ বলেছেন, 'এআইএফএফ ও মানোলো পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দুই তরফেরই কোনওরকম আর্থিক দায়ভার ছাড়া। ওঁকে জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এরপর ফেডারেশন নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দেবে।' মজার কথা হল, ইগর স্টিমাককে সরিয়ে মানোলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয় রাতারাতি। সেই সময় নিয়মমাফিক কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। অন্দরের খবর, এবারও নাম কা ওয়াস্তে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও কোচ নেওয়ার বিষয়ে শেষ কথা বলবেন সেই কল্যাণই।

এদিকে, এই সভাতেই সভাপতি ও ফেডারেশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খোলায় বাইচুংকে কেন শোকজ করা হবে না, তা নিয়ে সরব হন সদস্যরা। আলোচনা হলেও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এদিন হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। এদিন কোচের বিষয় ছাড়া এমআরএ নিয়ে আলোচনা হলেও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি ফেডারেশন। তবে অবনমন এবারও চালু না করার যে দাবি এফএসডিএল করেছে তা মেনে নেওয়া হচ্ছে। সাফ দেশগুলির থেকে কোনও ফুটবলার ক্লাব নিলে তাঁকে বিদেশি ফুটবলার বলে গণ্য করা হবে না। তবে এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকছে কি না তা পরিষ্কার নয়।

অর্শদীপ-কুলদীপকে না দেখে অবাক সৌরভ

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে দোলাচল ছিলই। শেষপর্যন্ত এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশে নেই বুমরাহ। তাঁর অনুপস্থিতিতে মনে করা হয়েছিল অর্শদীপ সিং ও কুলদীপ যাদবকে দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে। বাড়বে ভারতীয় দলের বোলিং বৈচিত্র্য ও শক্তিও। বাস্তবে সেটাও হয়নি।

এজবাস্টন টেস্টে বুমরাহর পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য আকাশ দীপ। আর দ্বিতীয় স্পিনার

বিস্মিত ব্রডও

হিসেবে দলে ঢুকেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্তে বিস্মিত ক্রিকেট সমাজ। সেই দলে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন জোরে বোলার স্টুয়ার্ট ব্রড যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। প্রথমদিনের খেলার চা পানের বিরতির সময় সম্প্রচারকারী চ্যানেলে অবাক সৌরভ বলে ফেলেছেন, 'এজবাস্টনের এই পিচে অর্শদীপের মতো বোলারকে প্রয়োজন ছিল। একে তো ও বাঁহাতি পেসার। উপরি হিসেবে দুইদিকে বল সুইং করানোর দক্ষতা রয়েছে ওর। আমার মনে হয় অর্শদীপকে প্রয়োজন ছিল ভারতের।' অর্শদীপের মতো রিস্ট স্পিনার কুলদীপকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে না দেখে অবাক সৌরভ। বলেছেন, 'দলের বোলিং বৈচিত্র্যের কারণেই এজবাস্টনের পিচে কুলদীপের মতো আক্রমণাত্মক স্পিনারের প্রয়োজন ছিল। জানি না কেন অর্শদীপ-কুলদীপদের কথা ভাবা হল না।' সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সৌরভের মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারও। অর্শদীপের দুইদিকে সুইং করানোর স্কিল ভারতের জন্য 'এক্স' ফ্যাক্টর

এজবাস্টনের এই পিচে অর্শদীপের মতো বোলারকে প্রয়োজন ছিল। একে তো ও বাঁহাতি পেসার। উপরি হিসেবে দুই দিকে বল সুইং করানোর দক্ষতা রয়েছে ওর।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

হতে পারত বলে মনে করছেন সানি।

ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে বুমরাহকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে দেখতে না পেয়ে অবাক ব্রডও। বিলেতের স্কাই স্পোর্টস চ্যানেলে ব্রড আজ বলেছেন, 'হেডিংলে টেস্টের পর দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে এক সপ্তাহ সময় ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, একজন পেসারের জন্য এক সপ্তাহ বিশ্রাম যথেষ্ট। বুমরাহর সিদ্ধান্তে আমি অবাক। পাঁচ টেস্টের সিরিজে এভাবে বাছাই করে তিনটি টেস্ট খেলার ঘটনা নিশ্চিতভাবেই বিরল।'

অলিম্পিক আয়োজনের দৌড়ে ভারত

লুসানে, ২ জুলাই : একদিন আগেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) জানিয়েছিল ভবিষ্যতে অলিম্পিকের শহর নির্বাচন পদ্ধতি কিছুদিন স্থগিত করা হল। মঙ্গলবার সুইৎজারল্যান্ডের লুসানে শহরে উপস্থিত হয়ে ভারতের প্রতিনিধি দল অলিম্পিক আয়োজনের দৌড়ে ঢুকে পড়ল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক, গুজরাট সরকারের মন্ত্রী সহ ছিলেন ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রধান পিটি ঊষা। ভারতের তরফে আয়োজক শহর হিসেবে আহমেদাবাদের নাম জানানো হয়েছে।

২০৩২ সালের অলিম্পিক আয়োজনের দায়িত্ব আগেই পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন। নতুন আইওসি প্রধান ক্রিটসি কোভেন্ট্রি দায়িত্ব পেয়ে জানিয়েছিলেন অলিম্পিকের জন্য নতুন শহর বাছাইয়ের কাজ কিছুদিন বন্ধ থাকবে। কারণ সদস্য দেশগুলির আরও কিছুদিন সময় প্রয়োজন। ঊষা বলেছেন, 'ভারতে অলিম্পিক গেমস শুধুমাত্র একটা অসাধারণ ক্রীড়া অনুষ্ঠানই হবে না এর প্রভাবও হবে সুদূরপ্রসারী।' ভারতের সঙ্গে ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের দৌড়ে রয়েছে সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও চিলিও।

ভারত-পাক মহারণ হয়তো ৭ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : অনিশ্চয়তা কাটেনি। শেষ পর্যন্ত হবে কিনা, এখনও স্পষ্ট নয়। সরকারি ঘোষণাও হয়নি। কিন্তু আজ সর্বভারতীয় এক দৈনিকে এশিয়া কাপ নিয়ে নয়া আশার কথা শোনানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে হতে চলেছে এশিয়া কাপ। সম্ভবত ৫ সেপ্টেম্বর শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ২১ সেপ্টেম্বর হবে ফাইনাল। টি২০ ফরম্যাটের এই প্রতিযোগিতা নিয়ে যাবতীয় জটিলতা কেটে গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জানা গিয়েছে এশিয়া কাপ শেষ পর্যন্ত হলে সেখানে ভারত বনাম পাকিস্তানের অন্তত দুইটি ম্যাচ থাকছেই। দুই প্রতিবেশী প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠতে পারলে ম্যাচের সংখ্যা তিন হয়ে যাবে।

এশিয়া কাপ

পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার প্রতিবাদে নরেন্দ্র মোদি সরকারের তরফে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে কড়া জবাব দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে। তারপর থেকে ধরেই নেওয়া হয়েছে, দুই প্রতিবেশীকে বাইশ গজের লড়াইয়ে আর দেখা যাবে না। যদিও সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতির সামান্য বদল হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। বড় অঘটন না হলে দুবাইয়ে এশিয়া কাপের আসরে দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেটীয় যুদ্ধ দেখার পরিস্থিতি ফের তৈরি হচ্ছে। গতকাল দুবাইয়ে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠক ছিল। সেই বৈঠক নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি ঠিকই। সূত্রের খবর, সেপ্টেম্বরে দুবাইয়েই হতে চলেছে এশিয়া কাপ। আর সেখানে ফের পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যাবে সূর্যকুমার যাদব, বাবর আজমদের।

আত্মজীবনীতে দাবি ধাওয়ানের

ঈশানের দুশোতেই ইতি তাঁর কেরিয়ার!

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : নির্বাচকরা নয়, তাঁর বর্ণময় ওডিআই কেরিয়ার শেষ করেছে ঈশান কিষান! এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি স্বয়ং শিখর ধাওয়ানের। প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারের মতে, ঈশান যেদিন ভারতের হয়ে ওডিআই ফর্ম্যাটে দ্বিশতরান করেন, সেদিনই বুঝে গিয়েছিলেন তাঁর দিন শেষ।

শিখর বরাবরই ঘোর বাস্তববাদী। অন্যের দিকে আঙুল তোলার বদলে নিজেকে আয়নায় দেখতে পছন্দ করেন। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ে তাই পালটা ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায়নি। শিখরের আত্মজীবনী 'দ্য ওয়ান' বইয়ের ছত্রে ছত্রে সেই মানসিকতার প্রতিফলন।

বীরেন্দ্র শেহবাগ-গৌতম গম্ভীর জমানা শেষে নতুন ওপেনার খোঁজা হচ্ছিল। রোহিত শর্মার সঙ্গে যে শূন্যতা পূরণ করেন শিখর। বিগমঞ্চের প্লেয়ার। আইসিসি টুর্নামেন্টে বরাবর শিখরের ব্যাট চওড়া। ২০২২ সালের যে সফল ওডিআই কেরিয়ারে ইতি পড়ে।

সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনীতে যে সময়টাকে তুলে ধরেছেন। শিখর লিখেছেন, 'ওই বছর বেশ কয়েকটা ৫০-৬০-৭০ করেছিলাম। তবে সেঞ্চুরি আসছিল না। যেদিন ঈশান কিষান ২০০ করল, তখনই ভেতর থেকে একটা আওয়াজ এল--তোমার দিন শেষ। সেটাই শেষপর্যন্ত ঘটেছিল।'

বাদ পড়ার পর বন্ধুবান্ধব, পরিজনকে পাশে পেয়েছেন। তবে ভারতীয় দলের সতীর্থদের থেকে যে বার্তা পাবেন আশা করেছিলেন, তা পাননি। তবে ক্ষোভ নয়, এক্ষেত্রে শিখরের যুক্তি, প্রত্যেকের ব্যস্ত সূচি। ক্রিকেট, পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন। এটাই স্বাভাবিক। তবে রাহুল দ্রাবিড় মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। কথাও হয় দুজনের মধ্যে। ব্যাস এটুকুই।

শিখরের জীবন দর্শন-ক্রিকেট থেকে যা পেয়েছেন, তাতেই তিনি খুশি। মনে করেন, এটাই তার প্রাপ্য ছিল। ছোট থেকে ভারতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখতেন। কল্পনা করতেন, দেশের হয়ে প্রচুর রান করছেন। শেষপর্যন্ত যে স্বপ্ন সফল হয়েছিল। আর কী পাওয়ার থাকতে পারে।

ওডিআইয়ে যতটা সফল, টেস্টে ততটা নয়। তবে ৩৩ টেস্টের কেরিয়ারে চল্লিশের কাছাকাছি ব্যাটিং গড়কে খারাপ বলতে নারাজ শিখর। বলেছেন, 'ওপেনার হিসেবে আমার গড় ৪০। খারাপ নয়। মানছি দুইবার ইংল্যান্ড সফরে গেলেও সাফল্য পাইনি। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলাম। এটাই জীবন। সব সময় সবকিছু ঠিকঠাক যায় না।'

মা ও বাবার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন শিখর ধাওয়ান। বুধবার।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অনুশীলনের পথে স্টিভেন স্মিথ। বুধবার।

স্লিপে ফিল্ডিং করবেন না স্মিথ

সেন্ট জর্জেস, ২ জুলাই : অজ্ঞাতপরিচয় এক ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ। গায়ানার একটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, এক কিশোরী সহ মোট ১১ জন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক ক্রিকেটারের শিকার। যদিও সরকারি খাতায় এই নিয়ে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট দলের কোচ ড্যারেন স্যামি বলেছেন, 'বিষয়টি নিয়ে সকলেই অবগত। আমার দলের প্লেয়ারদের খুব ভালোভাবে চিনি। ওদের সঙ্গে কথাও বলেছি। বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'সবটাই এখন অভিযোগ। তদন্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড এই ঘটনার কোনও অন্তর্তদন্ত শুরু করেছে কি না, তা স্পষ্ট করেননি স্যামি।

বিচারব্যবস্থায় আস্থা স্যামির

এদিকে, বার্বাডোজ টেস্টে আম্পায়ারের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলায় জরিমানা গুনতে হয়েছে ড্যারেনকে। বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট দলের কোচ জানিয়েছেন, আম্পায়ারের প্রতি তাঁর কোনও ব্যক্তিগত ক্ষোভ নেই। আর ম্যাচ অফিশিয়ালরা তাঁদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় টেস্টে চোট সারিয়ে এই ম্যাচে দলে ফিরেছেন স্টিভেন স্মিথ। খেলবেনও। তবে আঙুলের চোট পুরোপুরি না সারায় স্লিপে ফিল্ডিং করতে দেখা যাবে না তাঁকে। যদিও জোরে বোলারদের বিরুদ্ধে গত দুইদিন নেটে অনুশীলন করেছেন স্মিথ। তাতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের দলে সুযোগ পাননি তিনি। চোট সারিয়ে পুরো ফিট হওয়ার লক্ষ্যে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আপাতত রিহ্যাব চলছে মহম্মদ সামির। সম্প্রতি নেটে বোলিংও শুরু করেছেন তিনি।

সংবাদমাধ্যমের সামনে হাসিন জাহান। বুধবার।

এমন অবস্থায় সামি কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন। গার্হস্থ্য হিংসা মামলায় স্ত্রী হাসিন জাহান ও কন্যার জন্য মাসে চার লক্ষ টাকা খরচ জোগাতে হবে সামিকে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এই নির্দেশ দিয়েছেন। যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, স্ত্রীর জন্য মাসে দেড় লক্ষ টাকা ও কন্যার জন্য মাসে আড়াই লক্ষ টাকা দিতে হবে সামিকে। কলকাতা হাইকোর্টের এমন নির্দেশের পর নিশ্চিতভাবেই বেকায়দায় সামি। গার্হস্থ্য হিংসা মামলার শুনানি যতদিন চলবে, ততদিনই স্ত্রী-কন্যার জন্য এই অর্থ দিয়ে যেতে হবে সামিকে। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় পেসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ২০১৪ সালে হাসিনের সঙ্গে সামির বিয়ে হয়েছিল। ২০১৮ সালে যাদবপুর থানায় সামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন হাসিন। তারপর থেকেই বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন।

একসময়ে আই লিগে খেলা দলগুলির প্রত্যাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : আইএসএলের দলের পরিবর্ত হিসাবে একাধিক নতুন এবং পুরোনো ক্লাবকে এবার দেখা যাবে ডুরান্ড কাপে খেলতে।

আর দিনকয়েকের মধ্যেই এবারের ডুরান্ড কাপের সূচি প্রকাশিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। যা খবর তাতে আয়োজক সেনাবাহিনীর তরফে সম্ভবত যোগাযোগ করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে। তাঁর হাত দিয়েই সূচি প্রকাশিত হতে পারে এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের। রাষ্ট্রপতি ভবনে ওই অনুষ্ঠানের পরই সরকারিভাবে ঢাকে কাঠি পড়বে ডুরান্ডের। এবছরের টুর্নামেন্টে আইএসএলের দলগুলির মধ্যে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছাড়া ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাব এফসি, জামশেদপুর এফসি এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। আই লিগের নামধারী এফসি, রিয়াল কাশ্মীর ও এবারই উঠে আসা ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে রেখে সূচি সাজানো হয়েছে। এছাড়া শিলং লাজং এফসি, মেঘালয়েরই আর এক দল রাংদাজিয়েদ এফসি-কেও দেখা যাবে এই টুর্নামেন্টে। এই রাংদাজিয়েদ এর আগে একটা সময়ে আই লিগে খেলত। নেরোকা এফসি, ট্রাউ এফসি-র পাশাপাশি আসামের বোড়োল্যান্ড এফসি-কেও বহুদিন বাদে জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টে খেলতে দেখবেন ফুটবল ভক্তরা। অসম থেকে এছাড়াও থাকছে মর্নিং স্টার ফুটবল ক্লাব। বেঙ্গালুরুর দল সাউথ ইউনাইটেড এফসি ও ওয়ান লাদাখও এবারই প্রথম খেলবে। সামরিক বাহিনীর তরফে খেলবে এয়ারফোর্স ফুটবল দল, ইন্ডিয়ান নেভি ফুটবল দল, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ফুটবল দল, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ ফুটবল দল ও ইন্ডিয়ান আর্মি ফুটবল দল। বিদেশি দুই দল হিসাবে ডুরান্ডে খেলবে নেপালের ত্রিভুবন আর্মি ও মালয়েশিয়ান আর্মি ফুটবল দল।

এবারের ডুরান্ডে নতুনের সঙ্গে বহু পুরোনো ক্লাব

আগে বিভিন্ন সময়ে ডুরান্ড বা আইএফএ শিল্ডের মতো টুর্নামেন্টে এইসব অচেনা ক্লাবগুলি বহু সময়ে নামী দলগুলির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলে চমক দিয়েছে। এবারও তেমন কিছু হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বাংলাদেশকে ভাঙার পর উল্লাস ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভার।

৫ রানে ৬ উইকেট খুইয়ে হারল বাংলাদেশ

কলম্বো, ২ জুলাই : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য ছিল ২৪৫ রানের। একদিনের ক্রিকেটে আহামরি কোনও রান নয়। কিন্তু সেই রান তাড়ায় নেমেই ব্যাটিং ভরাডুবিতে ৭৭ রানে হারল বাংলাদেশ।

রান তাড়ার শুরুটা যদিও খারাপ হয়নি বাংলাদেশের। ১৬.২ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে তারা পৌঁছে গিয়েছিল ১০০ রানে। তারপরই আসে বিপর্যয়। ব্যক্তিগত ২৩ স্কোরে রান আউট হয়ে ফেরেন নাজমুল হোসেন শান্ত। এরপর ৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে তাদের স্কোর হয়ে যায় ১০৫/৮। সেই ধাক্কায় তারা অল আউট হয় ১৬৭ রানে। ৪ উইকেট পেয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা (১০/৪)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন কামিন্দু মেন্ডিস (১৯/৩)। প্রথম ইনিংসে শতরান করে শ্রীলঙ্কাকে টানেন অধিনায়ক চরিথ আসালাঙ্কা (১০৬)।

বৈভবের তাণ্ডবে জয় যুব ভারতের

নর্দাম্পটন, ২ জুলাই : প্রথম দুই ম্যাচে সেট হয়েও বড় রান পাননি। কিন্তু বুধবার অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে তাণ্ডব চালালেন বৈভব সূর্যবংশী। তাঁর দাপটে তৃতীয় একদিবসীয় ম্যাচে ৪ উইকেটে জিতে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বৃষ্টির জন্য এদিন ৪০ ওভারের ম্যাচ হয়। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ইংল্যান্ড শুরুটা ভালো করেছিল। অধিনায়ক থমাস রিউ (৭৬), ওপেনার বিজে ডকিন্সরা (৬২) রান পাওয়ায় ইংল্যান্ড ২৬৮/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। ৩ উইকেট পেয়েছেন কণিষ্ক চৌহান। ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ভারতের টার্গেট দাঁড়ায় ২৬৯ রান।

রানতাড়ায় নেমে কার্যনির্বাহী অধিনায়ক অভিজ্ঞান কুণ্ডুকে (১২) দ্রুত হারায় ভারত। এরপরই ঝড় তোলেন চলতি বছরের আইপিএলের আবিষ্কার বৈভব (৩১ বলে ৮৬)। ৩১ বলের ইনিংস ছয়টি চার ও নয়টি ছক্কায় সাজান তিনি। বৈভবকে যোগ্য সংগত দেন বিহান মালহোত্রা (৪৬)।

বৈভবের তৈরি করা মঞ্চে পরে ভারতকে জয় এনে দেন কণিষ্ক (অপরাজিত ৪৩) ও আরএস অম্বরীশ (অপরাজিত ৩১)। ভারত ৩৪.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ২৭৪ রান তুলে নেয়।

বুমরাহহীন ভারতকে ভরসা যশস্বী-গিলের

ভারত-৩১০/৫
(প্রথম দিনের শেষে)

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : জল্পনা ছিল।

তবে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ, জিততেই হবে পরিস্থিতিতে গৌতম গম্ভীররা এতবড় ঝুঁকি নেবেন, বিশ্বাস হচ্ছিল না অনেকেরই। ভুল ভাঙে টসের সময় শুভমান গিলের ঘোষিত একাদশে জসপ্রীত বুমরাহর নাম না দেখে!

ওয়ার্কলোডের কথা মাথায় রেখে বিশ্রামের বুমরাহ! অথচ প্রথম টেস্টের পর সাতদিনের লম্বা 'ছুটি'। তারপরও ওয়ার্কলোড, ধকল! দলে মোট তিনটি পরিবর্তন। নেই বি সাই সুদর্শন, শার্দূল ঠাকুরও। পরিবর্তে নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, আকাশ দীপ।

টসে জিতে বেন স্টোকস ফিল্ডিং নেন। ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতিতে যে সিদ্ধান্তেও চমক। যদিও প্রথম টেস্টে একই পথে হেঁটে বাজিমাতের পর তাঁকে কাঠগড়ায় তোলা মুশকিল। টস জয়ের সুবিধা তুলতে না পারলেও যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমানদের দাপটের মাঝেও ইংরেজ বোলারদের প্রয়াসে ত্রুটি ছিল না।

অর্ধশতরানে ফের দলকে ভরসা দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

লোকেশ রাহুল (২) শুরুতে আউট। জমে গিয়েও করুণ নায়ার (৩১), ঋষভ পন্থদের (২৫) বড় রান হাতছাড়া। জাজমেন্ট দিয়ে বল ছেড়ে বোল্ড নীতীশ (১)। ধাক্কাটা বুঝতে দেননি যশস্বী-শুভমান। যশস্বী (৮৭) সেঞ্চুরি মিস করলেও শুভমান (অপরাজিত ১১৪) ফিরলেন অধিনায়ক হিসেবে টানা দ্বিতীয় টেস্ট শতরানের নজির গড়ে। বসে পড়লেন বিজয় হাজারে, সুনীল গাভাসকার, বিরাট কোহলির পাশে।

হেডিংলের পর আজকের বার্মিংহাম- আরও এক অধিনায়কোচিত, দায়িত্বশীল ইনিংস শুভমানের ব্যাট থেকে। ভরসা জোগালেন অভিজ্ঞ জাদেজাও (৪১)। অন্তিম সেশনে অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটে শুভমান-জাদেজার ৯৯ রানের যুগলবন্দি। যার হাত ধরে দিনের শেষে ৩১০/৫ স্কোরের স্বস্তি নিয়ে ফেরা ভারতের।

বার্মিংহাম টিম ইন্ডিয়ার জন্য 'অভিশপ্ত' হলেও এখানকার সবুজের সমারোহ নজরকাড়া। মাঠভর্তি দর্শক, বার্মি আর্মির পাশে ভারত আর্মির সহাবস্থান- দুরন্ত যে ক্রিকেট আবহকে তুলির টানে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে দেখা গেল এক আঁকিয়ে সমর্থককে।

বাইশ গজে শিল্পীর ভূমিকায় দুই তরুণ তুর্কি যশস্বী-শুভমান। ব্যাট হাতে নিখুঁত তুলির টান। যেমনটি দেখা গিয়েছিল হেডিংলেতে। শুরুটা যশস্বীর, শেষে শুভমান। প্রথম ঘণ্টায় কিছুটা গুটিয়ে ছিলেন যশস্বী। একবার লেগবিফোর হতে হতে বেঁচে যান 'আম্পায়ার্স কল'-এর সৌজন্যে। বাকি সময়ে জাজবলের দাপট।

লোকেশ ফেরার পর (১৫/১) নায়ার-যশস্বীর লড়াকু জুটি। ঝুঁকিহীন গ্রাউন্ড শটে ভরসা রাখলেন। কপিবুক কভার ড্রাইভ, নিখুঁত ফুটওয়ার্কের প্রদর্শনীতে নায়ার প্রশংসা আদায় করে নেন গাভাসকারদের। যশস্বী অপরদিকে অফের দিকে রাজত্ব চালালেন। এরমধ্যে অনসাইডে স্টোকসকে মারা ব্যাডমিন্টনের ম্যানুয়াল থেকে তুলে আনা চোখধাঁধানো স্ম্যাশ শট!

১৪.৫ ওভারে জুটিতে ৮০ রান যোগ করে প্রথম সেশনে প্রত্যাশার ফানুস বাড়িয়ে দেন যশস্বীরা। কিছুটা খেলার গতির বিপরীতেই লাঞ্চের ঠিক আগে উইকেট হারানোর বদভ্যাস। ব্রাইডন কার্সের বাড়তি বাউন্স সামলাতে পারেননি নায়ার।

লাঞ্চে ৯৮/২। ক্রিজে শুভমান-যশস্বী। রানের গতিতে কিছুটা ব্রেক লাগলেও দুই তরুণের হাত ধরে পায়ের নীচের জমি কিছুটা শক্ত করে নেয় ভারত। জুটিতে ৬৬ রান যোগের পর যখন মনে হচ্ছিল প্রথম বিলেত সফরেই টানা দ্বিতীয় টেস্টেও শতরান পেতে চলেছেন, তখনই আউট যশস্বী।

স্টোকসের 'গোল্ডেন আর্ম'-এর জাদু। যশস্বীর পছন্দের অফস্টাম্প লাইনে বল রেখেই উইকেট লাভ। ক্রিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে দূরের বল চালাতে গিয়ে খোঁচা মেরে বসেন। শতরান থেকে তখন ১৩ রান দূরে, যা মানতে পারছিলেন না যশস্বী। স্টোকসের উচ্ছ্বাস, আম্পায়ারের আঙুল ওঠার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।

সাজঘরে ফেরার আগে অবশ্য বোঝান, প্রথম টেস্টে চার-চারটি ক্যাচ ফেলে দলকে ডোবানোর কাহিনী আপাতত অতীত। সামনের দিকে তাকাতে চান নতুন উদ্যমে। শুভমান কিন্তু ফেরেন সেঞ্চুরি পকেটে পুরেই। অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকে হেডিংলেতে শতরান। অভ্যাস জারি বার্মিংহামেও। আশিতম ওভারে জো রুটকে মারা জোড়া বাউন্ডারিতে সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি পূরণ। ধৈর্য ধরে ক্রিজে পড়ে থাকা, আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিংয়ের পুরস্কার।

ঋষভ অবশ্য থিতু হয়েও লম্বা ইনিংস খেলতে ব্যর্থ। ২০২২-এ এজবাস্টনেই জেমস অ্যান্ডারসন-স্টুয়ার্ট ব্রডদের ঠেঙিয়ে ১৪৬ রান করেছিলেন। এদিন শোয়েব বশিরকে ছক্কা হাঁকিয়ে শুরুতে সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক। যদিও ফের ছক্কার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে গিয়ে বশিরের শিকার।

নীতীশ যখন ফেরেন দলের স্কোর ২১১/৫। এখান থেকে জাদেজা-শুভমানের অবিচ্ছিন্ন ৯৯ রানের জুটিতে স্বস্তিটা বাড়িয়ে নেওয়া।

শতরানের পর ট্রেডমার্ক সেলিব্রেশন অধিনায়ক শুভমান গিলের।

ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে ছয় নম্বরে ঋষভ

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : প্রথম ইনিংসে ১৩৪। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৮। হেডিংলে টেস্টে দুই ইনিংসে শতরান করে ইতিমধ্যেই নজির গড়েছেন ঋষভ পন্থ। তাঁর জোড়া শতরানের পরও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে হারতে হয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে। সেই হারের যন্ত্রণা ভুলতে ইতিমধ্যেই এজবাস্টন টেস্টে অভিযান শুরু করে দিয়েছে শুভমান গিলের ভারত। আর তার মধ্যেই সামনে এসেছে ঋষভকে নিয়ে নয়া তথ্য। টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাংকিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছেন ঋষভ। অতীতে ২০২২ সালে ব্যাটারদের র‍্যাংকিয়ে একবার পাঁচ নম্বরে উঠেছিলেন ঋষভ। সেটাই আপাতত তাঁর সেরা কেরিয়ার র‍্যাংকিং। মনে করা হচ্ছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে ব্যাট হাতে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারলে টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে আরও উন্নতি করতে পারেন ঋষভ।

গার্সিয়ার গোলে কোয়ার্টারে রিয়াল

ফ্লোরিডা, ২ জুলাই : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ। গঞ্জালো গার্সিয়ার একমাত্র গোলে জুভেন্তাসকে হারাল মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

অসুস্থতার জেরে গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের একটিতেও খেলতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাচের শেষ মিনিট কুড়ি খেললেও সেই অর্থে দাগ কাটতে পারেননি। এদিকে, এমবাপের অনুপস্থিতিতে রিয়াল আক্রমণে ভরসা জুগিয়েছেন অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা গার্সিয়া।

শেষ আটে প্রতিপক্ষ ডর্টমুন্ড

এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দলই নিজেদের খানিক গুটিয়ে রেখেছিল। তার মধ্যেও জুভেন্তাসের র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানির শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। রিয়াল মাদ্রিদের ফ্রেডেরিকো ভালভের্দের শট বাঁচিয়ে দেন জুভেন্তাস গোলরক্ষক মিচেল ডি গ্রেগোরিও। গোটা ম্যাচজুড়ে অন্ততপক্ষে রিয়ালের ১০টি আক্রমণ তিনি একাই রুখে দেন। এদিকে, দ্বিতীয়ার্ধে খোলস ছেড়ে বেরোতেই গোল তুলে নেয় স্প্যানিশ জায়েন্টরা। জুভেন্তাস গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের বাড়ানো বল হেডারে জালে পাঠান ফাঁকায় থাকা গার্সিয়া।

দলের জয়ে খুশি মাদ্রিদের নতুন কোচ জাভি অলন্সো। প্রি-কোয়ার্টারে জয়ের পর তিনি বলেন, 'ম্যাচটা জেতার জন্য আমাদের ধৈর্য রাখতে হয়েছে। আরও একটা গোল করতে পারলে স্বস্তি পেতাম। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে খুশি।' গার্সিয়ার প্রশংসা করে জাভি বলেছেন, 'প্রতিনিয়ত ও নিজেকে উন্নত করছে। আমি আশাবাদী, কোয়ার্টার ফাইনালে গঞ্জালো আরও ভালো খেলবে।' গার্সিয়ার খেলা দেখে রিয়াল সমর্থকরা তাঁর নাম দিয়েছেন 'নতুন রাউল'। এই নিয়ে তরুণ স্ট্রাইকার বলেছেন, 'এটা বড় প্রাপ্তি। কোচ হিসাবে রাউলকে আমি দুই বছর পেয়েছি, ওঁর থেকে শিখেছি অনেক।'

মঙ্গলবার প্রি-কোয়ার্টারের অন্য ম্যাচে মন্তেরিকে ২-১ গোলে হারাল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। জার্মানির ক্লাবটির হয়ে দুটি গোলই করেন সেরহোউ গুইরেসি। শেষ আটে তাদের প্রতিপক্ষ রিয়াল মাদ্রিদ। রিয়াল-ডর্টমুন্ড মুখোমুখি হলেও মাঠে বেলিংহাম ভাইদের সাক্ষাৎ হচ্ছে না এই ম্যাচে। মাদ্রিদের জুড়ে বেলিংহামের খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে কার্ড সমস্যায় বরুসিয়ার জোবে বেলিংহামের কোয়ার্টারে খেলা হবে না।

জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে রিয়াল মাদ্রিদের জয়ের নায়ক গঞ্জালো গার্সিয়া।

দ্বিতীয় ম্যাচে একাধিক পরিবর্তন বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : কিছুটা থমথমে পরিবেশ।

প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তারওপর উমের মুত্তারের চোট যেন আরও চাপে ফেলে দিয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরকে।

আজ অভিষেক হতে পারে করণের

বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ছন্দে ফিরতে মরিয়া সবুজ-মেরুন শিবির। কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, 'দ্বিতীয় ম্যাচটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগের ম্যাচে ভুলত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সেই নিয়ে কাজও হয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'প্রতিপক্ষ কালীঘাট দল সম্পর্কে সেইভাবে কিছু ধারণা নেই। তবে ছেলেরা তৈরি রয়েছে। কলকাতা লিগে আমাদের মূল লক্ষ্য, দলের ডেভেলপমেন্ট করা।' রাজারহাটে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে অনুশীলন করে নৈহাটিতে ঘাসের মাঠে খেলতে কিছু সমস্যা হবে না বলে মনে করেন কোচ ডেগি।

দ্বিতীয় ম্যাচে বাগানের প্রতিপক্ষ কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন খুব একটা ছন্দে নেই। লিগে দুটি ম্যাচ খেলে একটি জয় ও একটি ড্র করেছে। এহেন দলের বিরুদ্ধে ছন্দে দলে একাধিক পরিবর্তন করতে চলেছেন বাগান কোচ কার্ডোজো। চোট পাওয়া উমেরের পরিবর্তে আদিত্য মণ্ডলকে খেলানো হবে। গোলে দীপ্রভাত ঘোষই খেলবেন। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে আদিত্যর সঙ্গী বিলাল সিভি। মাঝমাঠে সন্দীপ-মিগমা জুটিতেই আস্থা রাখতে পারেন ডেগি। তবে উইংয়ে সালাউদ্দিনের সঙ্গে গোগোচার শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে বাদ পড়তে পারেন পাসাং দোরজি তামাং। আপফ্রন্টে পানগামবাম ও তুষার বিশ্বকর্মাকে বসাতে চলেছে মোহনবাগান। পরিবর্তে শিলিগুড়ির করণ রাইয়ের সঙ্গে আদিল আবদুল্লা খেলতে পারেন। করণের মোহনবাগান জার্সিতে এটাই প্রথম ম্যাচ হতে চলেছে।

এদিকে ইরশাদ নামের কেরলের এক ১৯ বছরের ফুটবলারকে ট্রায়ালে ডেকেছে মোহনবাগান। দুবাইয়ের গালফ ইউনাইটেডের যুব দলের হয়ে খেলেছেন এই কেরালাইট ফুটবলার।

আজ কলকাতা লিগে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স

সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** নৈহাটি

ভবানীপুরের ৫ গোল, ড্র ডায়মন্ডের

কলকাতা, ২ জুলাই : ৫ গোল ভবানীপুর এফসি-র।

ড্র দিয়ে এবার কলকাতা ফুটবল লিগে অভিযান শুরু করেছিল সাহিদ রমনের ভবানীপুর। বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে খিদিরপুর এসিকে ৫-০ গোলে হারাল তারা। হ্যাটট্রিক করেন বিদ্যাসাগর সিং। বাকি দুটি গোল দীপ সাহা ও সানাথই মিতেইয়ের।

অন্যদিকে লিগের প্রথম ম্যাচে আটকে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শ্রীভূমি এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল দীপাঙ্কুর শর্মার ডায়মন্ড। এরিয়ানকে ৪-০ গোলে হারাল আসোস রেনবো। ম্যাচে জোড়া গোল অমরনাথ বাস্কের। ইউনাইটেড কলকাতার কাছে ১-০ গোলে হার ইউনাইটেড স্পোর্টসের। সাদার্ন সমিতি ১-০ গোলে হারল উয়াড়ি এসি-র কাছে।

কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা সামির
আহমেদাবাদে অলিম্পিকের আবেদন
-খবর এগারোর পাতায়

জকো-আলকারাজের জয়, বিদায় গফের

লন্ডন, ২ জুলাই : উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় পেলেন মহিলাদের শীর্ষবাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। তিনি মারিয়ে বউজকোভাকে ৭-৬ (৭/৪), ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন।

তবে সাবালেঙ্কা জিতলেও বিদায় নিয়েছেন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই কোকো গফ। তিনি ইউক্রেনের ডায়ানা ইয়াসত্রেমাস্কার কাছে ৭-৬ (৭/৩), ৬-১ গেমে পরাজিত হন। ম্যাচ হেরে গফ বলেন, 'ইয়াসত্রেমাস্কা দুর্দান্ত খেলেছে। আমি আগেই জানতাম, খুব কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে।' গফ কয়েকদিন আগেই ফরাসি ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ফরাসি ওপেন জেতার পর উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন।

এদিকে, খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে ছুটছেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াও। ব্রিটেনের অলিভার টারভেটকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন তিনি। খেলার ফল আলকারাজের পক্ষে ৬-১, ৬-৪,৬-৪।

প্রথম রাউন্ডে জয় দিয়েই শুরু করেছেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি আলেকজান্ডার মুলারকে ৬-১, ৬-৭ (৭/৯), ৬-২, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন। তবে ম্যাচ চলাকালীন পেটের সমস্যায় পড়েন সার্বিয়ান তারকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলা মাঝপথে বন্ধ করে চিকিৎসকের কাছ থেকে ওষুধ খান তিনি। পরে জকোভিচ বলেছেন, 'দ্বিতীয় সেটের মাঝামাঝি পর্যায় থেকে পেটের সমস্যা শুরু হয়। তবে ডাক্তারের দেওয়া অলৌকিক ওষুধ খেয়ে সেই সমস্যা থেকে রেহাই পাই। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা খেলতে আর কোনও সমস্যা হয়নি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'পেটের সমস্যা হলেও একবারও ম্যাচ ছাড়ার কথা ভাবিনি। জানতাম একটা সমস্যা হয়েছে, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে পারব।' অন্যদিকে প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন পুরুষদের তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ। তিনি আর্থার রিন্ডার্কনেচের কাছে ৭-৬ (৭/৩), ৬-৭ (৮/১০), ৬-৩, ৬-৭ (৫/৭), ৬-৪ গেমে পরাজিত হয়েছেন। বিদায় নেওয়ার কারণ হিসেবে জেরেভ নিজের মানসিক স্বাস্থ্যকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজেকে খুব একা মনে করছি। মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে এটাই হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।'

দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ। লন্ডনে।

গোল করার পথে সঙ্গীতা বাসফোর।

৫ গোল ভারতের মেয়েদের

ব্যাংকক, ২ জুলাই : মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল ভারতীয় দল। তারা ৫-০ গোলে হারিয়েছে ইরাককে। ভারতের হয়ে গোল করেন সঙ্গীতা বাসফোর, মনীষা কল্যাণ, কার্তিকা, নির্মলা দেবী ও রতনবালা দেবী।

এই জয়ের সুবাদে গ্রুপ 'বি'-তে তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। এদিকে থাইল্যান্ডও সমসংখ্যক ম্যাচে ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। দুই দলের গোল পার্থক্য সমান। এই গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন দল মূল পর্বে যাবে। তাই ৫ জুলাই ভারত- থাইল্যান্ড ম্যাচটা 'ফাইনাল ম্যাচ' হতে চলেছে। মূলপর্বে যেতে গেলে এই ম্যাচে জিততে হবে ভারতকে। যদি ম্যাচ ড্র হয়, তাহলে টাইব্রেকারের মাধ্যমে ম্যাচের নিষ্পত্তি হবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা রণজিৎ দে - কে 19.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 37C 59698 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। এটি আমার প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি। আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। একটি ছোট বিনিয়োগ আমাকে এবং আমার পরিবারকে সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরুর পথ দেখিয়েছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ডায়মন্ডে আঙ্গুসানা

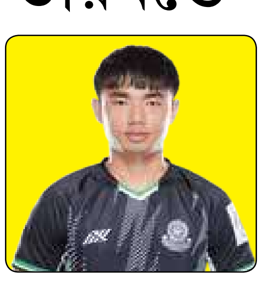

কলকাতা, ২ জুলাই: মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব থেকে আঙ্গুসানাকে সই করাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। পাশাপাশি এক স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের সঙ্গে কথা বলছে তারা। এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী তথা জামশেদপুর এফসি-র স্ট্রাইকার জাভিয়ের সিভেরিওকে প্রস্তাব দিয়েছে এফসি গোয়া। এছাড়া স্প্যানিশ মিডফিল্ডার চেমা নুনেজকে সই করাল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি।

ইস্টবেঙ্গলের তহবিল

কলকাতা, ২ জুলাই : ক্লাব সভাপতির উদ্যোগে নতুন তহবিল তৈরি করছে ইস্টবেঙ্গল। প্রাক্তন ফুটবলার, মাঠকর্মী থেকে ক্রীড়া সাংবাদিক, খেলোধুলার সঙ্গে যে কোনওভাবে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের চিকিৎসার খাতে সাহায্য করতেই এই উদ্যোগ লাল-হলুদের। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করে ইস্টবেঙ্গল। এর জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে মোট দুটি তহবিল তৈরি হচ্ছে। একজন ব্যক্তি এর থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্য পাবেন।

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর জন মার্ডি। বুধবার।

ফুটবল লিগ শুরু

রায়গঞ্জ, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃক্লাব ফুটবল বুধবার শুরু হল। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে গ্রুপ 'এ'-তে ফ্রেন্ডস অফ দিশা ২-০ গোলে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। বুধিলাল মুর্মু ও ম্যাচের সেরা জন মার্ডি গোল করেন। বৃহস্পতিবার গ্রুপ 'বি'-তে মুখোমুখি হবে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব ও রামপুর সূর্য স্মৃতি সংঘ।

রানিংয়ের ড্র

মালদা, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার ডঃ বিআর আম্বেদকর ক্লাব ও হাটিন্ডা রানিং সংঘের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। আম্বেদকরের সুধি সোরেন ও রানিংয়ের সুদীপ মুর্মু গোল করেন। ম্যাচের সেরা সুধি।

জোড়া গোল প্রীতমের

জামালদহ, ২ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বুধবার বড় গোপালপুর নবীন সংঘ ২-১ গোলে অশোকবাড়ি সংগ্রামী সংঘকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা প্রীতম রায় বসুনিয়া জোড়া গোল করেন। অশোকবাড়ির গোলটি দেব বর্মনের। বৃহস্পতিবার খেলবে সাকাতিরহাট ক্রীড়া সংস্থা ও মাথাভাঙ্গা জুনিয়ার ফুটবল দল।

ম্যাচের সেরা প্রীতম রায় বসুনিয়া। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

সেমিতে হার বেরুবাড়ির

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের প্রি-সুব্রত কাপ রাজ্য ক্লাস্টার পর্যায়ের অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের ফুটবলের ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় ও কালিম্পং কুমুদিনী হোমস হাই স্কুল। বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম সেমিফাইনালে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারায় আলিপুরদুয়ারের ডিমডিমা ফাতেমা হাইস্কুলকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। ফাতেমার মোহিত ওঁরাও এবং তরাইয়ের সম্রাট মণ্ডল গোল করে।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কালিম্পং কুমুদিনী হোমস হাইস্কুল ৩-০ গোলে হারিয়েছে জলপাইগুড়ির খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুলকে। কুমুদিনীর জোড়া গোল করে সামথিং ভুটিয়া। তাদের অন্য গোলটি সংগ্রাম সুরবার। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার টাউন ক্লাব মাঠে।

জিতল জেএফএ

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার জেএফএ ১-০ গোলে হারিয়েছে জেওয়াইসিসি। জেএফএ-র দুরন্ত রায় একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন। ম্যাচের সেরাও হয়েছেন তিনি।